শেখ হাসিনার উপহার
আমার বাড়ি আমার খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-০১

বার্ষিক প্রতিবেদন
জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

শেখ হাসিনার উপহার
আমার বাড়ি আমার খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-০১

বার্ষিক প্রতিবেদন
জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পর্ষদ

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার
সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মূল পরিকল্পনা ও সম্পাদনা

আকবর হোসেন (অতিরিক্ত সচিব)
প্রকল্প পরিচালক, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

সম্পাদনা সহযোগী

নজির আহমদ (যুগ্ম-সচিব)
উপ-প্রকল্প পরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ)
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

মোঃ শাহেদ আলমগীর
প্রোগ্রামার
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

দীপক রঞ্জন ভৌমিক
সিনিয়র কনসালটেন্ট (এমআইএস-ফিন্যান্স)
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

প্রভাস চন্দ্র দাস
সিনিয়র কনসালটেন্ট (প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং)
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

মোঃ সাইফুল ইসলাম
সহকারী প্রোগ্রামার
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

প্রকাশনায় ঃ

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৩৫৯০৮৩ ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৪৮২০৬
ই-মেইল ঃ headoffice@ebek-rdcd.gov.bd
ওয়েবসাইট ঃ www.ebek-rdcd.gov.bd

প্রকাশকাল

মে-২০১৯

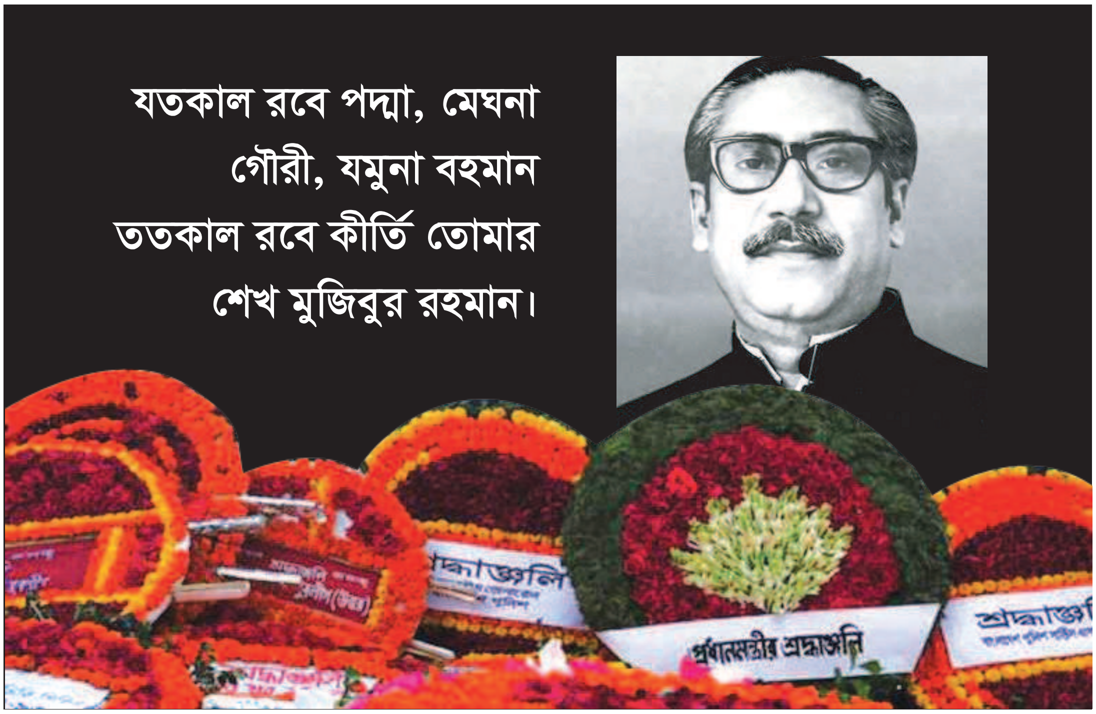

"এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এদেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না করে।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমরা শত্রুকে মোকাবেলা করে, যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছি। এখন আমাদের যে যুদ্ধ সেটা হচ্ছে- দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশকে আমরা দারিদ্র্যমুক্ত করতে চাই। কাজেই আমাদের এখন সবচেয়ে প্রধান শত্রু হচ্ছে দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭ বৈশাখ ১৪২৬
৩০ এপ্রিল ২০১৯

বাণী

‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের উপর দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মেহনতী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে, সবার জন্য বাসস্থান নিশ্চিত হবে, নাগরিকগণ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উন্নত জীবনের অধিকারী হবেন। কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে সে স্বপ্ন পূরণের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। দেশ নিপতিত হয় গভীর অন্ধকার ও অনিশ্চয়তায়। বঞ্চিত হয় সাধারণ মানুষ। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকারে এসে জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণে গ্রহণ করি বিভিন্ন কর্মসূচি। এর মধ্যে অন্যতম ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্প। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে দারিদ্র্য বিমোচনের এ অনন্য উদ্যোগকে বন্ধ করে দেয়। ফলে পুনরায় বঞ্চিত হয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় এবং আমরা আবারও প্রকল্পটি গ্রহণ করি। সেই থেকে আজ অবধি দেশের প্রতিটি গ্রামে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষের কল্যাণে স্থায়ী তহবিল গঠন করা হচ্ছে। এ তহবিল ব্যবহার করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাঁদের বসতবাড়িতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজ খামার স্থাপন করে নিয়মিত আয় করতে পারছেন। ফলে তাঁরা দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছেন।

দরিদ্র মানুষের জন্য গঠিত তহবিল স্থায়ীভাবে লেনদেন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আমরা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক চালু করেছি। ব্যাংকটি স্থায়ীভাবে প্রকল্পের আওতাধীন সমিতির দরিদ্র সদস্যদের সেবা প্রদান করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সদস্যরা একদিকে যেমন সমিতির তহবিল স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারবেন তেমনি অপরদিকে ব্যাংক হতে অধিক পরিমাণ ঋণ নিয়ে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হবেন।

আমি প্রত্যাশা করি, ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পটি দেশের সামগ্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যাপক অবদান রাখবে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।

আমি ‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ সময় পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহীত একটি বিশেষ মানবিক উদ্যোগ। এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মানুষের নিজস্ব সঞ্চয়ের সাথে সরকারী অনুদান প্রদান করে গ্রামে গ্রামে নিজস্ব স্থায়ী তহবিল গঠন করে দেয়া হচ্ছে যাতে দরিদ্র মানুষকে আর উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণের জন্য এনজিও বা সরকারী বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দারস্থ হতে না হয়। আমি এটা জেনে খুব আনন্দিত যে ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র মানুষদের নিয়ে ৯৭৯৮৯ টি গ্রাম সমিতি গঠন করা হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ৪৩ লক্ষাধিক দরিদ্র পরিবার। এ সকল দরিদ্র মানুষের নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৫৮৯ কোটি টাকা। সরকারী অনুদান মিলে তাদের স্থায়ী তহবিলের পরিমাণ ৫৪২৫ কোটি টাকা, যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিপুল পরিমাণ স্থায়ী তহবিলের স্থায়ী ও ঘূর্ণায়মান ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে তা ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দরিদ্র মানুষের জন্য সৃজিত এ অর্থ স্থায়ীভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। ব্যাংকটি ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় জুন ২০১৬ পর্যন্ত গঠিত সমিতি ও উহার তহবিল নিয়ে দেশের ৪৮৫টি উপজেলায় কাজ শুরু করেছে।

আমি প্রত্যাশা করি প্রকল্প ও ব্যাংক উভয় মিলে দরিদ্র মানুষের জন্য গঠিত তহবিলের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশ হতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা এসডিজি অভীষ্ঠ লক্ষ্য ১ ও ২ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমি প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সকল কর্মচারীদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বিশেষ উদ্যোগ বাস্তবায়নে আরও আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানাই এবং তাদের সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)

স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্প। দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃজন ও তা আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে এ উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। আমি এটি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

"আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি। তাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে এর যথাযথ বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরী। প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে স্থায়ী রূপ দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত ৪০২১৬টি গ্রাম সমিতি উহার সকল সদস্য ও তহবিলসহ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রকল্প মেয়াদ শেষে বাকী সকল কর্মকাণ্ড পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর হবে। দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাথে সরকারী অনুদান প্রদান করে যে বিপুল পরিমাণ তহবিল প্রকল্পের আওতায় সৃজন করা হয়েছে তার সাফল্য নির্ভর করবে এর সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহারের উপর। এখানে আমাদের সকলের বিশেষ করে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প ও ব্যাংকের কাজ তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ এ উদ্যোগ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে আমি সকল জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের সকল অংশের জনগনের সক্রিয় এবং আন্তরিক অংশগ্রহণের আহবান জানাই।

আমি বিশ্বাস করি আমরা সকলে মিলে যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ বিশেষ উদ্যোগটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে আমরা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবো।

আমি "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(স্বপন ভট্টাচার্য্য, এমপি)

মোঃ নজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বক্তব্য

"আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পটি দেশের হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি বিশেষ মানবিক উদ্যোগ। অর্থের অভাবে দরিদ্র মানুষ আয়বর্ধক কাজ শুরু করতে পারেননা। তাঁদেরকে অর্থের জন্য এনজিও বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। সাপ্তাহিক কিস্তিতে সুদ আসল পরিশোধ করতে গিয়ে তাঁরা প্রকৃতভাবে লাভবান না হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দরিদ্র মানুষের দুরবস্থা নিরসনে বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করেন। এ বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত দরিদ্র মানুষের নিজস্ব সঞ্চয়ের সাথে সরকারি অনুদান প্রদান করে তাঁদের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি করা হচ্ছে। যাতে তাঁরা এ তহবিল হতে অত্যন্ত স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করতে পারেন এবং তহবিলটি স্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে পারেন। এখন দেশে প্রতিটি গ্রামে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল গঠন হচ্ছে এবং দরিদ্র মানুষ সে তহবিল হতে ঋণ নিয়ে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করছেন। তহবিল গঠনের পাশাপাশি প্রতি গ্রাম হতে ৫ জন সদস্যকে কৃষিজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিজে কাজে লাগাতে পারেন আবার গ্রামের অন্য সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করে তাঁদেরকেও বিনিয়োগে সহায়তা করতে পারেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ সময়ে বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

"আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে দরিদ্র মানুষের যে স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি হচ্ছে তার সফলতা নির্ভর করবে কতটা সফলভাবে এ তহবিল ঘূর্ণায়মানভাবে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করা যাবে তার উপর। তাই আমি প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রকল্পের আওতায় সৃজিত তহবিলের সফল ব্যবহারে দরিদ্র সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করাসহ তাঁদেরকে নিবিড়ভাবে সহায়তা করার পরামর্শ দিচ্ছি। মনে রাখতে হবে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ বিশেষ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের যে সুযোগ আমাদের সামনে এসেছে তার সফল ব্যবহার আমাদের করতেই হবে এবং মহান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে হবে। আসুন, আমরা সকলে মিলে জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করি।

আমি "আমার বাড়ি আমার খামার" প্রকল্পের সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ নজিবুর রহমান)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বক্তব্য

'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প কর্তৃক জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ সময় পর্যন্ত কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত ও টেকসই করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর এই দূরদর্শী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে দেশের অগ্রযাত্রায় যোগ হয়েছে এক নতুন মাত্রা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নন উন্নয়ন দর্শনেরও রূপকার। তাঁর গৃহীত উদ্যোগসমূহ জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

এই প্রকল্পটি 'একটি বাড়ি একটি খামার' নামে চালু ছিল। অতি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পের নাম দিয়েছেন 'আমার বাড়ি আমার খামার'। এতে উপকারভোগীগণ এই প্রকল্পের সাথে অধিকতর আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করবেন।

'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্প গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এ প্রকল্পের মূল সুর, "দিন বদলের স্বপ্ন আমার, আমার বাড়ি আমার খামার"। এ প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র ঋণ নয়'। একই সাথে প্রতিটি বাড়ি হবে খামার। তহবিল সংগ্রহ ও পারিবারিক খামারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি ২০০৯ সালে শুরু হয়ে তা একদিকে যেমন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তেমনি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনেও ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটি এসডিজি অভিষ্ট ১ (দারিদ্র্যের অবসান), অভীষ্ট ২ (ক্ষুধার অবসান ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ) এবং অভীষ্ট ৫ (নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ) এর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। তাই এর সফল বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পটি আজ ব্যাপক বিস্তৃত হয়ে সারাদেশে গ্রামে গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কর্মকাণ্ডকে স্থায়ী রূপ দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। প্রকল্প ও ব্যাংকের কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের আন্তরিক সম্পৃক্ততা জরুরি। তাই আমি সকল স্তরের সরকারি কর্মচারী ও সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহীত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ বিশেষ উদ্যাগকে সফলভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানাই।

আমি প্রকল্প ও ব্যাংকের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(মোঃ আবুল কালাম আজাদ)

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫, ফোন : +৮৮-০২-৯১৪০০৮১ (অফিস): ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০২৯৫৯০
ই-মেইল : pcord@pmo.gov.bd; azad2113@gmail.com; ওয়েব সাইট : www.pmo.portal.gov.bd

মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বক্তব্য

‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র বিশেষ উদ্যোগসমূহের অন্যতম । এ উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রথমবারের মত দেশব্যাপী গঠিত হচ্ছে স্থায়ী তহবিল যা উপকারভোগীদের নিজস্ব সঞ্চয়ের সাথে সরকারী কল্যাণ অনুদান সমন্বিত রূপ। এ তহবিল স্থায়ীভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বর্ধক উদ্যোগে মূলধনের যোগান দিচ্ছে এবং তাদেরকে মুক্তি দিচ্ছে উচ্চ সুদে ঋণ প্রাপ্তির দুষ্ট চক্র থেকে। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র একান্ত মানবিক উদ্যোগ।

‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলোতে গড়ে ওঠা তহবিল ঘূর্ণায়মান ও স্থায়ীভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা হলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পারিবারিক কৃষিজ খামার স্থাপনের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারগুলিতে স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা তথা দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধা নিবারণ সম্ভব হবে। এ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। তাই উপকারভোগী সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ নারী সদস্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ে ২০০৯ সাল থেকে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু করা হয়েছে এবং সারাদেশে প্রতিটি গ্রামে এটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

‘আমার বাড়ি আমার খামার’ প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত কার্যক্রম নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বিভিন্ন গবেষণা / মূল্যায়ন কাজে অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ-১ (সর্বত্র সব ধরণের দারিদ্র্যের অবসান), অভীষ্ঠ-২ (ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ) ও অভীষ্ঠ-৫ (জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন) অর্জন তথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন: ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি আশা করি।

আমি প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

(মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার)

আকবর হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

প্রকল্প পরিচালকের কথা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পটি দরিদ্র মানুষের জীবিকায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৯ সালে যাত্রা শুরু করে। আজ সারা দেশে প্রতিটি গ্রামের দরিদ্র মানুষ প্রকল্পের আওতায় এনে নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং ঐ পুঁজি কৃষিজ খামার স্থাপনে বিনিয়োগ করে দরিদ্র মানুষের জীবিকায়ন নিশ্চিত করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। আগামী জুন, ২০২০ এর মধ্যে সারা দেশে ১০১০৪২ টি গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৫৫ লক্ষ দরিদ্র পরিবার প্রকল্পের আওতায় আসবে। প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার স্থায়ী তহবিল গঠন হবে। এ তহবিল স্থায়ীভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বাংলাদেশে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত প্রকল্পের কর্মকাণ্ডকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। ২০০৯ সাল হতে ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে প্রকল্পের আওতায় গঠিত ৪০২১৬ টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যক্রম স্থায়ীভাবে চালিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক কাজ শুরু করেছে। এ প্রতিবেদনে ব্যাংকে স্থানান্তরিত ৪০২১৬ টি সমিতির সদস্য ও সম্পদাদির বিবরণ সন্নিবেশন করা হয়েছে যা ভবিষ্যতে প্রকল্প বা ব্যাংকের যে কোন মূল্যায়ন/গবেষণা কাজে ব্যবহার করা যাবে। আগামী জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় যে কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে তাও প্রকল্প মেয়াদ শেষে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তর করা হবে। সরকারের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপর পরিচালিত নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে যা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছে।

আমি প্রত্যাশা করি, প্রকল্পের সকল কর্মচারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ সফল বাস্তবায়নে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করবেন। আমরা সকলে মিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

সানুগ্রহ বাণী ও শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করে এ প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার'কে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মুখ্য সচিব মহোদয়, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) মহোদয়, চেয়ারম্যান মহোদয়, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ও সচিব মহোদয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে । এ প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আকবর হোসেন)

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক

ড. মিহির কান্তি মজুমদার
চেয়ারম্যান
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

আমার বাড়ি আমার খামার ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ঃ মাইক্রোসেভিংস এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজনের একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি এবং মকরক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলের ইকোসিস্টেম ও জীব বৈচিত্র সমৃদ্ধ বলে এ অঞ্চল Mega-biodiverse অঞ্চল নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র অনেক বেশী সমৃদ্ধ। বাংলাদেশ এ অঞ্চলে অবস্থিত। তাছাড়া, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বেসিনের নিম্নপ্রান্তে অবস্থানহেতু এ দেশের জনপ্রতি মিষ্টি পানির গড় প্রাপ্যতা পৃথিবীর জনপ্রতি গড় মিষ্টি পানির প্রাপ্যতার চেয়ে তিনগুণ বেশী। সে কারণে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইকোসিস্টেম এবং জীববৈচিত্র আরও বেশী সমৃদ্ধ। ইকোসিস্টেম সমৃদ্ধ থাকলে কৃষির বিভিন্ন সেক্টর যথা- কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদি প্রাণি পালন, ফলচাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুযোগ অনেক বেশী।

বাংলাদেশ পৃথিবীর একটি অত্যন্ত জনঘনত্বের দেশ। পৃথিবীতে সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে চীন ও ভারত অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি কিলোমিটারে ভারতের থেকে ৩ গুণ এবং চীনের থেকে ৮ গুণ বেশী লোক বাস করে। কাজেই, জনপ্রতি ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকায় ইকোসিস্টেম সমৃদ্ধ এ দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমির ব্যবহার এবং আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে এ ভূমিতে উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যই স্বাধীনতার পরপরই সেচ কার্যক্রম বৃদ্ধি, উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়নসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজনে কৃষি জমি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে গেলেও স্বাধীনতার সময়ের চেয়ে এখন ধানের উৎপাদন ৪ গুণ বেশী। মাছ, ফল, সব্জীসহ কৃষির সব সেক্টরে উৎপাদন অনেক বেশী।

এ দেশে পল্লী অঞ্চলে এখনও প্রায় ৭০ ভাগ লোক বাস করেন এবং সেখানে অধিকাংশ লোকের বসতভিটা আছে। পল্লী অঞ্চলে প্রত্যেক বাড়িকে আধুনিক কৃষি খামার সৃষ্টি করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুযোগ থাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৯ সালে দেশব্যাপী একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং সে অনুযায়ী একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা শুরু হয়। সম্প্রতি এ প্রকল্পকে আমার বাড়ি আমার খামার নামে পরিবর্তন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের কারণে কর্মসূচির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয় এবং পুনরায় তা ২০০৯ সালে শুরু হয়। বসত বাড়িতে কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘ ২০১৪ সালকে "World Family Farming Year" ঘোষণা করে। অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী এ কর্মসূচি শুরু করেছেন ১৯৯৮ সালে অর্থাৎ ১৬ বছর পূর্বে।

আমার বাড়ি আমার খামার কর্মসূচির মূল উপাদান হচ্ছে মাইক্রোসেভিংস তথা পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি, কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষতা উন্নয়ন এবং উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বল্প সেবামূল্যে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান,

মৌসুমী ঋণ প্রদান, উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ, ডিজিটাল সেবার সম্প্রসারণ, অনিবাসী ভূমি মালিকের ভূমি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সার্বিক পল্লী উন্নয়ন। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প এ উপাদান নিয়েই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনামত একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃজনে সক্ষম হয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে সকল গ্রামে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের দাবী থাকায় ১ লক্ষ সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৫৫ লক্ষ পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০২০ সালের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

প্রকল্পের মেয়াদ শেষে আমার বাড়ি আমার খামার কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং সম্প্রসারণের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামে একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২২ জুন ২০১৬ তারিখ ১০০টি শাখা শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রত্যেকটি উপজেলায় ১টি শাখা হিসেবে ৪৮৫টি উপজেলায় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের শাখা আছে। অনলাইন রিয়াল টাইম ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সম্পন্ন হয়। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত গঠিত ৪০২১৬টি সমিতির সদস্যবৃন্দ এখন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের লেনদেন সম্পন্ন করছেন। পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের সকল সমিতি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হবে।

ক্ষুদ্র ঋণ ও দারিদ্র্যমুক্তির উদ্যোগ এ অঞ্চলে বেশ পুরানো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নোবেল পুরস্কারের প্রাপ্ত অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দিয়ে নওগাঁর পতিসরে শুরু করেছিলেন ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লায় দরিদ্র জনগণের সমন্বয়ে সংগঠন সৃজন, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পুঁজি গঠন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সেচ সুবিধা ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং ক্ষুদ্র ঋণসহ একটি সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ শুরু করে। যা স্বাধীনতা উত্তরকালে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি নামে সারাদেশে সম্প্রসারিত হয়। এ সময় ব্র্যাক, প্রশিকা ও অনেক এনজিও এবং পরবর্তীকালে গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমকে দেশব্যাপী সম্প্রসারিত করেছে। সরকারী-বেসরকারী এসব উদ্যোগে যেমন দারিদ্র্যসীমা উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে নেমেছে। একইসঙ্গে ব্যক্তির আয় বৃদ্ধির সাথে সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রবণতা বৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃজনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ জন্য প্রয়োজন ব্যক্তি দক্ষতা উন্নয়ন, স্বল্প সেবামূল্যে পর্যাপ্ত মৌসুমী ঋণ প্রদান, বিপণনের সুযোগ সৃজনসহ বহুমুখী কার্যক্রম। এসব দিক বিবেচনা করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প।

সে প্রেক্ষাপটে আমার বাড়ি আমার খামার শুধু প্রকল্প বা কর্মসূচি নয়। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি দর্শন। এ দর্শন যেমন পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি, কৃষির বিভিন্ন সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে মৌসুমী ঋণ প্রদানসহ দারিদ্র্যমুক্তি ও উন্নয়নের দর্শন। তেমনি প্রকৃতি ও ইকোসিস্টেম বা প্রতিবেশ সংরক্ষণের দর্শন। প্রকৃতি বা ইকোসিস্টেম এবং ইকোসিস্টেমগত সেবা ব্যবহার করে আমরা উৎপাদন করি। কিন্তু ইকোসিস্টেম বেশী ব্যবহার করা হলে বা প্রকৃতি থেকে বেশী সম্পদ আহরণ করলে প্রকৃতি পুনর্ভরণ ক্ষমতা হারায়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। কাজেই, প্রকৃতি ও ইকোসিস্টেম নির্ভর জনগণের সমন্বয়ে অঞ্চলভিত্তিক হাওর সংরক্ষণ সমিতি, বন সংরক্ষণ সমিতি, প্রকৃতি ও পাখি সংরক্ষণ সমিতি, ইলিশ সংরক্ষণ সমিতি গঠন করে সংশ্লিষ্ট জনগণের জীবিকা উন্নয়নের পাশাপাশি প্রকৃতি ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে কাজ করছে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। সাথে আছে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তির কার্যক্রম। সর্বোচ্চ ত্যাগ ও রক্তাক্ত যুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তির মত পেশা থাকা একটি জাতীয় লজ্জা। এ জাতীয় লজ্জা থেকে মুক্তির জন্য বিগত বছরে প্রায় ৪৮ হাজার ভিক্ষুককে আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প তাই যেমন দারিদ্র্যমুক্তি এবং উদ্যোক্তা সৃজনের দর্শন, একই সঙ্গে পল্লী উন্নয়নের দর্শন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই আমার বাড়ি আমার খামার ও পল্লী উন্নয়ন দর্শন বাস্তবায়নে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বদ্ধ পরিকর।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রকল্প কথা	১৮
প্রকল্পের রূপকল্প	১৮
প্রকল্পের অভিষ্ট লক্ষ্য	১৮
প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	১৮
প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৯
প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল	১৯
প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	২২
দরিদ্র মানুষের ডাটাবেজ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি	২৭
প্রকল্পে ব্যবহৃত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মডেল	২৭
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা	৩০
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ও একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক	৩১
প্রকল্প হতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত সমিতি ও উহার সম্পদের বিবরণ	৩৪
প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী	৪৫
২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কম্পোনেন্টওয়ারী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৪৬
বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি	৪৯
আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে বরাদ্দের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থের খাতওয়ারী ব্যয়ের চিত্র	৪৯
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম	৫০
প্রকল্পভূক্ত উপকারভোগী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৫৫
উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রকল্পের প্রভাব	৫৮
প্রকল্পের প্রভাব-গুণগত বিশ্লেষণ	৫৮
প্রকল্পে যোগদানের পর উপকারভোগীদর আয়ের অবস্থা	৫৯
উপকারভোগী পরিবারসমূহের খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা	৫৯
সুপারিশমালা	৬১
প্রকল্পের কয়েকজন উপকারভোগীর সাফল্য কাহিনী	৬৫
ছবিতে আমার বাড়ি আমার খামার	৭৩
সাফল্য ও সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প	৭৯

প্রকল্প পরিচিতি

প্রকল্প কথাঃ

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান পৃথিবীর কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে যা মেগাডাইভার্স অঞ্চল বলে পরিচিত। এ অঞ্চলের ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এছাড়া গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা বেসিনে অবস্থিত হবার কারণে এখানে জনপ্রতি মিষ্টি পানির গড় প্রাপ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য যে কোন যায়গার তুলনায় অত্যন্ত বেশী। ফলে বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র আরও বেশী সমৃদ্ধ। ইকোসিস্টেম সমৃদ্ধ হলে কৃষিজ বিভিন্ন সেক্টর যথা-কৃষি, মৎস্য চাষ, হাস মুরগি গবাদি প্রাণি পালন, ফলচাষ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উৎপাদনের সুযোগ অত্যন্ত বেশী। দেশের ৭০% মানুষ এখনও গ্রামে বা পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে এবং প্রায় প্রতিটি পরিবারের পৃথক পৃথক বসতবাড়ি আছে। এসব বসতবাড়ি মোট আবাদযোগ্য জমির একটি বড় অংশ দখল করে আছে। বাংলাদেশ ভৌগলিক আয়তনে পৃথিবীর ৯২তম বৃহত্তম দেশ হলেও জনসংখ্যায় পৃথিবীর ৮ম বৃহত্তম দেশ। যেখানে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বসবাস। এ প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারিবারিক কৃষি খামার স্থাপনের মাধ্যমে বসতভিটার অব্যবহৃত জমিকে চাষাবাদ তথা উৎপাদনের আওতায় আনার লক্ষে ২০০০ সালে গ্রহণ করেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প। প্রতিটি বাড়িকে উৎপাদনমুখি খামারে পরিণত করার মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে কৃষিজ উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু মাত্র ১ বছরের মাথায় সরকার পরিবর্তন হলে বিএনপি জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ মহতী উদ্যোগ বাতিল করেন। বঞ্চিত হয় দেশের দরিদ্র মানুষ। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে পুনরায় রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্বে এসে আবারও গ্রহণ করেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প। এবার তিনি পারিবারিক খামার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের তহবিল সংকট দূরীকরণে প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল। দরিদ্র মানুষের কষ্টার্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাথে সরকারি অনুদান যোগ করে গ্রামে গ্রামে স্থায়ী তহবিল সৃজনের মডেল। যা আজ দেশব্যাপী অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে এবং দরিদ্র মানুষ নিজেদের তহবিল হতে স্বল্প কিস্তি সুবিধা ফিতে ঋণ নিয়ে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করতে পারছেন। প্রচলিত উচ্চ সুদের ক্ষুদ্রঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল নতুন আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জাতিসংঘ পারিবারিক কৃষি খামারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ২০১৪ সালকে ওয়ার্ড ফ্যামিলি ফার্মিং ইয়ার হিসেবে ঘোষণা করে। অথচ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ আন্দোলনের সূচনা করেন তার বহু পূর্বে।

প্রকল্পের রূপকল্প (Vision)

বহুমুখি কৃষিজ উৎপাদনের মাধ্যমে জীবিকায়ন সুনিশ্চিত করে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন

প্রকল্পের অভিষ্ট লক্ষ্য (Mission)

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে বিনিয়োগযোগ্য নিজস্ব তহবিল গঠন করে দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি সেবার আওতায় নিয়ে আসা এবং প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উপকারভোগী সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা।

প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে সামাজিক মর্যাদা সুসংহতকরণ;

২. উন্নয়নে নারীর অংশীদারিত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও জেন্ডারবৈষম্য দূরীকরণ;

৩. দরিদ্র মানুষের অংশীদারিত্বে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্থায়ী তহবিল গঠনপূর্বক তা আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে স্থায়ী আয় সৃজন;

৪. বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতি প্রতি ন্যূনতম ৫জন সদস্যকে পরামর্শক এবং প্রযুক্তি সহায়তাকারী হিসেবে গড়ে তোলা;

৫. দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বহুমুখি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৬. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও গতিশীল করা;

৭. গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলোকে স্থানীয় সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা ;

৮. আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;

৯. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও সুবিধাভোগীদের নিয়ে চলমান কার্যক্রমের সর্বস্তরে তথ্য-প্রযুক্তির সেবা নিশ্চিতকরণ।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

প্রচলিত উচ্চ সুদের ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাপ্রসূত 'ক্ষুদ্র সঞ্চয়' মডেল অনুসরণে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃজন এবং ঐ তহবিল হতে কৃষিভিত্তিক উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জন্য স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। ২০০৯ সালে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. সারাদেশের ৫৪.৫৯ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্পের আওতায় আনা;

২. প্রতিটি গ্রামে এক বা একাধিক আমার বাড়ি আমার খামার সমিতি গঠন। যার সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৩০ হতে সর্বাধিক ৬০টি দরিদ্র পরিবার। সদস্যদের ৬৬% হবেন মহিলা;

৩. দরিদ্র সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদান। মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা সঞ্চয় করলে প্রকল্প হতে সমিতির মিউচুয়াল তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ের বিপরীতে মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে ২৪ মাস পর্যন্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদান প্রদান করা;

৪. ৬০ জন দরিদ্র মানুষের সমিতিতে ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রকল্প হতে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে ২ বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা;

৫. এভাবে ৬০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সমিতির স্থায়ী তহবিল ২ বছরে প্রায় ৯.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা:

৬. সকল অর্থ এবং আর্থিক লেনদেন প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণপূর্বক এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

৭. প্রতি সমিতি হতে গড়ে ৫ জন সদস্যকে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন আয়সৃজন কাজে ৩-৫ দিনের দক্ষতা উন্নয়ন আবাসিক/অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৮. সমিতির তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত সদস্যদের উঠান বৈঠকের মাধ্যমে গ্রহণ এবং সঠিক সময়ে ঋণ আদায়ে সমিতিকে সক্ষম করে গড়ে তোলা;

৯. সমিতির স্থায়ী তহবিল উহার সদস্যদের মধ্যে স্থায়ী ও ঘূর্ণায়মানভাবে ব্যবহার নিশ্চিত করা;

১০. প্রতিটি সদস্যের বাড়িকে পর্যায়ক্রমে পারিবারিক কৃষি খামারে পরিণত করা;

১১. যে সকল সদস্য সমিতির তহবিল হতে বিনিয়োগ করে সফল হবেন এবং নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করবেন, তাদেরকে প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হতে মাত্র ৫% সেবামূল্যে ৫০ হাজার টাকা হতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া;

১২. প্রতিটি উপজেলায় একটি করে অফিস কাম মার্কেটিং সেন্টার নির্মাণ। সদস্যদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন মার্কেটিং এর সুযোগ তৈরি করা;

১৩. সমিতির তহবিল স্থায়ীভাবে লেনদেন এবং সদস্যদের আয়বর্ধক কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল (Strategies for Project Implementation)

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বহুমাত্রিক ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল দর্শন হল জীবিকায়নের সুযোগ সৃষ্টি ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন। এ লক্ষ্য অর্জনে বিশেষ কিছু কর্মকৌশলকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তা হলোঃ

১। গ্রাম নির্বাচনঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাম নির্বাচনের মাপকাঠি ছিলঃ

১. দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা;

২. শিক্ষার অপ্রতুলতা;

৩. নিয়মিত কাজের অভাব/অনিশ্চিত জীবিকা;

৪. জলাবদ্ধতা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে বিপর্যস্ত গ্রাম;

৫. অঞ্চলভিত্তিতে অনগ্রসরতার কোন বিশেষ কারণ বা বৈশিষ্ট্য;

তবে ৩য় সংশোধনীতে দেশের সকল গ্রামকে প্রকল্পভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী এলাকায় যেখানেই দরিদ্র মানুষ আছে সেখানেই সমিতি গঠন করে দরিদ্র মানুষকে প্রকল্পের আওতায় আনা হচ্ছে।

২। প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনের মানদণ্ড ঃ

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে/শনাক্তকরণে একটি মানদন্ড অনুসরন করা হয়ে থাকে, তা হলোঃ

* দরিদ্র পরিবার (মহিলা পরিবার প্রধান: ০-০.৫০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-১
* দরিদ্র পরিবার (অনূর্ধ্ব ০.৩০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-২
* দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ০.৫০ একর জমির মালিক) অগ্রাধিকার-৩
* চর ও পাহাড়াঞ্চলে দরিদ্র পরিবার (সর্বোচ্চ ১.০০ একর) জমির মালিক অগ্রাধিকার-৪

উল্লিখিত সকল ক্ষেত্রে শহীদ পরিবার, মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়ার বিধান রয়েছে। কোনক্রমেই যাতে গ্রামের সচ্ছল, চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী বা তাদের পোষ্য উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। মানদণ্ড অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে ৪০ জন মহিলা এবং ২০ জন পুরুষ সদস্য। তবে ভৌগলিক বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ সম্প্রদায়, নৃগোষ্ঠী ইত্যাদি ভেদে সর্বনিম্ন ৩০ জন সদস্য নিয়েও গ্রাম সমিতি গঠন করা হয়। তবে নারী পুরুষ অনুপাত ঠিক রাখা হয়।

৩। উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত কমিটি উপকারভোগী নির্বাচন করার জন্য গ্রামে প্রকাশ্য স্থানে সভা করে উপস্থিত সকলের মতামত নিয়ে উপকারভোগী নির্বাচন করে থাকেন। প্রতি পরিবার হতে একজন ব্যক্তি সমিতির সদস্য হওয়ার সুযোগ পান। সদস্যদের মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাত হতে হবে ২ঃ১।

৪। গ্রাম সংগঠন সৃষ্টিঃ

গ্রামে প্রকাশ্য সভায় নির্বাচিত উপকারভোগীদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক একটি অথবা দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশী হলে একাধিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হয়। প্রতি গ্রাম সমিতিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি করে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। যার মধ্যে ১ জন সভাপতি ও ১ জন ম্যানেজার নির্বাচন করা হয়। গ্রাম সমিতির সদস্যদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ, পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, সহযোগিতা, অবাধ মিথষ্ক্রিয়া অর্থাৎ সামাজিক পুঁজিকে (Social Capital) আরো বেশি সুসংহত করার লক্ষেই এ সংগঠনের সৃষ্টি।

৫। উপকারভোগীদের তথ্য সংগ্রহ ও অনলাইন ডাটা এন্ট্রি ঃ

সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলে প্রকল্পের কর্মীগণ উপকারভোগী সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এ তথ্যের মধ্যে তাদের পেশা, জীবিকা, আয়, সম্পদ, পরিবারের সদস্যদের জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য থাকে। প্রতি গ্রাম সমিতির সদস্যদের তথ্য প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজে এন্ট্রি দিয়ে অনলাইনে সমিতি তৈরীর কাজটি করেন প্রকল্পের কর্মীগণ। প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ারটি ৩টি বেসরকারি ব্যাংকের ব্যাংকিং সফটওয়ারের সাথে ইন্টারফেসিং থাকার কারণে প্রকল্পের ডাটাবেজ সফটওয়ারে সমিতি তৈরী সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংক সাইডে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমিতির নামে একটি অনলাইন ব্যাংক হিসাব তৈরী হয়।

অনলাইন সফ্টওয়ারে এন্ট্রিকৃত সকল উপকারভোগীর তথ্য বর্তমানে অনলাইন সফটওয়ারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং তা যে কোন ব্যক্তি অনলাইনে দেখতে পারেন।

৬। পুঁজি গঠন ঃ

অনলাইনে সমিতি গঠন এবং ব্যাংক হিসাব তৈরী সম্পন্ন হলে অংশীদারিত্বমূলক পুঁজিগঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ৩টি ধাপ রয়েছেঃ

ক) সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় ঃ

প্রকল্পের সদস্যগণ সপ্তাহে ৫০ টাকা মাসে ২০০ টাকা হারে সঞ্চয় করেন। প্রতি সদস্যকে একটি পাশবই প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মাঠ সহকারী রশিদ দিয়ে সদস্যের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করেন। অর্থ সংগ্রহ ও তা সদস্যের পাশ বহিতে লেখার কাজে সমিতির ম্যানেজার মাঠ সহকারীকে সহায়তা করে থাকেন। মাঠ সহকারী সদস্যদের নিকট হতে সংগৃহীত অর্থ উপজেলায় প্রকল্প কার্যালয়ে কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব

সহকারীর নিকট জমা দিয়ে একটি রশিদ গ্রহণ করেন। কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারী গৃহীত সঞ্চয়ের অর্থ অনলাইনে সমিতির হিসাবে জমা প্রদান করেন। ব্যাংক হিসাবটি সমিতির নামে হলেও ঐ হিসাবে সকল সদস্যের পৃথক হিসাব রাখার জন্য লেজার সংরক্ষিত হয়। ফলে কোন সদস্য কবে কত টাকা জমা করলেন তা পৃথকভাবে দেখা যায়। সদস্যদের সঞ্চয় জমা এক নাগাড়ে ২৪ মাস পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। ৬০ জন সদস্য ২৪ মাস ২০০ টাকা করে সঞ্চয় করলে ২ বছরে ২.৮৮ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমা হয়।

খ) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস ঃ

সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রকল্প হতে সমপরিমাণ অর্থ (সদস্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা করে ২৪ মাস) উৎসাহ সঞ্চয় বা বোনাস হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। এটি দরিদ্র সদস্যদের তাঁদের কষ্টার্জিত দৈনন্দিন আয় হতে সঞ্চয় করতে অনুপ্রাণিত করে। এটি প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সরকারি অর্থ ছাড়ের প্রেক্ষিতে প্রকল্পের অর্থ প্রতি ৩ মাস অন্তর সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদান করা হয়। কোন সদস্য বেশী সঞ্চয় করলেও মাসে সর্বোচ্চ ২০০ টাকা হারে বোনাস প্রদান করা হয়। ব্যাংক হতে অনলাইনে এ অর্থ সমিতি তথা সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হয়। এ অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্য সমিতির সদস্যদের একটি মিউচুয়াল তহবিল গঠন করা। এ অর্থ সদস্যদের সঞ্চয়ের বিপরীতে জমা হলেও এর মালিক সমিতি। কোন সদস্য ইচ্ছা করলে এ অর্থ তুলতে পারবেন না। শুধুমাত্র ঋণ নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন।

গ) সমিতির ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলে আর্থিক সহায়তা ঃ

গ্রাম উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব স্থায়ী তহবিল গঠনের জন্য প্রকল্প হতে প্রতি সমিতিকে বছরে ১.৫০ লক্ষ টাকা করে দু'বছরে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে অনুদান প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিজেদের সঞ্চয় ও প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে প্রদত্ত উৎসাহ সঞ্চয় বা কল্যাণ অনুদানের সাথে এ অর্থ যোগ হয়ে প্রতি সমিতির জন্য ২ বছরে গড়পড়তা ৯.০০ লক্ষ টাকার একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে উঠছে। এ অর্থের মালিক সমিতি। সমিতির সদস্যগণ এ অর্থ স্থায়ীভাবে আয়বর্ধক কাজে ব্যবহার করেন। তহবিল গঠনের এ প্রক্রিয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নীচে ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল ও তার ব্যবহার দেখানো হল:

ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল ও তার ব্যবহার

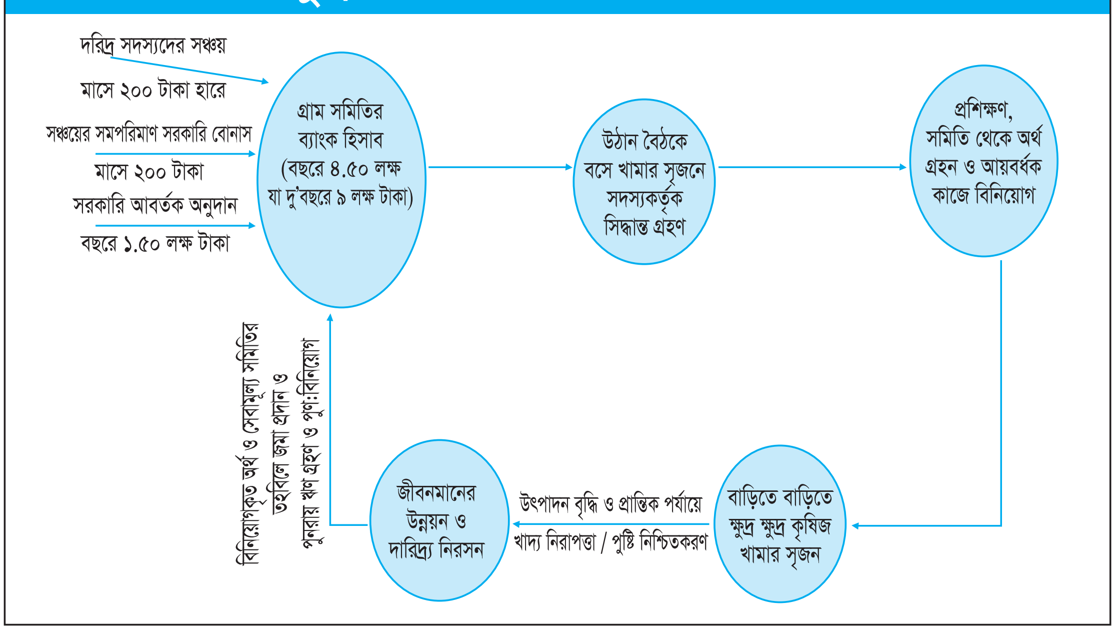

৭। প্রশিক্ষণ ও গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃজন ঃ

আয়বর্ধক কাজে অর্থ বিনিয়োগ করে সফল হতে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রতি গ্রাম সমিতি হতে ৫ জন করে সদস্যকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা প্রকল্পে রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ প্রশিক্ষণ উপজেলা পর্যায়ে একটি রিসোর্স টিম গঠন করে তার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে প্রদান করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে উপজেলা পর্যায়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয় না। তাই ৩য়

সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এ প্রশিক্ষণ বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আবাসিক ব্যবস্থায় প্রদান করা হচ্ছে। একটি সমিতি হতে ৫ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে ভলানটিয়ার বা সেচ্ছাকর্মী হিসেবে তৈরী করা হচ্ছে। যাতে প্রশিক্ষণ শেষে তারা তাদের লব্ধ জ্ঞান নিজে প্রয়োজনের পাশাপাশি সমিতির অন্য সদস্যদের শেখাতে পারেন।

৮। সমিতির সদস্যদের উঠান বৈঠক ঃ

প্রকল্পে অন্যতম বৈশিষ্ট্য সদস্যদের নিয়মিত উঠান বৈঠক। যা সমিতির সদস্যদের আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়ন, সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, একতা, কাজের জবাবদিহিতা তৈরীতে সহযোগিতা করে। এ বৈঠকে সদস্যদের সঞ্চয় আদায়, ঋণের প্রকল্প গ্রহণ, কিস্তি আদায়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, কুটিরশিল্প উন্নয়ন, উৎপাদিত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়াও এ বৈঠকে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, শিশু অধিকার, বয়স্কশিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

০৯। সমিতির তহবিল ব্যবহার ও জীবিকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার সৃজনঃ

এ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তহবিল ব্যবহারে সমিতির সদস্যদের নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। সমিতির সদস্যগণ উঠান বৈঠকে বসে সদস্যদের চাহিদা মাফিক ও প্রয়োজন অনুযায়ী আয়বর্ধক খামার সৃজনে সমিতির তহবিল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। প্রকল্প অফিস বা উপর হতে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয় না। উঠান বৈঠকে সদস্যগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সে অনুযায়ী ঋণ প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করার দায়িত্ব প্রকল্পের কর্মীদের। সদস্যগণ তাদের বসতভিটা উপযোগী বিষয়ে খামার সৃজনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

১০। বিপণন সহায়তা (বাজারজাতকরণ কার্যক্রম) ঃ

সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার জন্য প্রতি উপজেলায় স্থাপন করা হচ্ছে মার্কেটিং সেন্টার। এ মার্কেটিং সেন্টারের মাধ্যমে সদস্যগণ তাদের উৎপাদিত পণ্যের অনলাইন বাজারজাত করার সকল সহযোগিতা পাবেন। ইতোমধ্যে ৪৩৫টি উপজেলায় প্রকল্পের মার্কেটিং সেন্টার কাম অফিস ভবন তৈরী সম্পন্ন হয়েছে।

১১। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পেও ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রস্তুত করা হয়েছে সকল সদস্যের অনলাইন ডাটাবেজ। সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইন ব্যাংকিং তথা ডিজিটাল ব্যবস্থায় সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের দাপ্তরিক যোগাযোগ ওয়েবসাইট ব্যবহার/মোবাইল ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। কেনাকাটায় ই-দরপত্র, নথি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল পদ্ধতি "নথি" ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কালঃ জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১

দেশের ৬৪ জেলার ৪৮২ উপজেলার ১৯২৮টি ইউনিয়নে ৯৬৪০টি গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ৫,৭৮,৪০০টি পরিবার অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য নিয়ে জুলাই ২০০৯ সালে প্রকল্পটি যাত্রা শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবার প্রতি ও কিছু ক্ষেত্রে সমিতি প্রতি বিভিন্ন উপকরণ শতভাগ অনুদান ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরবরাহ করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু হয়।

প্রকল্প ও উপকারভোগী সদস্য/সমিতির অংশীদারিত্বে বিতরণের জন্য ধার্যকৃত সম্পদ সহায়তার লক্ষ্য ও প্রকৃত অর্জন ছিল নিম্নরুপঃ

ক্র: নং:	সম্পদের বিবরণ	একক মূল্য	অনুদান (লক্ষ টাকা)	অনুদানের পরিমাণ	বিতরণের লক্ষ্য পরিবার/সমিতি	প্রকৃত বিতরণ শতভাগ অনুদান ভিত্তিক
১	সমিতিতে হ্যাচারী স্থাপন	৯৬৪	১০.০০	৭৫%	৭২৩০.০০	সম্পদ বিতরণকালে সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের সৃষ্টি হওয়ায় এ সম্পদ বিতরণ কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়।
২	সমিতিতে গভীর নলকূপ স্থাপন	১০০	৩০.০০	৭৫%	২২৫০.০০	
৩	ডেইরী ফার্ম স্থাপনা	৪৮২	২.০০	৭৫%	৭২৩.০০	
৪	বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	৪৮২	০.০৩৫	৮০%	১৩৪.৯৬	
৫	সোলার প্যানেল	১৯২৮০	০.৩১	৮০%	৪৮২০.০০	
৬	ইকো টয়লেট	৯৬৪০	০.২৫	৮০%	১৯২৮.০০	
৭	নার্সারি	১৯২৮	০.৫০	৫০%	৪৮২.০০	

প্রকল্প হতে শতভাগ অনুদান দিয়ে সম্পদ সহায়তার লক্ষ্য ও প্রকৃত অর্জন ছিল নিম্নরুপঃ

ক্র: নং:	সম্পদের বিবরণ	পরিবার সংখ্যা	একক মূল্য (হাজার টাকা)	মোট ধার্য্যকৃত অনুদান (লক্ষ টাকা)	বিতরণের লক্ষ্য (পরিবার)	প্রকৃত বিতরণকৃত টাকা (লক্ষ টাকা)
১	গাভী	৯০০০	০.২০	১৮০০০.০০	৪৮৩০০	৯৬৬০.০০
২	হাঁস-মুরগি	৯৬৪০০	০.০৫	৪৮২০.০০	১৪৭৭৫	৭৩৮.৭৫
৩	সব্জী বীজ বিতরণ	২৮৯১৬৪	০.০১	২৮৯১.৬৪	৫৭৭২৫	৫৭৭.২৫
৪	ট্রি প্ল্যানটেশন /চারা বিতরণ	৯৬৪০০	০.০১	৯৬৪.০০	৫৪৫৫০	৫৪৫.৫০
৫	ঘরের টিন বিতরণ	৯৬৪০০	০.১০	৯৬৪০.০০	২১২৪৯	১৭৪২.৫০
	মোট ঃ				১৯৬৫৯৯	১৩২৬৪.০০

সম্পদ বিতরণের উল্লিখিত লক্ষ্য উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে মারাত্মক বৈষম্যের সৃষ্টি করে। ২০ হাজার টাকা মূল্যের গাভী পাওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত সচ্ছল ব্যক্তিবর্গ গ্রাম সমিতির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন স্থানে অন্তর্ভুক্ত হতে চেষ্টা করে এবং প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত করার সম্মুখিন করে। প্রকল্প সম্পর্কে জনমনে একটি নেতিবাচক ধারণার জন্ম দেয়। ফলশ্রুতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রকল্পের সম্পদ বিতরণ ধারণা পরিবর্তন করে সদস্যদের অংশীদারিত্বে সরকারি অনুদানে গ্রামে গ্রামে স্থায়ী তহবিল গঠন ও ঐ তহবিল আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগের লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্প দলিল সংশোধন করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ঃ

প্রকল্প দলিলের ১ম সংশোধনীতে সম্পদ বিতরণের ধারণা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলে দরিদ্র মানুষের অংশ গ্রহণে স্থায়ী তহবিল গঠনের ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পের আওতা ৪৮৩টি উপজেলার ১৯৩২ট ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করে ১৭৩৮৮টি গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ১০,৪৩,২৮০টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য নিয়ে ১৩/০৯/২০১১ তারিখে প্রকল্প দলিল 'একনেক' কর্তৃক ১ম বারের মত সংশোধন করা হয়। প্রকল্প মেয়াদ জুন, ২০১৩ মাসে শেষ হবার কথা থাকলেও ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেলে দরিদ্র মানুষের অংশীদারিত্বে সরকারি অনুদান সহায়তায় স্থায়ী তহবিল গঠনের ধারণাটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় এবং প্রকল্প এলাকা দেশের সর্বত্র বিস্তৃতির জনপ্রত্যাশার কারণে ২০১৩ সালের ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্প এলাকা দেশের ৪৮৫ উপজেলার ৪৫০৩টি ইউনিয়নের ৪০৫২৭টি ওয়ার্ডের ১টি করে গ্রামে বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রকল্প দলিল ২য় বারের মত 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সারাদেশে প্রকল্পটি অত্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। প্রকল্পের ১ম ও ২য় সংশোধিত মেয়াদকালে (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত) প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ও অর্জন ছিল নিম্নরূপঃ

গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি ঃ

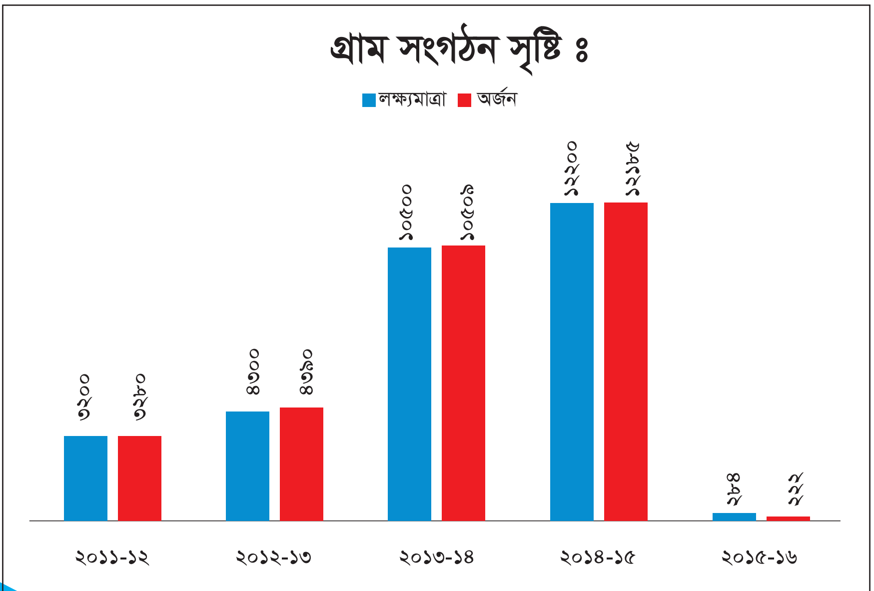

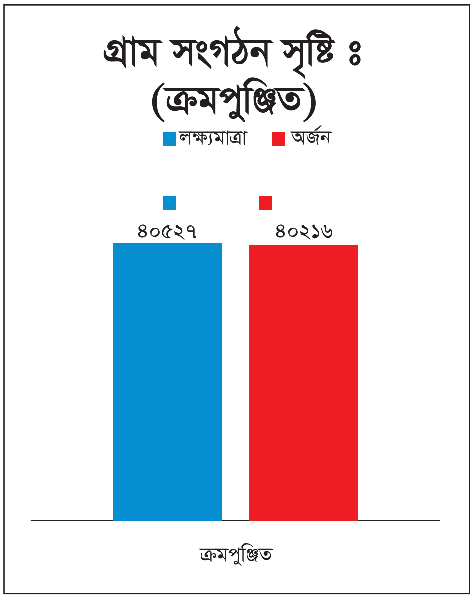

সদস্য অন্তর্ভুক্তি ঃ

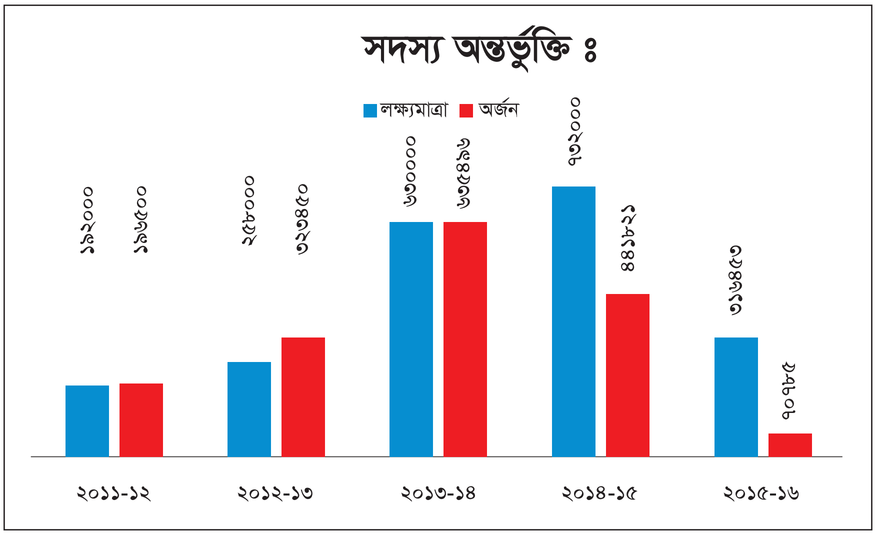

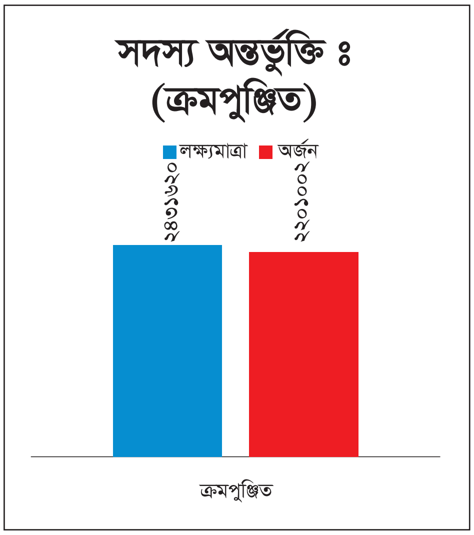

সদস্য সঞ্চয় জমা ঃ (কোটি টাকায়)

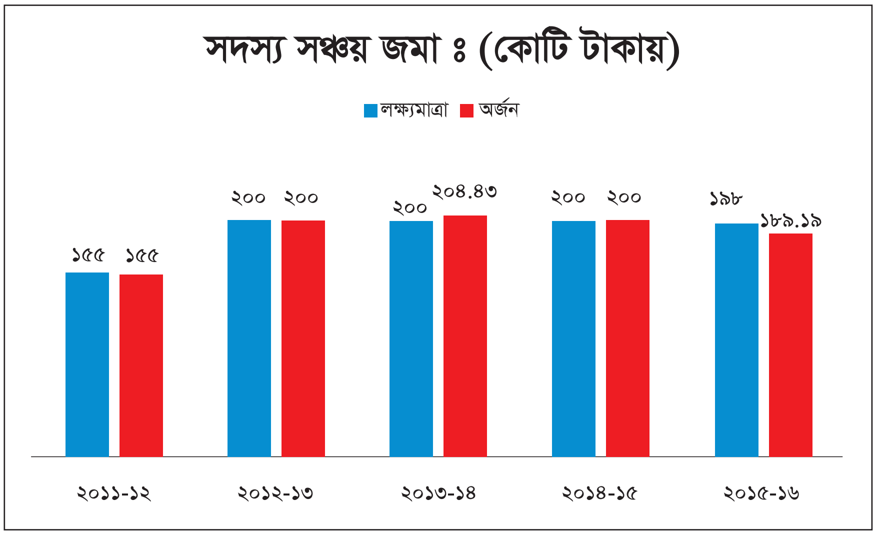

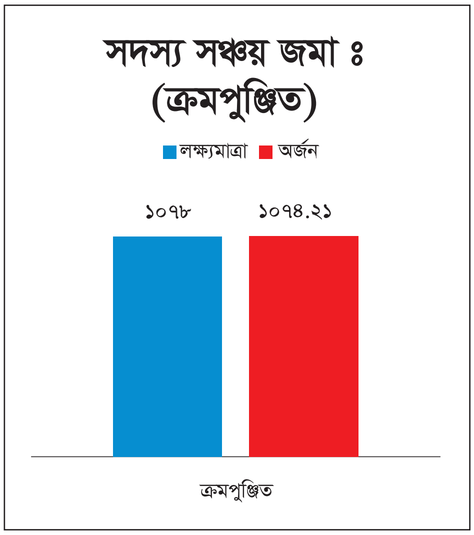

কল্যাণ অনুদান বিতরণ ঃ (কোটি টাকায়)

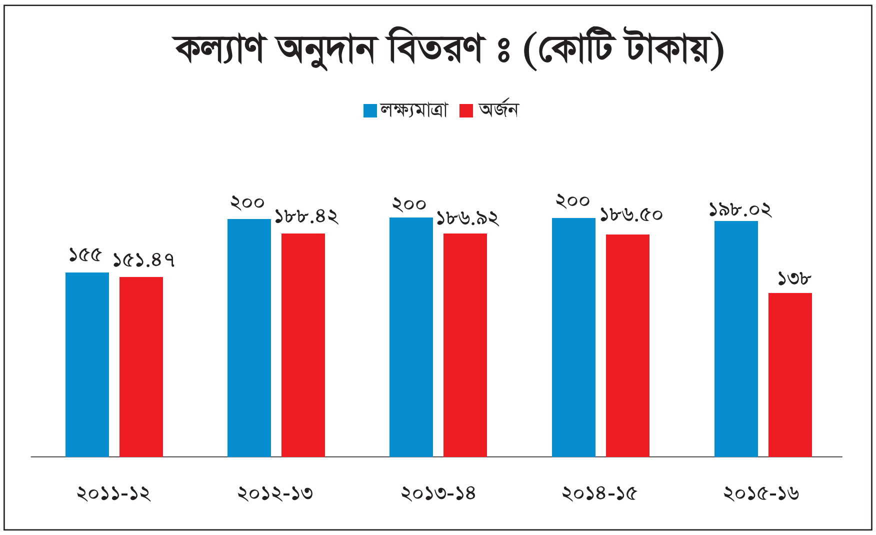

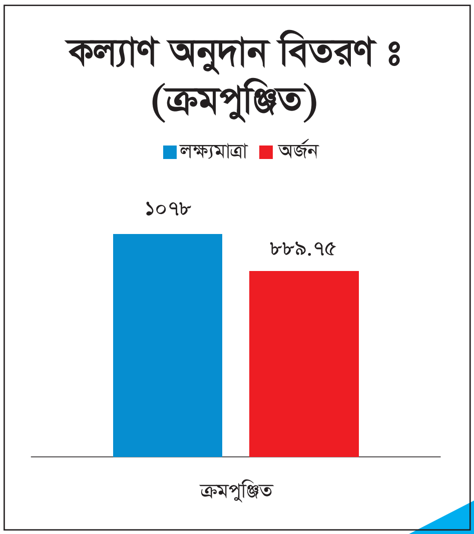

ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ ঃ (কোটি টাকায়)

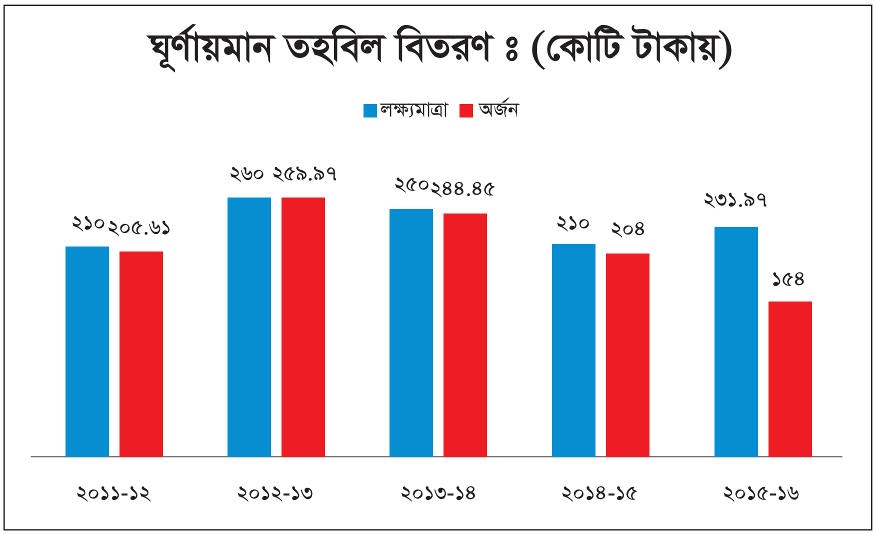

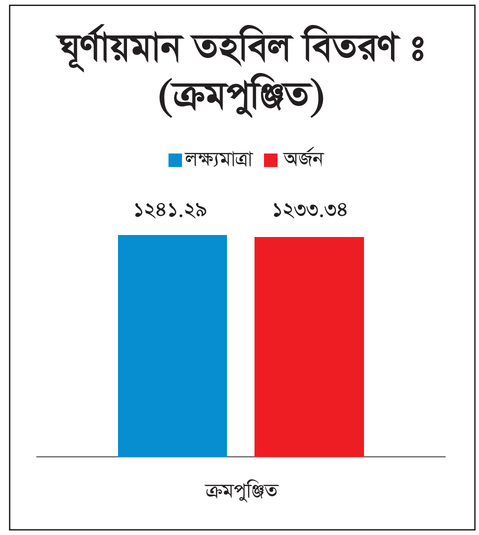

ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

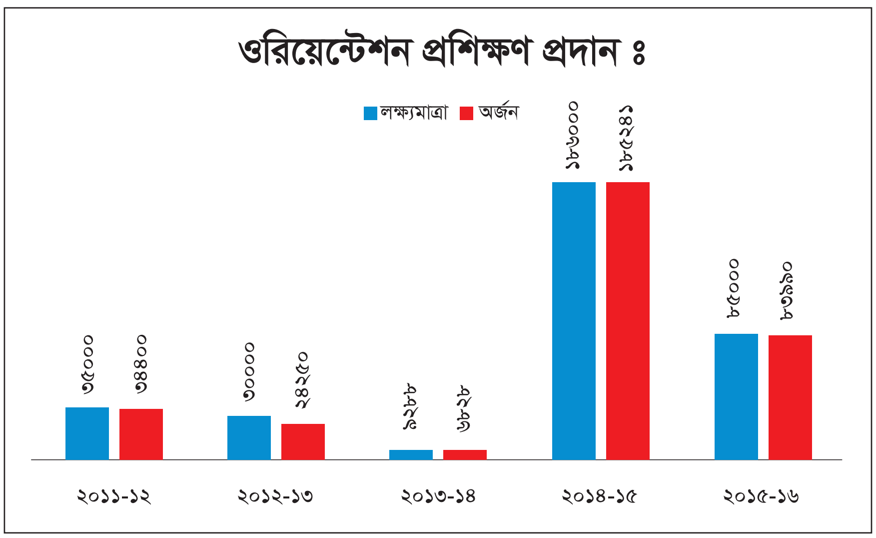

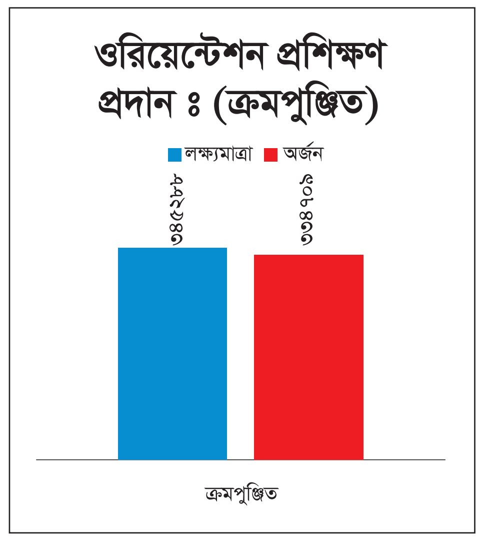

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

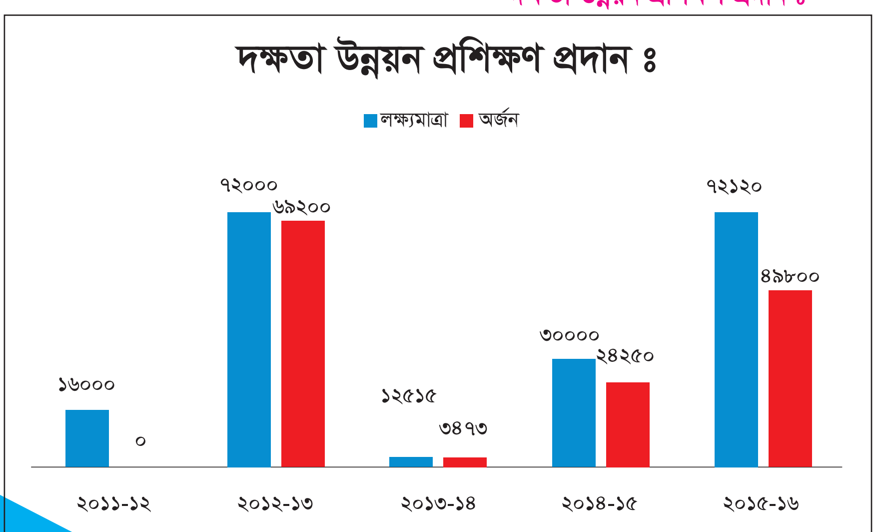

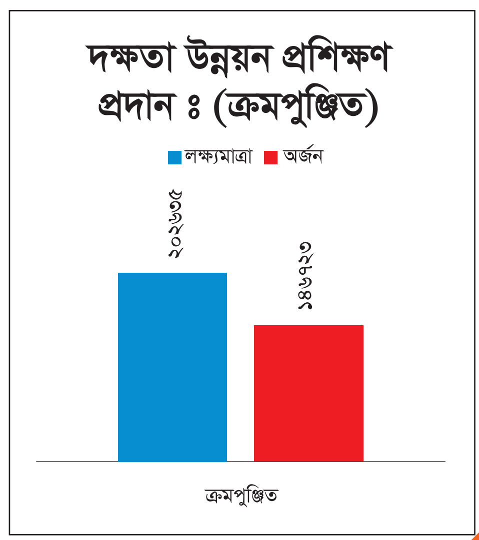

অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

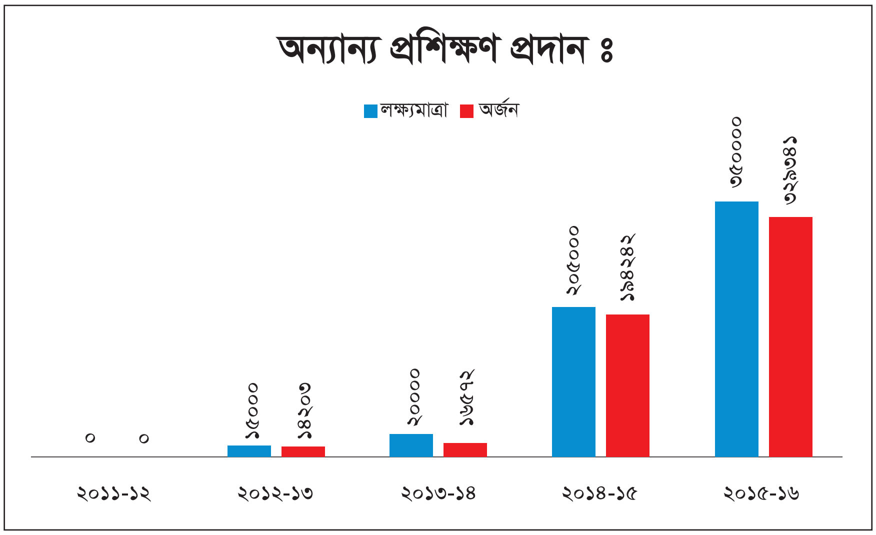

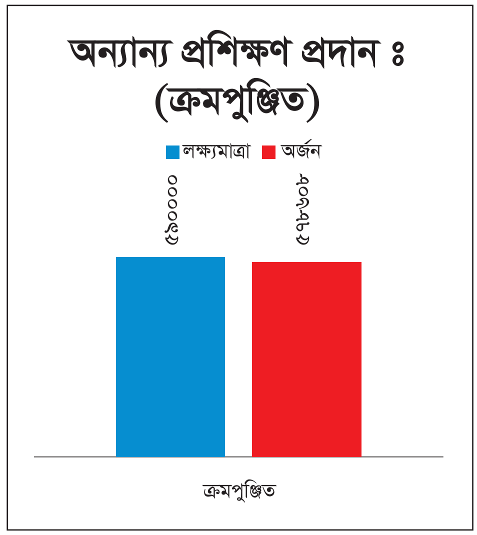

মোট তহবিল গঠন ঃ (কোটি টাকায়)

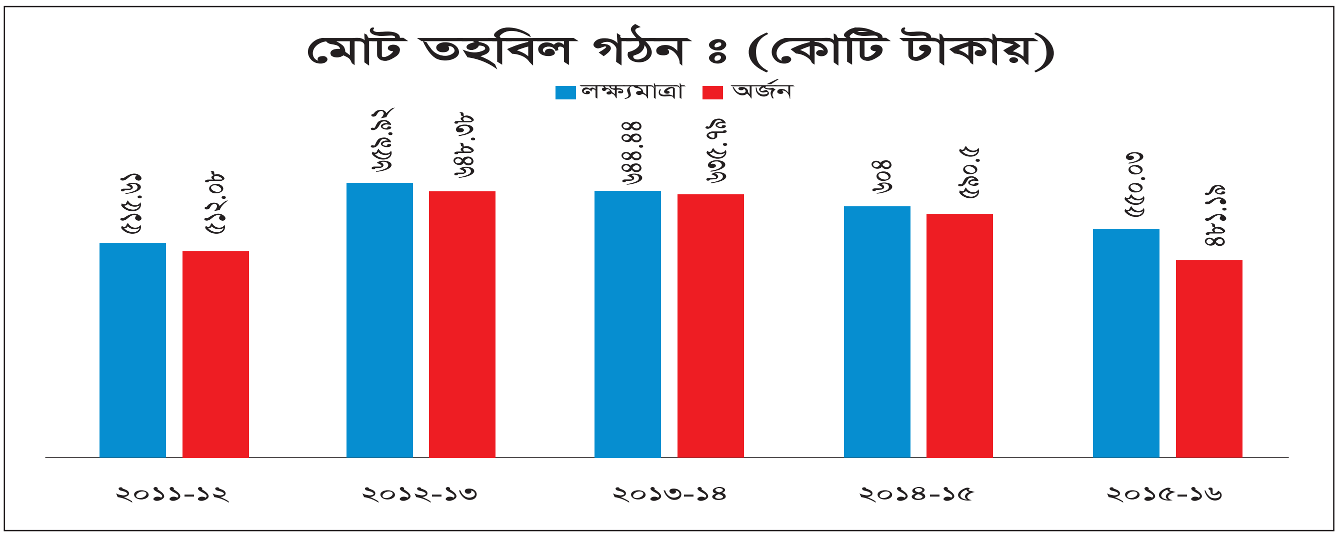

তহবিল হতে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগঃ (কোটি টাকায়)

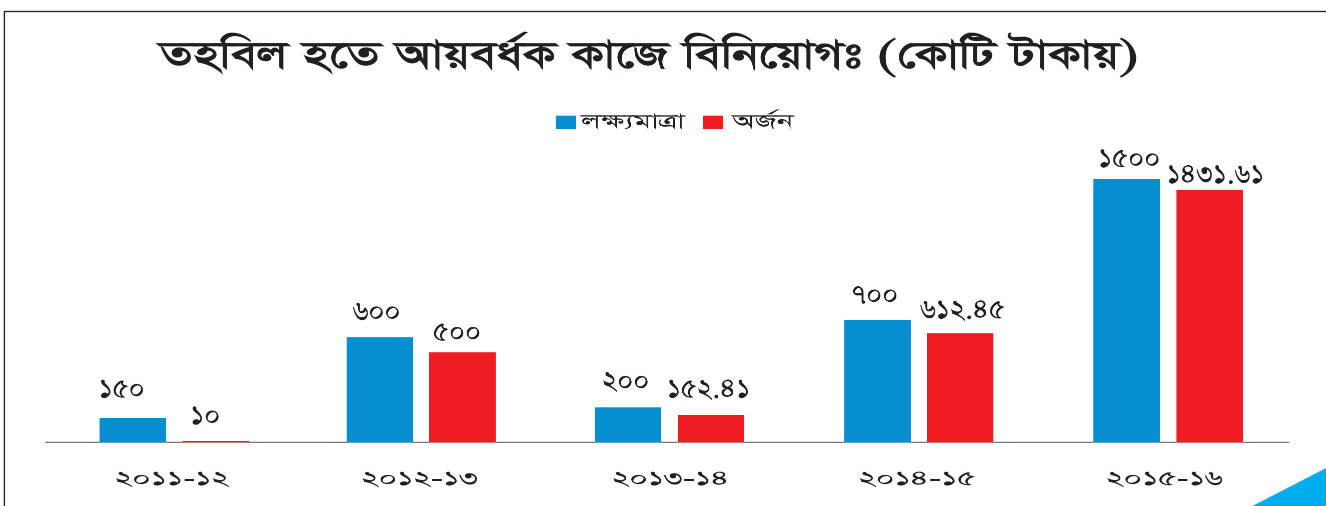

দরিদ্র মানুষের ডাটাবেজ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিঃ

স্বাধীনতার পর দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে অনেক প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলেও কোন প্রকল্পের উপকারভোগীদের অনলাইন ডাটাবেজ প্রস্তুত ও তা সর্বসাধারণের কাছে সহজলভ্য করা হয়নি। ব্যয়িত সম্পদের স্বচ্ছতা সর্বসাধারণের নিকট নিশ্চিত করা হয়নি। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পে সর্বপ্রথম সকল উপকারভোগীদের একটি অনলাইন ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। যা যে কোন ব্যাক্তি প্রকল্পের ওয়েবসাইটের নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেখতে পারেন। প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সকল আর্থিক লেনদেন অনলাইন প্লাটফরম ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন সদস্য কবে কত টাকা সঞ্চয় জমা করেছেন, প্রকল্প হতে সঞ্চয়ের বিপরীতে কবে কত টাকা কল্যাণ অনুদান, সমিতির অনুকূলে ঘূর্ণায়মান তহবিল প্রদান করা হয়েছে, কোন সদস্য কবে কত টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন, কবে শোধ করেছেন ইত্যাদি যাবতীয় লেনদেনের তথ্য প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজে সংরক্ষিত আছে। দরিদ্র মানুষের অর্থ লেনদেনে দেশে সর্বপ্রথম এ প্রকল্পের মাধ্যমে অনলাইন ব্যাংকিং তথা এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করা হয়। আজ দেশে বহুল প্রচলিত এজেন্ট ব্যাংকিং এর ধারণা ২০১২ সালে এ প্রকল্প ও বেসরকারি ব্যাংক এশিয়ার যৌথ উদ্যোগে উদ্ভাবিত হয় এবং এ প্রকল্পের অর্থ লেনদেনে তা চালু করা হয়। প্রকল্পের অনলাইন ডাটাবেজ সফটওয়ারটি ৩টি বেসরকারি ব্যাংকের (ব্যাংক এশিয়া, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক) ব্যাংকিং সফটওয়ারের সাথে ইন্টারফেসিং এর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের অর্থ অনলাইনে লেনদেনের ব্যবস্থা করা হয়। বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা হয়। এসকল কাজ সম্পন্ন করতে প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠা করা হয় প্রকল্পের নিজস্ব ডাটা সেন্টার (ডিসি) ও ডিজাস্টার রিকভারী সাইট (ডিআরএস)। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত মেয়াদ অর্থাৎ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ২২০১০০২ জন উপকারভোগী ৯৩৭০০১৫২ সংখ্যক বার অনলাইন আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে ৪৪৪৩.৬১ কোটি টাকা লেনদেন করেন।

প্রকল্পে ব্যবহৃত এজেন্ট ব্যাংকিং এর মডেলটি নিম্নরূপ:

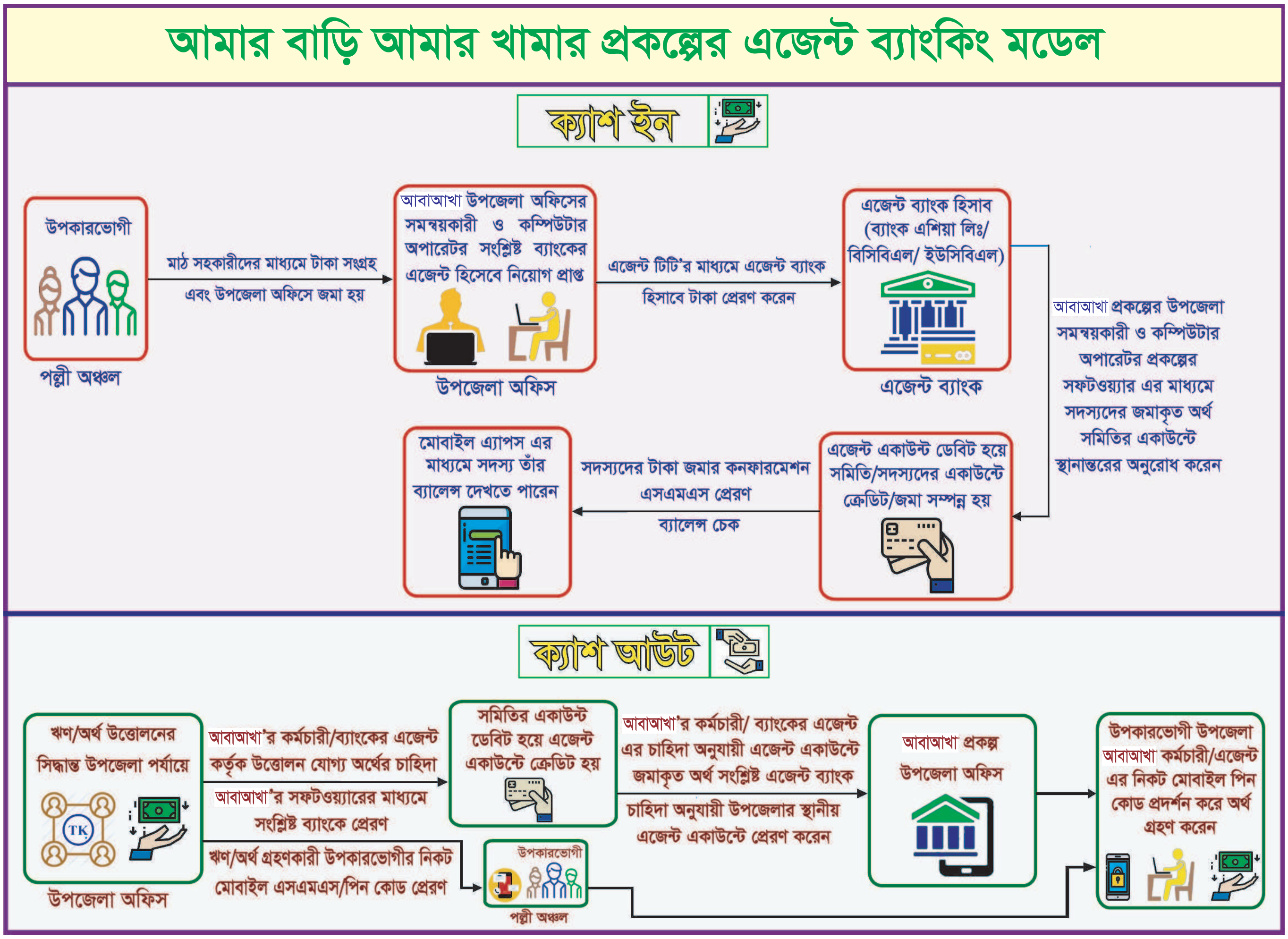

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত প্রকল্পের ডাটা সেন্টার (ডিআর) এ স্থাপিত সার্ভার ও যন্ত্রাংশ

প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সকল আর্থিক লেনদেনের লক্ষ্যে প্রকল্পের অনলাইন সফটওয়ারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে সকল আর্থিক লেনদেনের তথ্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে ড্যাসবোর্ডে প্রতিফলিত হয় যা নিম্নরূপ:

Online Banking DashBoard (2nd Revision, Country wide)

আমার বাড়ি আমার খামার

Start Auto Refresh

Welc

| Country | Division | District | Up

Summary | Member Entry Progress | Samitee Trend | Member Deposit Trend | Loan Trend | Repayment Trend

Samitee & Member Information

i. No of Samitee	40216
ii. No of Samitee(Target)	40,527
iii. No of Member	2,201,002
iv. No of Member(Target)	2,431,620
v. Total Member Deposit	10,742,018,119
vi. Member Interest	766,359,886
vii. No of Total Transaction	93,700,152

Loan Information

viii. No of Loan Disbursment	3,196,467
ix. Total Loan Disbursement	44,436,162,343
x. Total Loan Repayment	25,714,065,191
xi. Service Charge Repayment	2,149,013,403
xii. Principal Due	20,016,522,354
xiii. Service Charge Due	1,662,742,244
xiv. Loan Due Within 1 Year	9,165,164,294
xv. Loan Due 1+	9,912,616,496

Asset Information

xvi. No of Bank Account	35,891
xvii. Bank Interest	513,663,994
xviii. Govt. & Bank Charges	191,668,886
xix. Service Charge Segregation	593,240,091
xx. Bank Balance (v+vi+x+xvii+xxii+xxiii+xxiv+xxv+xxvi-ix-xviii+xix)	15,221,695,165
xxi. Loan Outstanding (ix-x)	18,722,097,152
Total Asset (xx+xxi)	33,943,792,317

Government Grants Information

xxii. Govt. Grants To Member	8,897,523,372
xxiii. Govt. Grants To Samitee	12,333,376,217
xxiv. Donation	6,707,793
xxv. Previous Loan Service Charges	152,648,942
xxvi. Previous Asset Recovery	129,922,789

As on 30 June, 2016

প্রকল্পের অনলাইন সফটওয়ারের মাধ্যমে সকল আর্থিক লেনদেনের সামগ্রিক চিত্র ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে দেখা যায়

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

সমৃদ্ধি অর্জনের ব্যাংক

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠাঃ

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে গড়ে ওঠা বিপুল পরিমাণ তহবিল স্থায়ীভাবে ব্যবস্থাপনা এবং বিপুল সংখ্যক সদস্যকে প্রদত্ত আর্থিক সেবা স্থায়ীভাবে প্রদানের লক্ষ্যে তথা প্রকল্প কার্যক্রমকে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য প্রকল্প দলিলের সংস্থান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অভিপ্রায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। এ লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয় পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ৭ নং আইন)। আইনের মুখবন্ধ অনুযায়ী পল্লী এলাকার দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সঞ্চয় ও অর্জিত অর্থ লেনদেন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ঋণ ও অগ্রিম প্রদান এবং বিনিয়োগের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকার কর্তৃক ৩১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ইতোমধ্যে ৪৮৫টি উপজেলায় শাখা স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক লাইসেন্স প্রদান করেছে। ব্যাংকের বোর্ড গঠন হতে শুরু করে ব্যাংক পরিচালনায় যাবতীয় বিধি/প্রবিধি প্রকল্পের প্রস্তাবিত শেষ মেয়াদ অর্থাৎ ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখের পূর্বেই সম্পন্ন হয়।

কিন্তু ইতোমধ্যে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সাথে সরকারি অনুদান প্রদান করে তাঁদের জন্য গ্রামে গ্রামে স্থায়ী তহবিল গড়ে দেয়ার এ ব্যবস্থা সারাদেশের প্রতিটি গ্রামে বাস্তবায়নের দাবী উঠলে সরকার প্রকল্পের মেয়াদ ৩য় বারের মত বৃদ্ধি করে সারাদেশের প্রতিটি গ্রামে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের যাত্রা শুরুতে কিছুটা বাধাগ্রস্থ হয়। ব্যাংক আইনের ৩৯ ধারা প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির অন্তরায় হিসেবে দেখা দিলে ২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর শ্বর্ত সাপেক্ষে একনেক কর্তৃক প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী পাশ হয়। অতঃপর ২২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। সংশোধিত আইনে পল্লী সঞ্চয় আইন-২০১৪ এর ৩৯ ধারার (খ) উপধারার অধীনে নতুন একটি উপধারা সংযোজন করা হয়। সংযোজিত উপধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রকল্প বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব মেয়াদ পর্যন্ত প্রকল্পের জনবল, সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়াদি, প্রকল্প ও ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি অনুযায়ী আদান প্রদান বা স্থানান্তরের মাধ্যমে, ব্যাংকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে এ মর্মে বিধান করা হয়।

সংশোধিত ব্যাংক আইনের বিধানমতে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মতিক্রমে ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। সমঝোতা স্মারকের অনুলিপি সকলের জ্ঞাতার্থে এখানে সংযুক্ত করা হলো:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

কড ৬৮৪৫৯৩৭

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মধ্যে

সমঝোতা স্মারক

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প, বর্তমান ঠিকানা: প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল-১৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, পক্ষে জনাব আকবর হোসেন, প্রকল্প পরিচালক-----**প্রথম পক্ষ।**

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, বর্তমান ঠিকানা: রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার(লেভেল-০৮) ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা-১০০০, পক্ষে জনাব মোঃ মুঈন উদ্দীন, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক -----**দ্বিতীয় পক্ষ।**

যেহেতু পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪-এর ৩৯ ধারার বিধান অনুযায়ী ৩০/০৬/২০১৬ তারিখ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বিলুপ্ত হওয়া এবং বিলুপ্ত প্রকল্পের জনবল, সম্পদ, দায়, অধিকার ইত্যাদি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ এর মাধ্যমে ৩৯ নং ধারা সংশোধিত হইয়া সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে প্রকল্প বিলুপ্ত হইবে মর্মে প্রকল্প বিলুপ্তির সময়সীমা পরিবর্তন করা হইয়াছে ;

যেহেতু পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধন) আইন, ২০১৬ এর ৫ এর খ (২) উপধারা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব মেয়াদ পর্যন্ত প্রকল্পের জনবল, সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়াদি, প্রকল্প ও ব্যাংকের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি অনুযায়ী আদান-প্রদান বা স্থানান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রয়োজনে ব্যবহার করার বিধান রাখা হইয়াছে ; এবং

যেহেতু একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় সমন্বিতভাবে উভয় কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সম্পাদন বাধাগ্রস্থ হইতেছে;

সেহেতু একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প (পরবর্তীতে 'প্রকল্প' বলিয়া অভিহিত) প্রথম পক্ষ ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (পরবর্তীতে 'ব্যাংক' বলিয়া অভিহিত) দ্বিতীয় পক্ষ এর মধ্যে নিম্নরূপ শর্তাদির ভিত্তিতে এই সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হইল:

১. প্রকল্প ও ব্যাংকের কার্যক্রম পারস্পরিক সহযোগিতায় যৌথভাবে সম্পাদনের স্বার্থে প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প পরিচালক পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত এমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন;

২. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক (সংশোধিত) আইন,২০১৬ এর ৩৯(২) উপধারা অনুযায়ী ৩০.০৬.২০১৬ তারিখে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে কর্মরত জনবল পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মসম্পাদনের প্রয়োজনে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের তারিখ হইতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হইবে। প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্প হইতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত জনবলের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হইবে। তবে এই স্থানান্তরিত জনবল একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিবে। এইরূপ দায়িত্ব পালনে উভয় কর্তৃপক্ষ বদলী ব্যতীত প্রয়োজনীয় আদেশ/নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে। এইভাবে দায়িত্ব পালনকালে দায়িত্বে অবহেলা বা শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং দায়িত্বপালন সংশ্লিষ্ট অন্য কোন অপরাধের জন্য ব্যাংক এবং প্রকল্প স্ব স্ব চাকুরির শর্তাধীনে প্রয়োজন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাইতে পারিবে এবং অনুরূপ অনুরোধ জানানো হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাহা পরিপালনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন"

চলমান পাতা-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৳১০০ ৳১০০

একশত টাকা

কড ৬৮৪৫৯৩৮

৩. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন,২০১৪ (২০১৬ সনে সংশোধিত ৫০ নং আইনসহ) ও তদধীনে প্রণীত চাকুরি প্রবিধানমালার বিধান এবং এ সমঝোতা স্মারকের ০২ নং অনুচ্ছেদের শর্তাধীনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পর্যায়ক্রমে ইহার প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

৪. ব্যাংক এবং প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল স্ব স্ব কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন;

৫. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ৬ ধারার ৪ উপধারা অনুযায়ী এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পর প্রকল্পের তালিকাভুক্ত সমিতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার সমিতি হিসেবে নিবন্ধিত হইয়াছে বিধায় ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত সকল সমিতির তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ সফটওয়ার প্রকল্প কর্তৃক ব্যাংকের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে;

৬. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন অনুযায়ী সমিতির নিজস্ব অর্থের মালিকানা অক্ষুন্ন রাখিয়া নিবন্ধিত ও স্থানান্তরিত সমিতির আর্থিক লেনদেন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যাংক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবে;

৭. প্রকল্প ৩য় সংশোধিত মেয়াদে যে নতুন উপকারভোগী নির্বাচন করিবে তাহাদের সকল ডাটা পৃথক সফটওয়ারে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং তাহাদের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম পৃথক ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করিবে। কোন সমিতি সৃষ্টির দুই বছর অতিক্রান্ত শেষে তহবিল গঠন সম্পন্ন হইলে সমিতির ব্যাংক হিসাব পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে হস্তান্তর করা হইবে;

৮. একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের বিদ্যমান ডাটা-সেন্টার, ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার-এর সার্ভার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ওয়ারেন্টির মেয়াদ প্রায় অতিক্রান্ত হওয়ায় একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক যৌথ অংশীদারিত্বে নতুন সার্ভার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় ও পুনঃস্থাপন/স্থাপন করিবে;

৯. জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের অফিস ব্যাংকের অফিস হিসেবে ব্যবহার করা যাইবে। প্রকল্প উক্ত অফিসের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। প্রকল্পের আসবাবপত্র/যন্ত্রাংশ প্রকল্প ও ব্যাংক উভয়ই শেয়ারিং এর মাধ্যমে ব্যবহার করিবে। তবে ব্যাংক পর্যায়ক্রমে আসবাবপত্র/অফিস যন্ত্রাংশ/অনলাইন ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয় সেবা ইত্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে;

১০. প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের মেশিনারী, আসবাবপত্র, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদি প্রকল্পের প্রয়োজন বিধায় ব্যাংক ইহার প্রয়োজনে ঐ সকল যন্ত্রপাতি পৃথকভাবে ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট মেশিনারী ও আসবাবপত্র ক্রয় না করা পর্যন্ত প্রকল্পের সম্পদ ব্যবহার করিবে;

১১. প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় যানবাহন কম থাকায় ব্যাংক উহার অর্গানোগ্রাম এবং টিওএন্ডই অনুযায়ী সত্বর যানবাহন ক্রয়/ভাড়ার ব্যবস্থা করিবে। তবে অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য পারস্পরিক সম্মতিতে প্রকল্পের যানবাহন ব্যাংক ব্যবহার করিতে পারিবে। প্রকল্পের উপজেলা পর্যায়ের যানবাহন ব্যাংক ও প্রকল্পের পারস্পরিক সম্মতিতে উভয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনে ব্যবহার করিতে পারিবে;

১২. প্রকল্পের পরিচালন ব্যয় প্রকল্প হইতে এবং ব্যাংকের পরিচালন ব্যয় ব্যাংক হইতে নির্বাহ করা হইবে;

"দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন" চলমান পাতা-৩

কড ৬৮৪৫৯৩৯

১৩. এই সমঝোতায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অথবা অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ে কোন পরিবর্তন/পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতিতে আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে সমাধা করিতে পারিবে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক এবং একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম পাশাপাশি ও একইসাথে পরিচালনা করার প্রয়োজনে উল্লিখিত শর্তাবলী/সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করতঃ উভয় পক্ষ অদ্য ২২শে মার্চ ২০১৭খ্রিঃ, ৮ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ তারিখে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করিল।

২২.৩.১৭
(আকবর হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০

(প্রথম পক্ষ)

স্বাক্ষী
১। ড. এন. সিদ্দিকা খানম
অতি: সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

২। নাসির আহমদ
উপ প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব), একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প।

৩।

22.03.17
(মোঃ মুঈন উদ্দীন)
উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-০৮)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০

(দ্বিতীয় পক্ষ)

স্বাক্ষী
১। (কামরুন নাহার আহমেদ)
অতি: সচিব
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

২। হারুন-অর-রশীদ হাওলাদার
পরিচালক-
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

৩।

প্রকল্প হতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত সমিতি ও উহার সম্পদের বিবরণ

সমঝোতা স্মারকে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত গঠিত সকল গ্রাম সমিতি উহার সকল সম্পদ, দায়সহ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কর্মচারী যারা ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন তারা পর্যায়ক্রমে ব্যাংকে স্থানান্তরিত হবেন। তবে একই সাথে প্রকল্পের কাজও করবেন। তাদের বেতনভাতা প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক প্রকল্প চলাকালীন প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। ব্যাংক প্রকল্পের ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারী সাইট ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবে। ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় গঠিত উপজেলা ওয়ারী গঠিত গ্রাম সমিতি এবং উহার সম্পদাদি যা ব্যাংকে স্থানান্তরিত হয়েছে তার বিবরণ নীচে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
১	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	৬৪	৩৬২৭	১১৯.৫৩	১১৪.৯২	১৯৬.৫৯	৩২.০৩	৪৬৩.০৭
২	পঞ্চগড়	সদর	৯০	৫১৭২	২৪৪.৭৫	২২৩.৭৭	২৭৭.৬৫	৪৫.৫৯	৭৯১.৭৬
৩	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	৯০	৫১৪৫	২৬৭.৭৮	২২৪.৩৭	২৭৭.৫৯	৪২.০৬	৮১১.৮০
৪	পঞ্চগড়	বোদা	৯০	৫৪০০	২৪২.৩৭	২১৮.০০	২৮২.৪৫	৩৮.৯১	৭৮১.৭৩
৫	পঞ্চগড়	আটোয়ারি	৫৪	৩১৮৮	১৩৫.৬৬	১২৫.৩৩	১৬৯.৫৯	২৬.৮৭	৪৫৭.৪৫
৬	ঠাকুরগাঁও	সদর	১৮৯	১১৩৪০	৫৭১.৮৩	৫৩৮.২১	৫৬৮.২১	৫০.৪২	১৭২৮.৬৭
৭	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	৯০	৫৩১২	৩২৪.৪০	২৪৫.০১	২৭৬.১৫	৫১.৪৫	৮৯৭.০১
৮	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গা	৭২	৪২৭৯	১৯২.১৯	১৭৪.৭৭	২২৫.০৮	৩৩.৮২	৬২৫.৮৬
৯	ঠাকুরগাঁও	রানী শংকৈল	৭২	৪৩২০	২৪৩.১৫	১৯২.৯৬	২২১.৭৭	৩৭.৭৭	৬৯৫.৬৫
১০	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	৫৪	৩১৫৫	১১৯.১৯	১০৯.৫৪	১৬৫.৮৫	২৩.৯১	৪১৮.৪৯
১১	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ	৫৪	৩২৪০	২৪৫.৬৪	১৫০.৪০	১৬৯.৫৯	৪৭.০০	৬১২.৬৩
১২	দিনাজপুর	কাহারোল	৫৪	৩২৪৩	১৭৫.৮৯	১৫৫.৬৩	১৬৯.৮০	৩৮.৭০	৫৪০.০২
১৩	দিনাজপুর	খানসামা	৫৪	৩২৪০	১৯০.২৭	১৫৪.৫৮	১৬৯.৯০	৪০.৫৮	৫৫৫.৩৩
১৪	দিনাজপুর	বিরল	৯৯	৫৯৪০	৩৮৪.১৩	২৭৯.৭৪	৩০৪.৫৯	৫৯.১০	১০২৭.৫৬
১৫	দিনাজপুর	সদর	৯০	৫১৯১	৩৪৮.৩০	২৩১.৩৮	২৭৭.৯৭	৪১.৩৯	৮৯৯.০৪
১৬	দিনাজপুর	চিরিরবন্দর	১০৮	৬৩৭৮	৩০৯.৩৭	২৭১.৯৯	৩৩১.৫৯	৩৩.৮৮	৯৪৬.৮৩
১৭	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	৯০	৫৪০০	৩১৬.৪৪	২৪২.৪০	২৭৭.৫৯	৪২.৬৪	৮৭৯.০৭
১৮	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী	৬৪	৩৬৪৪	১৬১.৫৯	১৪৭.৭৪	১৯৬.৫৯	৩০.৩১	৫৩৬.২৩
১৯	দিনাজপুর	নওয়াবগঞ্জ	৮১	৪৮৬০	২৫৪.৭৮	২২২.৯২	২৫০.৫৯	৩০.৬৩	৭৫৮.৯২
২০	দিনাজপুর	বিরামপুর	৬০	৩৪১৩	১৬৮.২৭	১৪১.৪৮	১৮৭.৮৩	৩৪.৫৩	৫৩২.১১
২১	দিনাজপুর	হাকিমপুর	২৭	১৬২০	৯২.৩৩	৭১.৪৩	৮৭.৬৭	২৯.২৬	২৮০.৬৯
২২	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	৩৬	২১৬০	১৩০.৮৮	৯০.৮৫	১১৫.৫৯	৩৩.৬৬	৩৭০.৯৮
২৩	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	১০০	৫৬৪৭	৩৬১.২৪	২৬২.৪৫	২৯৮.৭৯	৫৪.২২	৯৭৬.৭০
২৪	নীলফামারী	সদর	১৪১	৮১০৫ ৪	৯৫.৪৭	৩৮৯.৬৪	৪১২.৫৯	৬৭.৪৭	১৩৬৫.১৭
২৫	নীলফামারী	সৈয়দপুর	৪৫	২৭০০	১৪২.৭৯	১২৫.৯১	১৪৩.০৯	৩০.৬৫	৪৪২.৪৪
২৬	নীলফামারী	ডোমার	৯১	৫৪০০	৩১০.১৭	২৫৯.২৯	২৭৭.৫৯	৬১.৩২	৯০৮.৩৭
২৭	নীলফামারী	ডিমলা	৯৩	৫৫৪২	৩০১.৫১	২৬২.২৮	২৯২.১৬	৫১.০৩	৯০৬.৯৮
২৮	নীলফামারী	জলঢাকা	৯৯	৫৮৬৪	৩১৫.০৮	২৬৬.১৩	৩০৪.৫৯	৪৭.৫০	৯৩৩.৩০
২৯	নীলফামারী	কিশোরগঞ্জ	৮১	৪৮৬০	২৫৭.০৭	২৩৩.২৭	২৫০.৫৯	৪৩.৮৬	৭৮৪.৭৯
৩০	লালমনিরহাট	সদর	৮৩	৪৯৯৭	২৭৬.৬১	২১৮.৬৩	২৫৬.৫৯	৩৭.৪৭	৭৮৯.৩০
৩১	লালমনিরহাট	আদিতমারী	৭২	৪৩২০	১৯৫.০১	১৮৭.২৮	২৩৩.২৬	৩৮.৭৩	৬৫৪.২৮
৩২	লালমনিরহাট	কালিগঞ্জ	৭২	৪২৩২	১৮৫.৭২	১৭৩.৮৫	২২৬.২৬	৩৩.২৯	৬১৯.১২
৩৩	লালমনিরহাট	হাতিবান্ধা	১০৮	৬২৬৮ ৩	৩৪.৯৬	২৮৪.০০	৩৩০.৮২	৪১.৬০	৯৯১.৩৮
৩৪	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	৭৩	৪৩২০	২০১.৯২	১৯৬.০৬	২২২.১৯	৩৩.২১	৬৫৩.৩৮
৩৫	রংপুর	সদর	৪১	২৪০৪	১৪৫.২৭	১১৩.৪৮	১৩০.২৭	৩৩.৭৫	৪২২.৭৭
৩৬	রংপুর	বদরগঞ্জ	৯০	৪৮২০	২১৫.০৭	২০৩.৭৯	২৭৭.২৮	৩৮.১৬	৭৩৪.৩০
৩৭	রংপুর	মিঠাপুকুর	১৫৩	৮৯৪১	৪৭৭.৮১	৪০৯.৯৪	৪৬৬.২৭	৪৭.৮৫	১৪০১.৮৭
৩৮	রংপুর	পীরগঞ্জ	১৩৫	৮১০০	৪০৫.২৫	৩৭৩.৪৭	৪১২.৫৯	৬৫.৯২	১২৫৭.২৩
৩৯	রংপুর	পীরগাছা	৮১	৪৮৬১	২৬৬.৭৪	২২৮.৪০	২৫০.৩০	৬০.২৪	৮০৫.৬৮
৪০	রংপুর	কাউনিয়া	৫৪	৩২৪০	১৯৭.৩১	১৫৪.৮১	১৬৯.৫৯	৪৬.৫৩	৫৬৮.২৪
৪১	রংপুর	গংগাচড়া	৯০	৫৪০০	২৯০.৫৭	২৫৫.৩৮	২৮৮.৮৪	৫৫.০৪	৮৮৯.৮৩

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
৪২	রংপুর	তারাগঞ্জ	৪৫	২৭০০	১৩১.৭৫	১২৬.৬৩	১৪২.২৭	২৯.১৫	৪২৯.৮০
৪৩	কুড়িগ্রাম	সদর	৬৬	৩৪৬৬	৮৮.৬১	৮৪.৩৯	১৯৭.৮৬	২০.০৮	৩৯০.৯৪
৪৪	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	৬৪	৩৪৫৬	১৭৩.৩৬	১২৮.৩২	১৯৫.১১	৩৯.৩৪	৫৩৬.১৩
৪৫	কুড়িগ্রাম	উলিপুল	১১৭	৬৬৫৪ ২	৬৪.১৮	২৪০.১৩	৩৬০.১৩	৪৬.৬৯	৯১১.১৩
৪৬	কুড়িগ্রাম	চিলমারি	৫০	২৯৭৩	১৩৩.৪১	১১৩.০৭	১৫৪.২৩	৩২.৫৬	৪৩৩.২৭
৪৭	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	৪৫	২৫৬৩	১৭৭.৯৮	১১৮.৮৭	১৩৮.০৫	৩১.৫২	৪৬৬.৪২
৪৮	কুড়িগ্রাম	রাজিবপুর	২৭	১৬২০	৭২.৫১	৬৯.৭১	৮৯.১১	১৯.০২	২৫০.৩৫
৪৯	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	১২৩	৬৪২১	২৭৫.৪৪	২৬৪.১৬	৩৭৬.৭২	৩০.৫৩	৯৪৬.৮৫
৫০	কুড়িগ্রাম	ভূরুংগামারী	৯৫	৫৫২৮	৩৩৩.৭৫	২৪৮.৬৮	২৮২.০০	৫২.৪৯	৯১৬.৯২
৫১	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	৬০	৩৬০০	১৬৪.৪৪	১৫০.০৮	১৮৫.০৯	২৫.৭১	৫২৫.৩২
৫২	গাইবান্ধা	সদর	১১৭	৬৭৪৬	২৬৪.২৪	২৪৪.৯৩	৩৫৮.৫৯	৩৭.৮৯	৯০৫.৬৫
৫৩	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	১৫৩	৯০৯৪	৪২৪.০৩	৩৬৯.৩৭	৪৬০.৭০	৪৮.৬৫	১৩০২.৭৫
৫৪	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	৮১	৪৫৯১	২০৬.৬০	১৮৭.৭০	২৪৬.৫২	৩৫.৬৭	৬৭৬.৪৯
৫৫	গাইবান্ধা	সাদুল্যাপুর	৯৯	৫৮৩৮	২৩৪.৭০	২২৮.১৮	৩০৫.০৫	৪৬.৬৬	৮১৪.৫৯
৫৬	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	১৩৬	৭৬২৫	২৮৫.৫১	২৮১.৩৭ ৩	৯৭.৮৭	৩১.৭৩	৯৯৬.৪৮
৫৭	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	৬২	৩৬৬৫	১১৮.৭৮	১১৭.৯৬	১৮৮.৯৯	১৩.৪৭	৪৩৯.২০
৫৮	গাইবান্ধা	সাঘাটা	৯০	৫০১৮	১৫৮.০৭	১৪৪.৯৫	২৬২.১৭	২৫.৬১	৫৯০.৮০
৫৯	জয়পুরহাট	সদর	৮১	৪৬৭২	২৩০.১০	১৮৯.১০	২৫০.৮৪	৩৩.৯২	৭০৩.৯৬
৬০	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	৭২	৪৩১৪ ২	২২.৬০	২০৪.১১	২২৩.৫৯	৪৭.৭১	৬৯৮.০১
৬১	জয়পুরহাট	তেলাল	৪৫	২৬৫৮	১৩৭.৪৪	১১৫.৫১	১৪১.৪৯	৩২.০৯	৪২৬.৫৩
৬২	জয়পুরহাট	কালাই	৪৫	২৬৯১	১৭৬.১১	১১৫.৭৫	১৪২.৮৬	৩২.৭৪	৪৬৭.৪৬
৬৩	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	৪৫	২৫২৫	১৩১.০৭	১০৩.১১	১৪২.৫৯	৩০.৯৯	৪০৭.৭৬
৬৪	বগুড়া	সদর	৯৯	৫৫৫৯	২৫১.৪৯	২২৭.৫৫	৩০৪.৫৯	৪০.৬১	৮২৪.২৪
৬৫	বগুড়া	শেরপুর	৯১	৪৯৮৩	৩৩৮.৬৫	২২২.৭৪	২৭৭.৫৯	৪৭.৮৩	৮৮৬.৮১
৬৬	বগুড়া	গাবতলী	১০০	৫৭৬৪	৩৩৯.৫৬	২৪৪.৪৯	৩০৪.৫৯	৩৪.৪৬	৯২৩.১০
৬৭	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	৯৮	৫৩৭০	২৫১.৯০	২২৪.০৬	৩০১.৬২	৪৩.১১	৮২০.৬৯
৬৮	বগুড়া	ধুনট	৯১	৫৩৩৬	৩০৫.৩৩	২৩১.৮৫	২৭৭.৯৫	৩৫.৫০	৮৫০.৬৩
৬৯	বগুড়া	শিবগঞ্জ	১০৮	৬৪৮০	৩২২.০৮	২৮৫.৯৮	৩৩০.৬১	৫৩.১৪	৯৯১.৮১
৭০	বগুড়া	আদমদিঘী	৫২	২৭০৯	১১৯.১৮	৯৯.৪২	১৫৭.৮৫	৩০.৫১	৪০৬.৯৬
৭১	বগুড়া	দুপচাচিয়া	৫৪	৩২৩৩	১৭৯.১৫	১৪৫.৯১	১৬৯.৬০	৪২.২৮	৫৩৬.৯৪
৭২	বগুড়া	কাহালু	৮১	৪৫৪৭	২০৫.০৩	১৯৩.০৬	২৪৪.৫৯	৪৪.০৩	৬৮৬.৭১
৭৩	বগুড়া	নন্দিগ্রাম	৪৫	২৫৫৩	১৩৩.৪২	১০০.৩৯	১৪২.৬৯	২৪.৬৯	৪০১.১৯
৭৪	বগুড়া	সোনাতলা	৬৩	৩৪৯৮	২২৩.২৮	১৫২.৫৯	১৯৬.৪৬	৩৮.৫৪	৬১০.৮৭
৭৫	বগুড়া	সাজাহানপুর	৮০	৪২৬৩	২৩৫.৫৩	১৬৮.৬৮	২৪৭.৫৯	৩৭.৫৯	৬৮৯.৩৯
৭৬	চাপাইনবাবগঞ্জ	সদর	১০৫	৫৬৫৪	২৫২.৭৭	২৪৯.৮৫	৩২২.৫৯	৩৪.৩৬	৮৫৯.৫৭
৭৭	চাপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	১৩৫	৭৮১৮	৫২৯.৬৪	৩৫৭.৬৯	৪১২.০২	৫০.৫৪	১৩৪৯.৮৯
৭৮	চাপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্তাপুর	৭২	৪৩২০	২৪৮.৮৫	২০৫.৭১	২২৪.৩৯	৬৯.৯৮	৭৪৮.৯৩
৭৯	চাপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল	৩৬	২১৬০	১৮২.৬৪	১০৩.১০	১১৪.৪৭	৩৮.৯১	৪৩৯.১২
৮০	চাপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট	৩৭	২১৬৬	১০৮.৩২	১০৩.৪৩	১১৪.৯৮	২৬.৭১	৩৫৩.৪৪
৮১	নওগাঁ	সদর	১০৮	৫৪০৮	২৩৬.০৫	২১৬.৭৮	৩২৩.৬৩	৩৬.০৭	৮১২.৫৩
৮২	নওগাঁ	আত্রাই	৭২	৪১১৯	২৭৩.৬৩	১৯৩.৫৯	২২৩.৪৯	৫৯.৪২	৭৫০.১৩
৮৩	নওগাঁ	রানীনগর	৭২	৩৯৭৯	২৩৮.১৫	১৭৩.৮৬	২২৩.৫৯	৪৩.৯২	৬৭৯.৫২
৮৪	নওগাঁ	মান্দা	১২৭	৭৬২০	৬০৯.৭২	৩৬২.৮২	৩৮৫.৫৯	৯৭.০২	১৪৫৫.১৫

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
৮৫	নওগাঁ	পোরশা	৫৪	৩০৮৬	১৮৬.৩৬	১৪০.৮২	১৭৬.৬০	৪২.৯২	৫৪৬.৭০
৮৬	নওগাঁ	বদলগাছি	৭২	৩৮৮৪	২০৭.৩৪	১৬৮.৪৭	২৩২.১৭	৩৩.৬৯	৬৪১.৬৭
৮৭	নওগাঁ	মহাদেবপুর	৯০	৫৪০০	২৮৫.৫৬	২৪৪.৪৮	২৮০.৬২	৪৬.৪২	৮৫৭.০৮
৮৮	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	৭২	৪০৯৩	২১৪.৭২	১৮৬.২৫	২২৪.৯৬	৪৪.৩০	৬৭০.২৩
৮৯	নওগাঁ	পত্নীতলা	১০০	৫৭৪০	৩৩৩.১৩	২৭২.৪৪	৩০৪.৫৪	৫৩.৫৪	৯৬৩.৬৫
৯০	নওগাঁ	ধামইরহাট	৭২	৪৩০১	৩৪১.৯৬	২০৭.৭৬	২২৩.৪২	৫১.৫৯	৮২৪.৭৩
৯১	নওগাঁ	সাপাহার	৫৪	৩২২২	১৯৩.৬৫	১৫০.৩৭	১৭০.৩৪	৫৫.৩৫	৫৬৯.৭১
৯২	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	৭৮	৪২৮৭	২২৯.৯৭	১৭৩.৪৮	২৪০.৬৫	৪০.৭৯	৬৮৪.৮৯
৯৩	রাজশাহী	বাঘা	৫৪	৩০২৩	২৩৮.৫৪	১৩৪.০১	১৬৯.২৮	৪৩.৫৪	৫৮৫.৩৭
৯৪	রাজশাহী	পুঠিয়া	৫৪	২৮৮৬	১৩৬.৮৯	১১৫.৬৩	১৭২.৪০	৩৭.২৬	৪৬২.১৮
৯৫	রাজশাহী	দুর্গাপুর	৬৩	৩৫৭১	২১৯.৩৬	১৫৬.৪০	১৯৭.১৩	৩৯.৭৮	৬১২.৬৭
৯৬	রাজশাহী	মোহনপুর	৫৪	২৯৬৮	২০০.৯৫	১৩৪.৬৭	১৭১.২৭	৪১.৫৫	৫৪৮.৪৪
৯৭	রাজশাহী	তানোর	৬৩	৩৪৮৭	২০৯.১৮	১৫০.৬৪	১৯৮.৩৫	৪২.৭৫	৬০০.৯২
৯৮	রাজশাহী	চারঘাট	৫৪	৩১৯১	২১৯.৬৭	১৪৭.১৫	১৭০.৬২	৪৪.৪৪	৫৮১.৮৮
৯৯	রাজশাহী	বাগমারা	১৪৪	৮২৩৫	৫২২.৬৯	৩৭১.৯৬	৪৩৯.৫১	৬১.৫৫	১৩৯৫.৭১
১০০	রাজশাহী	পবা	৭২	৪০১৫	১৫৮.৪৭	১৫৩.৭৪	২২৯.৮২	৩১.০৭	৫৭৩.১০
১০১	নাটোর	সদর	১০৮	৫৯২৬	২৫৭.১৫	২১৬.৮১	৩৩১.৫৯	৩৬.৩৭	৮৪১.৯২
১০২	নাটোর	সিংড়া	১০৮	৬১২৩	৩১৯.৫১	২৫৯.০৩	৩৩১.৫৯	৪১.৩৯	৯৫১.৫২
১০৩	নাটোর	গুরুদাসপুর	৫৪	৩০০৭	১৬২.৬৪	১২৪.৯০	১৬৯.৫৯	৪৫.৩৯	৫০২.৫২
১০৪	নাটোর	বড়াইগ্রাম	৬৩	৩৬৫১	১৭০.৩২	১৪৬.৯৪	১৯৫.২৪	৩৮.১৩	৫৫০.৬৩
১০৫	নাটোর	বাগাতিপাড়া	৪৫	২৫৩০	১১০.১৫	৯৮.৩৭	১৩৭.৯৫	২৪.০১	৩৭০.৪৮
১০৬	নাটোর	লালপুর	৯০	৫১৭৩	৩০৫.৯৫	২২৮.৪৬	২৭৪.৫৯	৩৬.৮৯	৮৪৫.৮৯
১০৭	সিরাজগঞ্জ	সদর	৮৬	৪৬৩১	২১২.২৩	২০০.৫৫	২৬৫.৭০	৪০.৫৮	৭১৯.০৬
১০৮	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	১২৬	৭০৭৪	২৯৭.৭৩	৩০০.৯৩	৩৮৫.৬১	৪৭.৮৪	১০৩২.১১
১০৯	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	৮১	৪৮৬০	২৪৭.৬০	২২৫.৯৭	২৫১.৯১	৪১.৯৮	৭৬৭.৪৬
১১০	সিরাজগঞ্জ	কাজীপুর	১০৯	৬২৪৫	৩০৭.১৪	২৭৭.৯৭	৩২৪.১২	৫৫.২৪	৯৬৪.৪৭
১১১	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	৩৬	১৯৭৪	৩৮.৬১	৩৭.৭৫	৬০.১৫	১৪.০৬	১৫০.৫৭
১১২	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	৩৬	২০৬৭	৮৯.৮৯	৮৮.১১	১১৫.৫৯	২৭.১০	৩২০.৬৯
১১৩	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	৫৩	২৭৮৪	৯৩.০৬	১০৪.৪১	১৬০.৫৯	৩৪.৪৬	৩৯২.৫১
১১৪	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ	৭২	৪৩২৩	২৩৪.৮৫	২০৭.৪৪	২২৩.৫৯	৫২.২০	৭১৮.০৮
১১৫	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	১০৬	৫৩৮৪	২৬৭.৪৪	২২৬.৬০	৩২৪.৪৭	৪৪.৭৯	৮৬৩.৩০
১১৬	পাবনা	সদর	৮৬	৪৯৮২	২৮১.৭৫	২১৭.৭২	২৫২.২৮	৪২.০০	৭৯৩.৭৫
১১৭	পাবনা	আটঘরিয়া	৪৫	২৬৭৬	২৩৬.০১	১২৮.৪২	১৩০.২৩	৫৪.০৩	৫৪৮.৬৯
১১৮	পাবনা	ঈশ্বরদী	৬৩	৩৭৮০	২৪৯.৪২	১৮১.০৪	১৯৭.৭৫	৪১.১১	৬৬৯.৩২
১১৯	পাবনা	চাটমোহর	৯৯	৫৭৪০	৩৬৬.৭৮	২৬৮.২৬	৩০৪.৫৮	৫৬.৫৮	৯৯৬.২০
১২০	পাবনা	ফরিদপুর	৫১	৩০০৪	১৩৬.২১	১৩৫.৭৪	১৬৮.০৯	৩৬.৬০	৪৭৬.৬৪
১২১	পাবনা	সুজানগর	৯০	৫১৫৬	২৫৩.৬৭	২১১.৩২	২৭৭.৫৯	৪৭.৯৩	৭৯০.৫১
১২২	পাবনা	সাঁথিয়া	৯০	৫৩৯৩	২৬৮.৮৮	২৪৭.৬৪	২৭৭.২৭	৪২.৪০	৮৩৬.১৯
১২৩	পাবনা	বেড়া	৭৮	৩৯৬১ ২	১৩.৭৬	১৬৪.৩৫	২৩৯.৬৬	৩৭.৩৭	৬৫৫.১৪
১২৪	পাবনা	ভাংগুড়া	৪৫	২৫৮০	১২৫.৯০	১১৮.৮৯	১৪২.৯৮	৪১.০৪	৪২৮.৮১
১২৫	মেহেরপুর	সদর ৪	৩	২৫৮০	১১২.৪৮	৯৬.৪৬	১২৫.১৫	২৩.০৪	৩৫৭.১৩
১২৬	মেহেরপুর	গাংনী	৬৯	৩৩৮০	১৭৬.৭৬	১৪৪.৩৮	২০৯.৪৯	৩৭.৫০	৫৬৮.১৩
১২৭	মেহেরপুর	মুজিবনগর	৩৬	২১২১	১৩১.২২	৯৫.৭৪	১১৩.৬৭	২৩.৮৬	৩৬৪.৪৯
১২৮	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	১২২	৬৬২৩	২৯২.৪১	২৭৪.৭২	৩৬৬.৩৮	৫৮.১৩	৯৯১.৬৪

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
১২৯	কুষ্টিয়া	খোকসা	৮১	৩৪৩৮	১৫১.৯০	১৫২.০৭	২৫০.৫৯	৩৪.৪৭	৫৮৯.০৩
১৩০	কুষ্টিয়া	সদর	১২৬	৭৫৬০	৪৬৪.৩৬	৩৬৩.৩৩	৩৮৫.৫৯	৮২.৬২	১২৯৫.৯০
১৩১	কুষ্টিয়া	মিরপুর	১১৭	৬৯০৬	৩১৩.০০	২৯৩.১৫	৩৬১.৭২	৪৩.৭৩	১০১১.৬০
১৩২	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	৫৪	৩২৪০	১৫৫.৬৫	১৪৬.৫৯	১৭৮.২১	৩৭.৫২	৫১৭.৯৭
১৩৩	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	৯৯	৫৪৫৫	২৪৭.২৬	২৩৬.৩০	৩০৪.৯৬	৩৮.৪২	৮২৬.৯৪
১৩৪	চুয়াডাঙ্গা	সদর	৬৩	৩৫২৬	২১৬.৮৫	১৫২.৭৯	১৯৫.৭০	৫০.৭০	৬১৬.০৪
১৩৫	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	১৩৫	৭২৫৭	২৮৩.৮২	২৭৮.৯৪	৪১১.৭৮	৪৫.৪৫	১০১৯.৯৯
১৩৬	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা	৬৩	৩৬৭২	১৭০.৬৪	১৬৮.৬১	১৮৯.২৩	৪৬.৭০	৫৭৫.১৮
১৩৭	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	৫৫	২৮৯৭	৯৪.০৪	৯১.৪৭	১৬৯.৫৯	২২.৯০	৩৭৮.০০
১৩৮	ঝিনাইদহ	সদর	১৫৭	৮৫১৬	৪৬৩.৭৬	৩৭১.১৫	৪৬১.০৫	৩৯.১০	১৩৩৫.০৬
১৩৯	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ	৯৯	৫৮৮৯	৩৮০.০৬	২৬৬.৬৪	৩০৪.৫৯	৪৫.০৭	৯৯৬.৩৬
১৪০	ঝিনাইদহ	কোর্ট চাঁদপুর	৪৫	২৭০০	১৮২.৭৫	১৩০.৯৭	১৪২.৬৪	২৯.২৪	৪৮৫.৬০
১৪১	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	১০৮	৬৪৮০	৩৪২.৯৯	৩০৯.২৬	৩৩৬.০৯	৪৭.৬২	১০৩৫.৯৬
১৪২	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	১২৬	৭০৪১	৪৪৫.০০	৩৩৩.২২	৩৮৮.৫৯	৫৫.৩৬	১২২২.১৭
১৪৩	ঝিনাইদহ	হরিণাকুন্ডু	৭২	৪৩২০	৩১৩.৭৪	২০৭.২৬	২২৩.৭৪	৫৫.০৫	৭৯৯.৭৯
১৪৪	যশোর	সদর	১২৬	৬৮৩৬	৪৩৫.৮৪	৩০৮.৮৪	৩৭৯.৫৯	৫৩.৮৩	১১৭৮.১০
১৪৫	যশোর	অভয়নগর	৭২	৪৩২০	২৮০.৫২	২০৭.৫০	২২৯.৯৪	৩৮.৯৪	৭৫৬.৯০
১৪৬	যশোর	বাঘার পাড়া	৮১	৩৭৩০	১৭৩.৮৯	১৬২.৬৮	২৫০.৫৯	৩১.৩৫	৬১৮.৫১
১৪৭	যশোর	ঝিকরগাছা	১০০	৫৯৪১	৩৪৯.২৫	২৮৩.৭৮	৩০৪.৫৯	৪৫.৩৮	৯৮৩.০০
১৪৮	যশোর	শার্শা	১০০	৫৮১৩	২৫৪.৩২	২৪০.৯৬	৩০৪.৫৯	৩৪.৬৫	৮৩৪.৫২
১৪৯	যশোর	মনিরামপুর	১৫৩	৯১৮০	৫৬০.৯৪	৪৪২.১৭	৪৭৪.৭০	৬৩.০৬	১৫৪০.৮৭
১৫০	যশোর	কেশবপুর	৮১	৪৮৬০	৩৩২.৩০	২৩৩.৫৫	২৫০.৮৪	৫০.০৮	৮৬৬.৭৭
১৫১	যশোর	চৌগাছা	৯৯	৫৯৩৪	২৯০.৬৭	২৭৮.৯৬	৩১০.৪১	৪৬.৬৬	৯২৬.৭০
১৫২	মাগুরা	সদর	১১৮	৬৬২২	২৮২.০৯	২৭১.৬২	৩৫৩.১৫	৩২.৪৮	৯৩৯.৩৪
১৫৩	মাগুরা	শালিখা	৬৩	৩৪৯৯	১৬১.৩৪	১৪০.৮০	১৯৬.৫৯	৩৬.৬৮	৫৩৫.৪১
১৫৪	মাগুরা	মোহাম্মদপুর	৭১	৩৯৭৩	১৫৯.৩৪	১৫১.১৪	২১৯.৩৮	৩২.৯৮	৫৬২.৮৪
১৫৫	মাগুরা	শ্রীপুর	৭২	৪২৬৫	২৩৫.৩৬	১৯৯.২৯	২২৩.৫৯	৩৮.৯৯	৬৯৭.২৩
১৫৬	নড়াইল	সদর	১১৭	৬৪১০	২৪৫.১৭	২৪৭.০৩	৩৫৮.৫৯	৩৭.৬৩	৮৮৮.৪২
১৫৭	নড়াইল	লোহাগড়া	১০৮	৬০৯৭	২৭৬.১১	২৩৮.১৯	৩৩২.১৭	৫৯.৩২	৯০৫.৭৯
১৫৮	নড়াইল	কালিয়া	১১৩	৬২৮৬	২৫৫.১৪	২৫৯.৫৪	৩৪৩.৭৪	৩৭.৫৮	৮৯৬.০০
১৫৯	বাগেরহাট	সদর	৯০	৪৭২৭	১৯৫.৯০	১৮৫.০৬	২৭৭.৫৯	৩৬.৯০	৬৯৫.৪৫
১৬০	বাগেরহাট	ফকিরহাট	৭০	৪০৫৩	২১৪.০০	১৭৯.৪৩	২১৭.৫৬	৩৫.৯৭	৬৪৬.৯৬
১৬১	বাগেরহাট	মোল্লাহাট	৬৩	৩২৪৩	১৩৮.৪২	১৩১.৯৮	২০১.০৭	৩৩.০৪	৫০৪.৫১
১৬২	বাগেরহাট	চিতলমারী	৬৩	৩৩২৫	১৬৪.২২	১৪১.৮৮	১৯৬.৯৯	৪৮.৪১	৫৫১.৫০
১৬৩	বাগেরহাট	কচুয়া	৬৩	৩৭৬২	২৭৪.১৫	১৭৩.০৭	১৯৫.৪৭	৪৪.১১	৬৮৬.৮০
১৬৪	বাগেরহাট	মোরেলগঞ্জ	১৪৪	৭৯৩১	৪৭৬.৭৩	৩৫৩.৮৩	৪৩৯.৫৫	৬২.৯৯	১৩৩৩.১০
১৬৫	বাগেরহাট	শরনখোলা	৩৬	২১৬০	১৬৫.২৪	১০৪.২৬	১১৫.৫৯	৩৬.৪৯	৪২১.৫৮
১৬৬	বাগেরহাট	রামপাল	৯০	৫৪০০	৩২৫.৫৫	২৫৯.১৮	২৭৯.৩৯	৪৯.৬৭	৯১৩.৭৯
১৬৭	বাগেরহাট	মংলা	৫৪	৩২৪৩	১৭৩.২৯	১৪৩.৩০	১৬৯.২৩	৫৩.১৫	৫৩৮.৯৭
১৬৮	খুলনা	ফুলতলা	৩৬	২১৬৪	৯৬.০৬	৯৩.০৩	১০৯.৯০	২১.৫৫	৩১০.৬৭
১৬৯	খুলনা	দিঘলিয়া	৫৫	৩২৫৯	১৭৭.৫২	১৫৪.১৪	১৬৯.২২	৩৫.১২	৫৩৬.০০
১৭০	খুলনা	রূপসা	৪৫	২৭০০	১৩২.৩৯	১২৫.৯৭	১৪১.৪৭	২৭.৪৪	৪২৭.২৭
১৭১	খুলনা	তেরখাদা	৫৪	৩২৪০	১৪৩.৬৫	১৪০.৩১	১৭৪.০২	২৯.৪৯	৪৮৭.৪৭
১৭২	খুলনা	ডুমুরিয়া	১২৬	৭৫৯৬	৩৯৮.৯৩	৩৬২.৫৮	৩৮৪.৪৭	৫৪.৩২	১২০০.৩০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
১৭৩	খুলনা	বটিয়াঘাটা	৬৩	৩৭৮০	১৯৮.২৯	১৭৫.৫৬	১৯৫.৪৭	২৭.৪০	৫৯৬.৭২
১৭৪	খুলনা	দাকোপ	৮২	৪৮৯৩	৩০৯.০১	২৩৩.১০	২৫০.৫৫	৪১.৬১	৮৩৪.২৭
১৭৫	খুলনা	পাইকগাছা	৯১	৫০৯৫	৩৩২.৮৮	২৩৭.৭৮	২৭৪.৮১	৫৪.৫৮	৯০০.০৫
১৭৬	খুলনা	কয়রা	৬৩	৩৭৭২	৩১৪.৩৩	১৮০.৫৩	১৯৬.২৭	৫৭.৭০	৭৪৮.৮৩
১৭৭	সাতক্ষীরা	সদর	১২৮	৭১৬৪	৪৮৮.৫৬	৩৪২.২৪	৩৮৬.১৮	৪১.৭০	১২৫৮.৬৮
১৭৮	সাতক্ষীরা	কলারোয়া	১০৮	৬৪৮০	৪৫১.৬০	৩১০.৩৯	৩৩১.৯৬	৬২.৩৮	১১৫৬.৩৩
১৭৯	সাতক্ষীরা	তালা	১০৮	৬৪৮০	৫৪৪.৩৫	৩১০.৯৫	৩৩০.৪৭	৫২.১৬	১২৩৭.৯৩
১৮০	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	৯৯	৫৮৩৯	৩৭০.৯৩	২৭৩.৭৭	৩০৩.৪৭	৪৯.৯৩	৯৯৮.১০
১৮১	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	৪৫	২৭০০	১৬৭.৭৩	১২৮.৭৫	১৪১.৪৭	২৬.৭০	৪৬৪.৬৫
১৮২	সাতক্ষীরা	কালীগঞ্জ	১০৭	৬৪৬৫	৪১০.৩২	৩০৮.৫২	৩২৬.২৬	৪৩.০১	১০৮৮.১১
১৮৩	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	১০৮	৬৪৮০	৫৭৭.০৩	৩১১.০৪	৩৩০.৪৭	৬৫.০৭	১২৮৩.৬১
১৮৪	বরগুনা	সদর	৯০	৫৪০২	২৫৩.২৭	২৫৪.৩২	২৭৭.২৭	৫২.১১	৮৩৬.৯৭
১৮৫	বরগুনা	আমতলী	৫৪	৩২৩৭	১২৫.৭৫	১২৮.৩০	১৭৩.৬৬	৩৭.৩৬	৪৬৫.০৭
১৮৬	বরগুনা	তালতলী	৬৩	৩৪০৯	১৬৯.৯২	১৪৯.০২	১৮৯.০০	৩৩.৭৭	৫৪১.৭১
১৮৭	বরগুনা	পাথরঘাটা	৬৩	৩৭৪৪	১৪৮.৬৯	১৪০.০৭	১৯৭.৮৪	৫৫.২০	৫৪১.৮০
১৮৮	বরগুনা	বামনা	৩৬	২১৬০	১১৯.৮৫	৮৫.৫৩	১১৫.৮২	৪১.০৯	৩৬২.২৯
১৮৯	বরগুনা	বেতাগী	৬৩	৩৬৩৫	১৯৯.৮৩	১৫৯.৮৬	১৯৬.৪৯	৪৩.৬৫	৫৯৯.৮৩
১৯০	পটুয়াখালী	সদর	১০৮	৬৪৫৪	৩৭৬.৩৬	২৭৩.৫৯	৩৩৬.৭২	৫৬.২৭	১০৪২.৯৪
১৯১	পটুয়াখালী	দুমকি	৪৫	২৬০৬	১১৯.৭৭	৮৪.৯০	১৬৪.৯১	৩১.১৩	৪০০.৭১
১৯২	পটুয়াখালী	বাউফল	১২৬	৬৯২৭	৪৫৫.১২	২৯৬.২৭	৩৭৭.৬৩	৪৮.৬৪	১১৭৭.৬৬
১৯৩	পটুয়াখালী	দশমিনা	৫৪	৩০৬৩	১৩৬.৪২	১১১.৬৩	১৬৯.৪৯	৩৫.১৩	৪৫২.৬৭
১৯৪	পটুয়াখালী	গলাচিপা	১১৮	৬৭৯৪	২৯৯.৭৮	২৩৯.২৬	৩২৮.২৬	৫২.৯৮	৯২০.২৮
১৯৫	পটুয়াখালী	রংগাবালী	৪৫	২৬৬২	১৮.৫৫	১৪.১৬	৩৪.৯৫	২.৮৬	৭০.৫২
১৯৬	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	১০৮	৬২২৮	৪২০.৬১	২৭৯.২৬	৩৩৩.৪৫	৫৪.৮৭	১০৮৮.১৯
১৯৭	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	৫৫	৩১৯৭	১৪৯.৮৮	১১৪.০৬	১৭৯.৯৪	২৯.০২	৪৭২.৯০
১৯৮	ভোলা	সদর	১১৭	৭০২০	২৯৬.৬৭	২৭৫.১৪	৩৬৬.১৮	৪৪.৩৭	৯৮২.৩৬
১৯৯	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	৮১	৪৫৪৬	১৮২.১৭	১৭১.৬৩	২৪৮.১৬	৩১.১৫	৬৩৩.১১
২০০	ভোলা	লালমাহন	৮১	৪৮৬০	২১৯.৩৫	২১২.৮৪	২৫০.১৫	২৭.৩৯	৭০৯.৭৩
২০১	ভোলা	চরফ্যাশন	১৫৫	৮৫৬৭	৩৫৭.৭৪	৩৪১.০৯	৪৭১.৮৪	৪২.৫৩	১২১৩.২০
২০২	ভোলা	দৌলতখান	৮৪	৪৬৮৯	২৫১.৫২	২১৯.৭২	২৫১.৪৯	৪০.৬৭	৭৬৩.৪০
২০৩	ভোলা	তজুমদ্দিন	৪৬	২৭০১	১৩০.৪৭	১২৯.১৬	১৪২.৭৫	২৯.৭২	৪৩২.১০
২০৪	ভোলা	মনপুরা	৩৬	১৬০	১২৯.১৭	৯৯.৭৮	১২০.৩৬	২৬.৫৭	৩৭৫.৮৮
২০৫	বরিশাল	সদর	৮৮	৪৭৩৭	২০৮.৮০	১৮১.০৭	২৭১.৫১	৪৮.৫৯	৭০৯.৯৭
২০৬	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	৫৪	৩০৩৫	১২৯.৬৭	১১৬.১৯	১৬৮.৯৩	৩৮.০৪	৪৫২.৮৩
২০৭	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	১২৬	৬৪৯২	২৮০.০১	২৩৩.০৩	৩৫৬.৯৫	৫২.০১	৯২২.০০
২০৮	বরিশাল	বানারীপাড়া	৭২	৪২৫১	১৭৯.৫৮	১৩৫.১৭	২৩৩.৪০	৪০.৯৫	৫৮৯.১০
২০৯	বরিশাল	উজিরপুর	৮১	৪৬০৯	২১০.৪৭	১৫৯.৮৬	২৫০.৮৬	৩৯.৬৫	৬৬০.৮৪
২১০	বরিশাল	গৌরনন্দী	৬৩	৩২৫১	১৯৮.০৮	১৩৮.২৬	১৯৬.৮৯	৪১.৩৩	৫৭৪.৫৬
২১১	বরিশাল	আগৈলঝাড়া	৪৫	২৫৩৬	১০৩.৭১	৯৬.২২	১৪৪.৫৫	২১.৩৬	৩৬৫.৮৪
২১২	বরিশাল	হিজলা	৫৪	২৭৯১	১৬৬.৭৩	১১৮.৬৮	১৬৪.৯৫	৩৮.৫৫	৪৮৮.৯১
২১৩	বরিশাল	মুলাদী	৬৩	৩৭৩৮	২৪১.৬২	১৭২.৭০	১৯৫.২৬	৫২.২৩	৬৬১.৮১
২১৪	বরিশাল	মেহেন্দীগঞ্জ	১১৫	৪৩৪৫	১৪৪.৩৬	১৩৫.৭৫	৩৩০.৮১	৪০.৯৭	৬৫১.৮৯
২১৫	ঝালকাঠি	সদর	৯০	৫১৩৫	২৩৮.৩০	২১৬.৪৯	২৭৪.৯৬	৫১.৬৩	৭৮১.৩৮
২১৬	ঝালকাঠি	নলছিটি	৯০	৫৩৩০	২৯৭.৬৫	২২৬.৮৭	২৮১.৮৮	৫৩.৪১	৮৫৯.৮১
২১৭	ঝালকাঠি	রাজাপুর	৫৪	৩২০৫	১৫৯.২৯	১৪১.২৩	১৭৫.৭৫	৩৭.০০	৫১৩.২৭

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
২১৮	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া	৫৫	৩২৪১	১৪৯.৭৫	১৫০.৮৯	১৬৮.১৫	৩২.৪৮	৫০১.২৭
২১৯	পিরোজপুর	সদর	৬৩	৩৬৬৯	১৭৩.১৪	১৩৪.৮৬	১৯৫.৪৫	৪২.১১	৫৪৫.৫৬
২২০	পিরোজপুর	নাজিরপুর	৮১	৪৭৯২	৩০১.৩৬	২২৪.৭৮	২৫০.৭৮	৬৬.২০	৮৪৩.১২
২২১	পিরোজপুর	কাউখালী	৪৫	২৭০০	২২৩.৯৮	১২৯.১৫	১৪১.৪৫	৪৭.৮৯	৫৪২.৪৭
২২২	পিরোজপুর	নেছারাবাদ	৯১	৪৮৩৬	২৮৮.৯৬	২১১.৪৬	২৮৫.০৩	৫৭.৮২	৮৪৩.২৭
২২৩	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	৬৩	৩৭৬৬	২৪৫.৬২	১৭৪.৪৭	১৯৬.৫৯	৬২.০৬	৬৭৮.৭৪
২২৪	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	৯৯	৫৬৯৬	২৫৭.৯৩	২৩৯.৬০	৩০৫.৫৭	৪৪.২০	৮৪৭.৩০
২২৫	পিরোজপুর	ইন্দুরকানি	২৭	১৬২০	১০৯.৯৮	৭৫.৬৫	৮৭.০৮	২৮.৮৭	৩০১.৫৮
২২৬	জামালপুর	সদর	১৩৩	৭৫২৪	৪৯২.৫৮	৩২৬.৯০	৩৯৮.৪৮	৬২.৯৮	১২৮০.৯৪
২২৭	জামালপুর	ইসলামপুর	১০৮	৬৪৮০	৪০১.৫৩	২৮২.৭৩	৩৩১.৫৮	৬০.২৯	১০৭৬.১৩
২২৮	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	৬৩	৩৫৩৬	৩০৪.৭২	১৬৪.৩১	১৯৮.৯৬	৬৩.০৮	৭৩১.০৭
২২৯	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	৭৫	৪২৩০	১৬০.৩৬	১২৭.২২	২৩৮.৪৪	২৩.১৪	৫৪৯.১৬
২৩০	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	৬৮	৩৮৩৫	১৬৮.৯৫	১৪৪.১৩	২২৭.১৫	৩৫.২৭	৫৭৫.৫০
২৩১	জামালপুর	মেলান্দহ	৯৯	৫৮০৫	৪৫৪.৬৯	২৭০.০১	৩০৪.৫৯	৭৩.২৩	১১০২.৫২
২৩২	জামালপুর	বকশীগঞ্জ	৫৪	৩০৭৪	১৬১.১১	১১৮.৫১	১৭০.২২	৪২.১৪	৪৯১.৯৮
২৩৩	শেরপুর	সদর	১০৯	৫৯২৩	২৫১.১১	২২৭.৪১	৩২৭.৩৭	৪৬.৬৩	৮৫২.৫২
২৩৪	শেরপুর	নকলা	৮১	৪৬৯৩	১৬৭.৪০	১৬৫.৪৫	২৪৭.২১	৩৪.০০	৬১৪.০৬
২৩৫	শেরপুর	নালিতাবাড়ী	১০৫	৫৬৯৫	৩০৬.১২	২৪৮.৬৩	৩২১.৪৭	৪৭.৫০	৯২৩.৭২
২৩৬	শেরপুর	শ্রীবর্দী	৯০	৪১৭০	১৫৬.১৯	১৫১.১২	২৭৭.৪৫	৩৮.০৫	৬২২.৮১
২৩৭	শেরপুর	ঝিনাইগাতি	৬৩	৩৪৮৩	১২১.৮০	১১৫.৩১	১৯৬.৫৯	৩০.২৩	৪৬৩.৯৩
২৩৮	ময়মনসিংহ	সদর	১১৭	৬২৫৬	৩৫০.৩৬	২৬৭.৬০	৩৫৮.৫৯	৪৭.৩২	১০২৩.৮৭
২৩৯	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	৯০	৫০৩২	৩০৮.৭৮	২১২.৩৬	২৭৭.৮০	৪৩.৫৮	৮৪২.৫২
২৪০	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া	১১৭	৭০২০	৪১৭.৬৮	৩২৯.৯২	৩৫৫.৯৭	৫১.০১	১১৫৪.৫৮
২৪১	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	১০৮	৬১৯৪	৩৩৯.৭৬	২৫০.৭৭	৩৩১.৫৯	৪০.৫৩	৯৬২.৬৫
২৪২	ময়মনসিংহ	ভালুকা	৯৯	৫৪৪৪	২৬০.৩৩	২৩০.৬০	৩০৪.৯৯	৩২.৭৯	৮২৮.৭১
২৪৩	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	১৪৫	৭৪১০	২৭৯.৩৭	২৫০.১৮	৪১০.২৫	২৪.৯৭	৯৬৪.৭৭
২৪৪	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর	৯০	৪৭১২	১৮৯.১২	১৭৫.৪৬	২৭৬.৪৭	২৯.৪৮	৬৭০.৫৩
২৪৫	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	৯৯	৫৬৮৪	২৮২.৮৬	২৩৮.৮৮	৩০৩.৪৭	৩১.২৯	৮৫৬.৫০
২৪৬	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	১০৮	৫৭৪৮	২৫২.৭৮	২১৯.৭৬	৩৩১.০০	৩৯.৪২	৮৪২.৯৬
২৪৭	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	১৭৭	৮৯৩৫	৪০৩.১৫	৩৪৮.৬১	৫৩৫.৫৭	৫৩.৩৬	১৩৪০.৬৯
২৪৮	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	১০৭	৫৫০৮	৩৩৮.০৫	২৪২.৪৩	৩২৫.৫৭	৫২.৯৩	৯৫৮.৯৮
২৪৯	ময়মনসিংহ	ধুবাউড়া	৬৩	৩৫৭২	১৭০.১২	১৪৭.৬৫	১৯৫.৫৯	৩১.৬৪	৫৪৫.০০
২৫০	নেত্রকোনা	সদর	১০৮	৫৬৯৮	২৯১.১০	২২৫.০২	৩৪০.৬০	৫৩.৮১	৯১০.৫৩
২৫১	নেত্রকোনা	কেন্দুয়া	১১৬	৫৮৪৬	২৭৮.৪৩	২৪৮.৭৭	৩৬৮.৫২	৫৪.৩৪	৯৫০.০৬
২৫২	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ	৬৩	৩২৪৬	১৬৯.৯৮	১৩৩.১৪	২০৭.৫৬	৩৮.৩৪	৫৪৯.০২
২৫৩	নেত্রকোনা	আটপাড়া	৬১	৩৩৭২	১৫২.৯০	১৪৩.১৩	১৯২.০৫	৩২.৮৯	৫২০.৯৭
২৫৪	নেত্রকোনা	পূর্বধলা	৯০	৫০৪৭	২৬৫.০৩	২২৫.৪৫	২৮৬.৪১	৪৭.৫০	৮২৪.৩৯
২৫৫	নেত্রকোনা	মদন	৬৫	৩২৫৩	১৩৮.৮১	১২৮.৭৪	২১৫.১৭	৩৬.২৮	৫১৯.০০
২৫৬	নেত্রকোনা	খালিয়াজুরি	৫৪	৩০৭৫	৯৬.৪৯	৮৫.২৭	১৬৬.৩৩	৩৩.১৬	৩৮১.২৫
২৫৭	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	৬৮	৩৭৬৮	২৫০.৪৮	১৬৮.৩৭	২২৫.৬৯	৪৯.১৭	৬৯৩.৭১
২৫৮	নেত্রকোনা	দূর্গাপুর	৬৩	৩৫২০	১৭৮.১১	১৪৭.৭৭	১৯৬.৯২	৫৪.৯৮	৫৭৭.৭৮
২৫৯	নেত্রকোনা	বারহাট্টা	৬৩	৩৬০২	১৭৯.৪৬	১৩৯.৯০	১৯৬.৫৭	৩৯.৯৬	৫৫৫.৮৯
২৬০	টাঙ্গাইল	সদর	৯৫	৫৩২৪	২৮২.৫৯	২৪০.০০	২৯৫.৪৩	৫৪.৬৭	৮৭২.৬৯
২৬১	টাঙ্গাইল	কালিহাতি	১১৭	৬৬৭৮	২৯৫.০৯	২৬১.৬৪	৩৫৫.৮৩	৪৮.১৬	৯৬০.৭২
২৬২	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	৯৯	৫৪৯৪	৪৬৬.৪২	২৫৭.৩০	৩০৪.৬১	৮০.৫৭	১১০৮.৯০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
২৬৩	টাঙ্গাইল	মধুপুর	৫৪	৩১৬৮	১৭৬.১২	১৩৪.৮০	১৬৯.২৭	৪৬.০৬	৫২৬.২৫
২৬৪	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	৬৩	৩৪১৯	১৩৬.৪৪	১২৮.১৯	১৯৬.৯৫	৩৮.২৮	৪৯৯.৮৬
২৬৫	টাঙ্গাইল	ভূয়াপুর	৫৪	৩০৩৬	১৫৫.৮১	১২৪.৭৯	১৬৯.৩৮	৪০.২৬	৪৯০.২৪
২৬৬	টাঙ্গাইল	নাগরপুর	৯১	৪৮৫৮	৩৩১.৭৯	২১৬.৬৫	২৭৯.৪৭	৪৮.১৩	৮৭৬.০৪
২৬৭	টাঙ্গাইল	বাসাইল	৫৪	৩১০৮	১৭৮.৯০	১২৮.৮৪	১৬৮.৪৩	৪৩.২২	৫১৯.৩৯
২৬৮	টাঙ্গাইল	দোলদুয়ার	৭৩	৩৯৫৯	১৪১.৯৬	১৩৯.৮০	২২৩.২৭	৪৫.৬২	৫৫০.৬৫
২৬৯	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	২৬	৭১৮১	৪২৩.৮১	৩২৭.৯৩	৩৮৫.৬৪	৫০.৪২	১১৮৭.৮০
২৭০	টাঙ্গাইল	সখিপুর	৬৬	৩৮৬১	৩১৯.৪২	১৮২.৪৬	২০২.৫৯	৪৭.১৬	৭৫১.৬৩
২৭১	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	৬৪	৩৭১৪	২২৭.২৩	১৭১.০১	১৯৫.৩১	৪৩.৯৮	৬৩৭.৫৩
২৭২	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	৫৪	৩২৪০	১৬১.১৮	১৫৫.৭৬	১৬৯.৫৯	৩৮.৮৪	৫২৫.৩৭
২৭৩	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া	৮১	৪৮১৭	১৯০.১৯	১৯২.২৭	২৫০.৮০	৪২.১৭	৬৭৫.৪৩
২৭৪	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদি	৮১	৪৬২২	১৫৭.৬৯	১৫৪.৭৬	২৪৭.৩৬	৪৪.৬২	৬০৪.৪৩
২৭৫	কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর	৫৪	২৯৮১	১৪৪.৭৮	১০৪.২২	১৭০.৫২	৩৪.৬০	৪৫৪.১২
২৭৬	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	৬৪	৩৬৮০	১৩৬.৯৯	১৩৩.৯৯	১৯৬.৬২	২৭.৩৭	৪৯৪.৯৭
২৭৭	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	১০০	৫৫৪৯	২২০.৬৮	২০১.৪২	৩০৪.৫৭	৩৪.৪৮	৭৬১.১৫
২৭৮	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	৭৩	৪৩২২	১৬৪.১৯	১৫৯.৪৫	২২৩.৩৯	৪২.১১	৫৮৯.১৪
২৭৯	কিশোরগঞ্জ	নিকলী	৬৩	৩৬৫২	১৪২.১৫	১৪১.৭৬	১৯৭.৩৪	২৩.৪৩	৫০৪.৬৮
২৮০	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	৬৩	৩৭৫৮	১৭৩.৬৩	১৫৭.৬৮	১৯৬.৬৭	৩৭.৯৭	৫৬৫.৯৫
২৮১	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	৯৯	৫৯৪০	২৫৭.১০	২৪৯.০৫	৩০৫.১১	৪৫.৭৮	৮৫৭.০৪
২৮২	কিশোরগঞ্জ	সদর	৯৯	৫৬৩৪	২২৯.৯৯	২২৩.৪৩	৩০৫.৫৬	৩৩.৭৫	৭৯২.৭৩
২৮৩	কিশোরগঞ্জ	তাড়াইল	৬৩	৩৬৮০	১৩৪.৩৯	১২৮.১৩	১৯৫.৪৭	৩০.০৪	৪৮৮.০৩
২৮৪	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	৮১	৪৮১৯	২২৭.৩৬	২১৪.২৬	২৫৪.৬০	৪২.৬৪	৭৩৮.৮৬
২৮৫	মানিকগঞ্জ	সদর	৯০	৫০০৭	২৬৫.০৬	২২৯.৭৮	২৭৭.৫৯	৪৮.২৪	৮২০.৬৭
২৮৬	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	৭২	৩৫৩০	১০০.৭৬	৯৬.২২	২১৯.৮৮	৩৪.৪৬	৪৫১.৩২
২৮৭	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	৬৩	৩৩৭১	১২৩.২০	১২৪.১০	১৯৭.৬৫	৩৪.৫৪	৪৭৯.৪৯
২৮৮	মানিকগঞ্জি	শিবালয়	৬৩	৩৭৬১	২৩৩.৩৪	১৭৯.১৯	১৯৬.৫৯	৪৪.২৯	৬৫৩.৪১
২৮৯	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	১০৪	৪৮৭৯	২২৯.৯২	১৮১.০৬	৩১৩.৬৭	৩৩.৯৮	৭৫৮.৬৩
২৯০	মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	৭০	৩২২০	১৩৫.৮২	১৩১.৭২	২২০.৪৩	৩৫.৩১	৫২৩.২৮
২৯১	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	৫২	২৭৭৩	১১৭.৪৯	৯৯.১৩	১৫৪.৫৯	৩৩.১৫	৪০৪.৩৬
২৯২	মুন্সিগঞ্জ	সদর	৮১	৪৭৫৩	২২৪.২৪	২০৬.৬৭	২৪৯.৫৬	৪৭.০১	৭২৭.৪৮
২৯৩	মুন্সিগঞ্জ	টংগীবাড়ী	১০৮	৬১৪৯	২৫৬.২০	২১৯.১৬	৩৩০.৮৪	৪৯.৫৭	৮৫৫.৭৭
২৯৪	মুন্সিগঞ্জ	সিরাজদিখান	১২৭	৬৭৬৭	২৭০.৬৭	২৬১.৬২	৩৯২.৬০	৫৫.০০	৯৭৯.৮৯
২৯৫	মুন্সিগঞ্জ	শ্রীনগর	১২৬	৬৫৫৭	২০২.৬০	১৯৪.৬৮	৩৮৫.২৮	৩৯.৬১	৮২২.১৭
২৯৬	মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং	৮৯	৪৯৭৩	১৪৮.০৩	১৩৪.৯৩	২৭৩.৫১	২৫.১৫	৫৮১.৬২
২৯৭	মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া	৭৩	৪৩৬০	১৬৮.৪৬	১৩৪.৩০	২২৫.৪৭	২৯.৩২	৫৫৭.৫৫
২৯৮	ঢাকা	সাভার	৫৮	৩১১০	১৪৬.০৮	১১৮.৩২	১৭৮.৮০	৪২.৯৬	৪৮৬.১৬
২৯৯	ঢাকা	ধামরাই	১২৪	৫৭৯২	২৮১.৪০	২৪৬.০৬	৩৭৩.৯০	৫৭.৪৭	৯৫৮.৮৩
৩০০	ঢাকা ৫	কেরানীগঞ্জ	৮৫	৩৯৫৩	১৪৫.২৫	১৫০.৮৯	২৪৬.৪৭	৩৮.৮৪	৫৮১.৪৫
৩০১	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	১২৩	৬৮০৮	৩৩৯.৬৫	২৮৪.৬৯	৩৭২.৫৯	৪৮.৬৬	১০৪৫.৫৯
৩০২	ঢাকা	দোহার	৫৪	৩৩১৮	১২৬.৭৫	১২২.৪৮	১৬৯.০২	৩৫.৯৮	৪৫৪.২৩
৩০৩	গাজিপুর	সদর	৬৩	৩৫৬৯	১৭৭.২৫	১৩৭.২১	১৮৬.৮৬	৩৩.৭৪	৫৩৫.০৬
৩০৪	গাজিপুর	শ্রীপুর	৭২	৩৮৫১	১৭৮.০২	১৭১.৩৬	২২২.৪৭	৩৪.৪৭	৬০৬.৩২
৩০৫	গাজিপুর	কাপসিয়া	৯৯	৫২১৯	২৩৬.৬৮	২১৩.০২	৩০৩.৪৭	৬০.৬৪	৮১৩.৮১
৩০৬	গাজিপুর	কালিয়াকৈর	৮১	৪৪৭৬	১৮২.৬৪	১৭৪.৩০	২৪৯.৭১	৩২.৯৭	৬৩৯.৬২
৩০৭	গাজিপুর	কালিগঞ্জ	৬২	৩৪২১	১৪৬.৮৯	১৪২.৯৮	১৯০.৯৯	২৮.৬১	৫০৯.৪৭

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
৩০৮	নরসিংদী	সদর	১২৬	৬৫৭১	২৯৮.৬৮	২৬৫.৭১	৩৮৫.৫৩	৫৬.০৬	১০০৫.৯৮
৩০৯	নরসিংদী	পলাশ	৩৬	২১৬১	১০৩.৮২	৯৫.২১	১১৫.৫৯	২০.৫২	৩৩৫.১৪
৩১০	নরসিংদী	শিবপুর	৮০	৪৬০৮	২০০.৫৫	১৯৫.৫৫	২৪৭.৬৬	৩২.৫৮	৬৭৬.৩৪
৩১১	নরসিংদী	মনোহরদী	১০৯	৫৩৯২	২৭৮.৩২	২৩৩.৬৬	৩৩১.৫৬	৩৮.০৭	৮৮১.৬১
৩১২	নরসিংদী	বেলাবো	৭২	৪২৬৬	২৪৭.৬৪	১৯৯.৫২	২২৩.৮৬	৪৫.১৫	৭১৬.১৭
৩১৩	নরসিংদী	রায়পুরা	২১৬	১২০৬৩	৫৩৭.৯৮	৫২৬.০৮	৬৫৫.৩৭	৫৪.১২	১৭৭৩.৫৫
৩১৪	নারায়ণগঞ্জ	সদর	৩৬	২১৬০	৮৭.৫৭	৯৭.৩৭	১২১.৪৩	২৯.৩৪	৩৩৫.৭১
৩১৫	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	৫৪	৩২৪২	১৬৪.০৫	১৫৫.৮০	১৬৯.৯৬	৩৬.৮২	৫২৬.৬৩
৩১৬	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	৫৩	৩০৬৮	১২২.১৪	১২১.৫০	১৭২.২৬	২৭.১৪	৪৪৩.০৪
৩১৭	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও	৭৬	৪২৭৯	২০৮.১৯	১৯৪.৮৯	২৪১.৪৪	৪২.৯৪	৬৮৭.৪৬
৩১৮	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	৪৫	২৬১৯	১৪০.৮৭	১২১.৪৩	১৪৮.২১	৪৫.২৩	৪৫৫.৭৪
৩১৯	রাজবাড়ি	সদর	১২৬	৭১৪৯	৩২৪.০৮	২৯১.২৩	৩৮২.৮৯	৩৪.৮১	১০৩৩.০১
৩২০	রাজবাড়ি	পাংশা	৯০	৪৯৮৩	২৫১.৮৯	২২৬.৫৬	২৭১.৮৯	৪০.৮৭	৭৯১.২১
৩২১	রাজবাড়ি	কালুখালি	৬৩	৩৭১৮	২২২.২৫	১৬৭.৪৮	১৯২.৯১	৩২.৩৪	৬১৪.৯৮
৩২২	রাজবাড়ি	বালিয়াকান্দি	৬৩	৩৭১০	২৪১.০৬	১৭৪.০৫	১৯৭.১৯	৪০.১৮	৬৫২.৪৮
৩২৩	রাজবাড়ি	গোয়ালন্দ	৩৬	২১৬০	১৫৬.৭৭	১০২.১৪	১১৫.৫৯	৪৭.২১	৪২১.৭১
৩২৪	ফরিদপুর	সদর	৯৭	৫২৮৩	৩৭০.৭২	২৩৬.৪৩	২৯৩.৮৩	৬১.৪১	৯৬২.৩৯
৩২৫	ফরিদপুর	ভাংগা	১০৯	৫০৬১	২৩৪.২৭	১৭০.৯৪	২৯৭.২২	৫১.৫৩	৭৪০.৬৪
৩২৬	ফরিদপুর	নগরকান্দা	৮১	৪৪৫৩	২৪৬.৮১	১৭৩.৪৫	২৪৭.৮৬	৪৪.০৫	৭১২.১৭
৩২৭	ফরিদপুর	সালথা	৭০	৩৪৬১	১৪০.৪৬	১১০.৯২	২১০.৪৮	৩৩.৮৮	৪৯৫.৭৪
৩২৮	ফরিদপুর	সদরপুর	৮১	৪৮৬০	৩৮৫.৯৩	২৩৩.৪৮	২৪৯.৪২	৬৯.২১	৯৩৮.০৪
৩২৯	ফরিদপুর	বোয়ালমারী	৯৯	৫৬৮৬	২৫৯.১৩	২৩৪.৫৫	৩০৪.৫৯	৩৫.৪২	৮৩৩.৬৯
৩৩০	ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	৫৪	২৯২৯	১৩৪.০৮	১২৭.৪৭	১৭৪.৩৯	৪৬.৯৬	৪৮২.৯০
৩৩১	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	৩৬	১৮১২	৮৩.৩৮	৬৪.৫৪	১১৬.০৮	২৬.৭২	২৯০.৭২
৩৩২	ফরিদপুর	মধুখালী	৯৯	৫৪৯৫	২৮৮.৮২	২২৫.০৯	৩০৩.৬৯	৫২.১৭	৮৬৯.৭৭
৩৩৩	গোপালগঞ্জ	সদর	১৯০	৯৫৯২	৪৪৬.৪৮	৪২৮.০৪	৫৭৪.৮৬	৪৮.৭২	১৪৯৮.১০
৩৩৪	গোপালগঞ্জ	টুংগীপাড়া	৪৫	২৭০০	১২৬.৫১	১২১.৪৯	১৪২.৫৫	২৮.৬৫	৪১৯.২০
৩৩৫	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	৯৯	৫৪৩৭	২৪৫.৬২	২৩৬.৬৮	৩১৭.৭৭	৪৪.৫৯	৮৪৪.৬৬
৩৩৬	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	১২৬	৭০০৬	৩৬৭.৫৭	৩২৮.৫৫	৮৫.৬৬	৪১.৬৫	১১২৩.৪৩
৩৩৭	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	১৪৪	৭৮৬৯ ৩	৮৩.১২	৩৫৬.৮৭	৪৩৫.১১	৪৫.৫০	১২২০.৬০
৩৩৮	মাদারীপুর	সদর	১৩৫	৭৯২০	৫১৮.৩৩	৩৫৫.১১	৪০৮.৩৫	৪৮.৮০	১৩৩০.৫৯
৩৩৯	মাদারীপুর	রাজৈর	৯২	৫৫২০	৩২১.০৬	২৪১.৩১	২৭৭.০৫	৬২.০৯	৯০১.৫১
৩৪০	মাদারীপুর	কালকিনি	১২৬	৬৫০৬	২৭৭.৯২	২২৯.২৯	৩৮৪.৮২	৫০.৬৮	৯৪২.৭১
৩৪১	মাদারীপুর	শিবচর	১৬৮	৮৭৭৫	৪৭৮.৬৮	৩৬৯.৯৬	৫০৯.৭৩	৬৭.০৩	১৪২৫.৪০
৩৪২	শরিয়তপুর	সদর	৯৯	৪৪৩৫	১৬০.৭০	১৬০.০৫	৩০৪.৫৯	৩৪.৬৯	৬৬০.০৩
৩৪৩	শরিয়তপুর	নড়িয়া	১২১	৬২৯৫	৩১১.৩১	২৫৫.৩৭	৩৬৯.৪২	৫০.৭০	৯৮৬.৮০
৩৪৪	শরিয়তপুর	জাজিরা	১০৮	৫৭২২	১৯৩.৬৭	১৭৫.১৮	৩২৮.৫৫	৪৫.২০	৭৪২.৬০
৩৪৫	শরিয়তপুর	ডামুড্যা	৬৩	২৮৬১	১১০.১১	৮২.৯৭	১৮৪.২২	৩০.৮৪	৪০৮.১৪
৩৪৬	শরিয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	১১২	৫৪৩৩	২৩১.১৭	২১২.৯১ ৩	৪২.৪৭	৪২.৩০	৮২৮.৮৫
৩৪৭	শরিয়তপুর	গোসাইরহাট	৭১	৩৩৫৬	১১৩.৪৩	১১১.০১	২২০.৬১	৩৪.৯১	৪৭৯.৯৬
৩৪৮	সুনামগঞ্জ	সদর	৮১	৪৩০৩	১৭৪.২৩	১৫৪.২৩	২৫০.২৩	৫৩.৪৭	৬৩২.১৬
৩৪৯	সুনামগঞ্জ	দিরাই	৮১	৪২১৪	১৭৩.৪২	১৫৮.৯৭	২৪৮.৭৩	৩২.৩৫	৬১৩.৪৭
৩৫০	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	৮৮	৩৮৯৪	১৫৪.১৪	১৪২.০২	২৬৮.৫৯	৩৭.৫৪	৬০২.২৯
৩৫১	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	৭১	৩১৬১	৯২.৭৫	৮৭.০৭	২১৯.৯২	৩৩.৬৯	৪৩৩.৪৩
৩৫২	সুনামগঞ্জ	শাল্লা	৩৬	২০৪৯	৪৯.১২	৪৬.৬৮	১১৫.৫৯	১৯.০১	২৩০.৪০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
৩৫৩	সুনামগঞ্জ	তাহেরপুর	৬৪	৩৪৩৩	১৮৫.২৪	১৪৫.৬৮	১৯৫.৫২	৩৯.৭১	৫৬৬.১৫
৩৫৪	সুনামগঞ্জ	ছাতক	১১৭	৬৩৯৭	২৪৬.৪৭	২২৮.৭৫	৩৬০.৭১	৪৩.৪৯	৮৭৯.৪২
৩৫৫	সুনামগঞ্জ	জামালগঞ্জ	৪৫	২৫৯৯	১৩৩.১৬	১০০.৫৯	১৪২.৫৪	২৬.৬৪	৪০২.৯৩
৩৫৬	সুনামগঞ্জ	দোয়রাবাজার	৮১	৪২৬৩	১৫৯.৫৩	১৪৩.৮৩	২৫১.১৭	৩৩.৬৭	৫৮৮.২০
৩৫৭	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	৪৫	২৪৮১	১০৫.৫১	৯৪.৩৪	১৪১.৮২	৩৩.০০	৩৭৪.৬৭
৩৫৮	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	৭২	৪১৫৪	১৫৮.৬৭	১৪৫.৩২	২২৩.০৩	৩৮.৪৩	৫৬৫.৪৫
৩৫৯	সিলেট	সদর	৬৪	৩৫৬৬	১১৫.০৯	১০৮.৭১	১৯৯.৫৯	২৪.৫৯	৪৪৭.৯৮
৩৬০	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	৯৮	৪৫৩৮	১৩০.৮৭	১১৮.১৪	৩০১.৫৯	৩৮.৭২	৫৮৯.৩২
৩৬১	সিলেট	বিশ্বনাথ	৭৩	৩৫৮০	১২৩.০৬	১০৯.৩২	২২৩.৫৪	১৬.২৬	৪৭২.১৮
৩৬২	সিলেট	বিয়ানীবাজার	৮৪	৩৮৪১	১১৯.৭১	১১১.৪৭	২৪৪.৫৯	৩৯.১২	৫১৪.৮৯
৩৬৩	সিলেট	বালাগঞ্জ	১৩০	৬০১২	৩০২.৮৮	২৪৮.১৯	৩৩২.৭১	৪৭.৩০	৯৩১.০৮
৩৬৪	সিলেট	গোয়াইনহাট	৮২	৪৩৩৯	১৯৬.৬১	১৫৭.৩৯	২৫০.৫৯	৪৩.৪৮	৬৪৮.০৭
৩৬৫	সিলেট	জকিগঞ্জ	৮০	৩৯৪২	১২৭.১০	১০৯.১৮	২৪৭.৫৯	৪১.৬৬	৫২৫.৫৩
৩৬৬	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	৪৫	২৪৮২	৭৬.৯৪	৬৩.৫৯	১৪৪.৩৪	২৮.০৮	৩১২.৯৫
৩৬৭	সিলেট	জৈন্তাপুর	৫৪	২৭৩৩	৯৯.৭৯	৮৯.২৯	১৬৭.৮৫	৪১.৭৪	৩৯৮.৬৭
৩৬৮	সিলেট	কানাইঘাট	৭৯	৩৬৪১	১৩৩.৭৬	১২৬.৮০	২৪৪.৯৭	৩৮.৫১	৫৪৪.০৪
৩৬৯	সিলেট	কোম্পানিগঞ্জ	৫৩	২৯২৯	১০১.৯৭	৯০.৬৩	১৬৬.৫৫	২৮.১১	৩৮৭.২৬
৩৭০	সিলেট	দক্ষিন সুরমা	৮৭	৪১৭৫	১১২.৫০	১১৫.১৯	২৬৪.৩০	৩২.২১	৫২৪.২০
৩৭১	মৌলভীবাজার	সদর	১০৮	৫১৮৭	১৬৫.৭২	১৬৩.৩৬	৩৩৩.১৬	৩৩.৮০	৬৯৬.০৪
৩৭২	মৌলভীবাজার	শ্রীমঙ্গল	৮১	৪৩০৪	১৬৩.৪৭	১৪৪.৯৪	২৫০.৫৫	৩৮.৮৪	৫৯৭.৮০
৩৭৩	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	১১৩	৫৪৩৮	১২৪.৬৯	১২১.০০	৩৪৩.৯২	৩৭.৪০	৬২৭.০১
৩৭৪	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	৯১	৪২৮৯	১৬৭.০৯	১৪৭.০৭	২৮৩.৪৮	৩৯.০২	৬৩৬.৬৬
৩৭৫	মৌলভীবাজার	রাজনগর	৭২	৩৪৯৭	৯৭.৮৮	৯১.৫৫	২২৩.৭৯	৩২.৩০	৪৪৫.৫২
৩৭৬	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	৭৮	৩৮৩৯	৯৮.৫৮	৯১.৮৯	২৪৩.৪২	৩৩.৪১	৪৬৭.৩০
৩৭৭	মৌলভীবাজার	জুরী	৫৪	৩১১৬	১২৮.৬৪	১১২.৯৯	১৭২.২৩	৩৪.৭৬	৪৪৮.৬২
৩৭৮	হবিগঞ্জ	সদর	৯০	৪৭৩৯	২৬৭.০১	২০১.৭৩	২৭৭.৩৯	৪২.১৪	৭৮৮.২৭
৩৭৯	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	৯৯	৪৮৬১	২১৯.৩১	১৯৪.৩৫	২৯৮.৫৪	৪৭.৫৬	৭৫৯.৭৬
৩৮০	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট	৮৯	৪০২২	১৫০.১২	১৫০.৮৮	২৭৩.০৫	২৭.৫২	৬০১.৫৭
৩৮১	হবিগঞ্জ	বাহুবল	৬৩	৩৫১১	১৫৩.০০	১৮১.৪৪	১৬০.২১	২৮.০৪	৫২২.৬৯
৩৮২	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ	১১৬	৬৩৬৭	৩১৭.৪১	২৭৮.৭৬	৩৫৫.২৩	৬০.৩৯	১০১১.৭৯
৩৮৩	হবিগঞ্জ	লাখাই	৫৪	৩০১১	১০৩.৬৩	৯৮.৭৬	১৬২.১৩	৩৪.৪৩	৩৯৮.৯৫
৩৮৪	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	১৩৪	৬৫৬৮	২৭৩.৪৩	২৬৬.৩০	৪০৮.৪৫	৩৩.২৪	৯৮১.৪২
৩৮৫	হবিগঞ্জ	আজমিরিগঞ্জ	৪৫	২২০১	৯৩.৮৬	৮৯.৯৩	১৪১.৭০	৩০.৫১	৩৫৬.০০
৩৮৬	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	সদর	৯৯	৪৭৭৪	২০২.৭৪	১৫৯.৩৮	৩০২.৮৭	৪৪.৮৫	৭০৯.৮৪
৩৮৭	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	বিজয়নগর	৯০	৪৪৬৬	২০১.৭১	১৫৬.৫০	২৬৯.৬৭	৩১.০৮	৬৫৮.৯৬
৩৮৮	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	৭২	৩২১৭	১০২.৫২	১০৭.৩১	২২৩.৫৭	২৯.৪৩	৪৬২.৮৩
৩৮৯	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	কসবা	৮৭	৩৯৭৪	১২৪.৪৩	১২১.৮৭	২৬৫.৪১	৩১.৯৫	৫৪৩.৬৬
৩৯০	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	সরাইল	৮১	৩৮৯১	১৫৭.১৬	১৩৭.২৮	২৫১.৯০	৩৯.৫৮	৫৮৫.৯২
৩৯১	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	নবীনগর	১৮৭	৯৫৭২	২৯৮.৪৮	২৯১.০৭	৫৩৬.৯৭	৫০.৪৫	১১৭৬.৯৭
৩৯২	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	নাসিরনগর	১২০	৫৭০৭	২৯৩.২৯	২৩৮.৬৮	৩৫৪.৮২	৪৫.৪০	৯৩২.১৯
৩৯৩	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর	১১৭	৫৬৯৭	১৬০.২৫	১৪০.৩৪	৩৫৮.৫৯	৪৫.৮৩	৭০৫.০১
৩৯৪	ব্রাহ্মনবাড়িয়া	আখাউড়া	৪৫	২৪৩২	৮৮.০৯	৬৬.৮০	১৪২.৬৬	৩৪.৪২	৩৩১.৯৭
৩৯৫	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	৯৯	৪৭৩১	১৪৩.০৩	১৪৬.৬৭	৩০২.৬৯	৫৩.০৫	৬৪৫.৪৪
৩৯৬	কুমিল্লা	চান্দিনা	১১৬	৫৩৯৬	১৯০.৯৫	১৭০.৯২	৩৪৫.৬৫	৩৮.৭৫	৭৪৬.২৭
৩৯৭	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	১১৭	৬৫৫৩	২৮৬.২৯	২৩১.২০	৩৫৮.৫৯	৬৭.৭৪	৯৪৩.৮২

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
৩৯৮	কুমিল্লা	বরুড়া	১৩৫	৬৯৪৪	৩০০.৪২	২৭০.১০	৪১১.৪৪	৮০.৫৯	১০৬২.৫৫
৩৯৯	কুমিল্লা	বুড়িচং	৭২	৪০১১	২২২.৯৫	১৭৮.২৮	২২৭.৮৯	৬৩.১৮	৬৯২.৩০
৪০০	কুমিল্লা	দেবীদ্বার	১৩৪	৫৮৩৮	২০৬.৩৬	২০০.৫১	৪০৯.৫৮	৫৬.১০	৮৭২.৫৫
৪০১	কুমিল্লা	মুরাদনগর	১৯৭	৮৯৬৯	৩২৮.২২	৩১৯.৭৬	৫৯৮.০৩	৭৮.৭৮	১৩২৪.৭৯
৪০২	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	১৩৬	৫৮৯৮	২০৯.২৩	১৭৭.৭৮	৪১০.৫১	৫৪.৪৬	৮৫১.৯৮
৪০৩	কুমিল্লা	হোমনা	৮১	৪৬০৮	১৯৩.৭২	১৯০.৯৮	২৫০.২৫	৩৭.৬৩	৬৭২.৫৮
৪০৪	কুমিল্লা	ব্রাহ্মণপাড়া	৭২	৩৯৬২	১৮৪.১১	১৬২.৬০	২১৯.৯৯	৫০.৯০	৬১৭.৬০
৪০৫	কুমিল্লা	নাঙ্গলকোট	১০৭	৫৬৮৯	২০৯.৮৭	১৯৩.১৯	৩২৬.৯৫	৪৮.৬৩	৭৭৮.৬৪
৪০৬	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	৫৪	২৯৫৮	১৪৩.৫৮	১১৫.৭২	১৬৯.৫৯	৩৮.৫৩	৪৬৭.৪২
৪০৭	কুমিল্লা	সদরদক্ষিণ	১১৭	৬০২৯	২২৯.০৬	২২১.৪৯	৩৫৫.৭০	৬৮.১১	৮৭৪.৩৬
৪০৮	কুমিল্লা	তিতাস	৮৩	৩৬৩৯	১৩১.১৫	১৩১.১৭	২৪৮.৬৭	৬১.৬১	৫৭২.৬০
৪০৯	কুমিল্লা	লাকসাম	৬৪	৩৭৯২	১৯৩.৯৩	১৫৭.৭২	১৯৮.৩১	৫২.১৫	৬০২.১১
৪১০	কুমিল্লা	মেঘনা	৭২	৩৭৩০	১২৭.০১	১২৭.৯৮	২২২.৪০	৫১.৬৫	৫২৯.০৪
৪১১	চাঁদপুর	সদর	১১৮	৫০০০	২০০.৭৬	১৭০.৬৮	৩৬১.৬৫	৪৮.২৭	৭৮১.৩৬
৪১২	চাঁদপুর	মতলব(দঃ)	৫৪	২৪৯৬	৮৩.৮১	৭৩.৪৩	১৭২.৯০	২৭.১৬	৩৫৭.৩০
৪১৩	চাঁদপুর	মতলব(উঃ)	১২৬	৫০৭৮	১৭০.৫৬	১৬০.৪৭	৩৬০.৭২	৪৭.০৭	৭৩৮.৮২
৪১৪	চাঁদপুর	কচুয়া	১০৭	৫১৭৬	২১৮.৮৮	১৭৭.৩২	৩২৯.১৬	৩১.৪১	৭৫৬.৭৭
৪১৫	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	৯০	৫১১৬	২৫৮.৯৮	২০৭.৮০	২৭৭.৫৯	৫১.০০	৭৯৫.৩৭
৪১৬	চাঁদপুর	হাজিগঞ্জ	৯৯	৫১৮০	২৯০.০৯	২০৩.৪৮	৩০৫.০৫	৬০.৫৯	৮৫৯.২১
৪১৭	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	১৩৫	৬৬৬৭ ২	৮৫.১৯	২৩৯.২১	৪১৩.১০	৫৪.২৩	৯৯১.৭৩
৪১৮	চাঁদপুর	হাইমচর	৫১	২৭০৭	১৪৫.৯৯	১১৭.৩৫	১৬০.৫৯	৩৯.৭৭	৪৬৩.৭০
৪১৯	ফেনী	সদর	১০৮	৫৮১১	২৪৪.০৬	২১৮.১০	৩৩০.৮৪	৫৪.৩৪	৮৪৭.৩৪
৪২০	ফেনী	ছাগলনাইয়া	৫৪	৩১৫০	১৬৩.৬০	১৪৫.৮৮	১৬৮.৪৭	৫১.৫৩	৫২৯.৪৮
৪২১	ফেনী	পরশুরাম	৩৬	২১৩৮	৬৬.৩৪	৬৭.৪৪	১১৫.৫৯	২২.৫০	২৭১.৮৭
৪২২	ফেনী	সোনাগাজী	৮১	৪০৬৯	১৫৩.৯৪	১৫০.৫৩	২৫০.৫৯	৩৮.১০	৫৯৩.১৬
৪২৩	ফেনী	দাগনভূইয়া	৭২	৩৯৭৭	২৬৩.২৪	১৭৫.২৯	২২৩.৫৯	৪৪.০৮	৭০৬.২০
৪২৪	ফেনী	ফুলগাজি	৫৩	২৭৮৯	১০০.৭৬	৯০.৩৯	১৬৭.৫৮	৩৫.৭৮	৩৯৪.৫১
৪২৫	নোয়াখালী	সদর	১১৫	৫৮১০	২৭৪.৪৮	২৪৯.৪৪	৩৩৮.৫২	৩৭.৩৭	৮৯৯.৮১
৪২৬	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	১৪৪	৭৯২০	৩৯৮.৯৭	৩২৪.২৮	৪৩৯.৫৯	৬৯.২৪	১২৩২.০৮
৪২৭	নোয়াখালী	হাতিয়া	৮১	৪৬১৫	২৩৩.৩৫	১৯০.০৭	২৫৫.৭৪	৩৩.৯৮	৭১৩.১৪
৪২৮	নোয়াখালী	কোম্পানিগঞ্জ	৭০	৪০২১	১৫০.৬৮	১৪৬.১৪	২১৭.২০	৪৪.৮৬	৫৫৮.৮৮
৪২৯	নোয়াখালী	সেনবাগ	৭৬	৪২৬৩	১৬৯.০৩	১৪৪.৬৯	২৩৫.৫৯	৪৩.৪০	৫৯২.৭১
৪৩০	নোয়াখালী	চাটখিল	৮২	৪৩১২	১৬৯.৭০	১৭৪.৯৪	২৫১.৩২	৪৫.৯৩	৬৪১.৮৯
৪৩১	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ি	৯০	৫১৯০	২৪১.১৭	২১২.১০ ২	৭৯.৮১	৫২.৮১	৭৮৫.৮৯
৪৩২	নোয়াখালী	কবিরহাট	৬৩	৩৩০৮	১২৭.৬৬	১২১.২৮	১৯৭.৭৯	৪২.৮৬	৪৮৯.৫৯
৪৩৩	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	৭২	৪২৫৩	২৩৭.৩০	১৮২.৮৭	২২৩.৫৯	৪০.০২	৬৮৩.৭৮
৪৩৪	লক্ষ্মীপুর	সদর	১৯০	৯৮৩৪	৪৭০.৬২	৪০৬.২২	৫৭৪.৫৬	৬৪.৮২	১৫১৬.২২
৪৩৫	লক্ষ্মীপুর	রায়পুর	৯০	৪২৭৭	১৩৮.৪৯	১৩৮.৫৩	২৭৭.৯৩	৩৬.০৮	৫৯১.০৩
৪৩৬	লক্ষ্মীপুর	রামগতি	৬১	৩৬০৮	১৩৪.০৬	১১৯.৬৬	১৯৮.৬৩	৩৯.৯৪	৪৯২.২৯
৪৩৭	লক্ষ্মীপুর	রামগঞ্জ	৯০	৪৬৮৯	২২২.৫৬	১৭৫.৮৬	২৭৬.৪৭	৩৭.৩৫	৭১২.২৪
৪৩৮	লক্ষ্মীপুর	কমলনগর	৮০	৩৮৬৬	১২১.৫৩	১১৯.২৭	২৪৪.৯৩	৩৯.৩১	৫২৫.০৪
৪৩৯	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	১০০	৪৮৮১	১৮৪.১৯	১৭২.৮১	৩০৫.৭৯	৬৫.৯৯	৭২৮.৭৮
৪৪০	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	৮১	৩৭৪৯	১৬১.৯২	১৩৬.৩২	২৫০.৫৯	৪৪.৫৪	৫৯৩.৩৭
৪৪১	চট্টগ্রাম	রাউজান	১২৬	৬০১৪ ২	৩৯.৯৩	২১৩.৩৪	৩৮২.৫৭	৫৫.৭০	৮৯১.৫৪
৪৪২	চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	১৬২	৯৭২৮	৪১৯.৩০	৩৬৩.২৭	৪৯৫.০৩	৮১.৯৯	১৩৫৯.৫৯

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	সমিতি সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	কল্যাণ অনুদান	ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল	সেবা মূল্য/ সুদ/অন্যান্য	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)
৪৪৩	চট্টগ্রাম	মিরশরাই	১৪৪	৬৮১০	২৮৪.৮৭	২৬১.২৫	৪৩৯.৬৯	৫৭.২৫	১০৪৩.০৬
৪৪৪	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	১৩৫	৬৭০৫	৩৪৪.২৭	২৭২.০১	৪১২.৫৫	৭৭.৬৪	১১০৬.৪৭
৪৪৫	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	৮১	৪৮৬০	২০৮.২৩	২০২.৬১	২৪৫.১২	৪৫.২২	৭০১.১৮
৪৪৬	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	৮১	৪১২১	১৯৯.১৪	১৫১.২৬	২৫১.০৬	৬০.৪৪	৬৬১.৯০
৪৪৭	চট্টগ্রাম	লোহাগাড়া	৮১	৪৫১৭	৩৩১.০৭	১৯৮.২৬	২৫০.৯৬	৭৫.৫৭	৮৫৫.৮৬
৪৪৮	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	১২৬	৬৯০৩	২৩৯.৯৫	২২১.৬৭	৩৮২.৪৫	৫৬.০০	৯০০.০৭
৪৪৯	চট্টগ্রাম	সাতকনিয়া	১৫৩	৭৬৯৫	৩৫১.২৭	৩০৫.০৬	৪৬৪.৬০	৮৫.২১	১২০৬.১৪
৪৫০	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	১২৬	৫৮১০ ২	০৪.৩২	২০০.৯৩	৩৮৪.৯০	৪৩.৪৪	৮৩৩.৫৯
৪৫১	চট্টগ্রাম	পটিয়া	১৯৮	৯০৭৫	২৫৪.৬২	২২৯.৫২	৬০১.৬২	৫৩.৯৯	১১৩৯.৭৫
৪৫২	চট্টগ্রাম	রাংগুনিয়া	১৩৫	৭৯৩৪	২৮০.৮৪	২৫০.৪৬	৪১২.৫৯	৬৮.৩১	১০১২.২০
৪৫৩	কক্সবাজার	*সদর	৮৩	৩৩১১	৮৪.০১	৮২.৩৬	২২৫.৪৭	২৬.৫০	৪১৮.৩৪
৪৫৪	কক্সবাজার	রামু	৯৯	৪৩৯৬	১০৯.৯৪	১০৭.৪১	২৯৮.৫৯	২৫.২৫	৫৪১.১৯
৪৫৫	কক্সবাজার	উখিয়া	৪৫	২১২৮	৫৯.২৫	৫৫.৬০	১৪২.৪৯	২৫.৬৬	২৮৩.০০
৪৫৬	কক্সবাজার	চকরিয়া	১৬২	৮০৫৫	৩১৯.৬৬	২৮৩.৫৮	৪৯৫.৪০	৪৮.৪৩	১১৪৭.০৭
৪৫৭	কক্সবাজার	টেকনাফ	৫৬	২৮৪৭	৮৩.০৯	৭৫.১১	১৭০.৬৯	৩১.৪১	৩৬০.৩০
৪৫৮	কক্সবাজার	মহেশখালী	৭২	৩৩৭৪	১২৩.৩৭	৯৬.৩৬	২১২.০৯	২৪.১৫	৪৫৫.৯৭
৪৫৯	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	৫৪	৩১৯৭	১৪৫.৩৩	১১৬.৮৫	১৭৩.২৪	২৮.৭৪	৪৬৪.১৬
৪৬০	কক্সবাজার	পেকুয়া	৬৩	৩৬৪২	১৯২.৫৭	১৩০.৯০	১৯৮.১৬	২৩.০৪	৫৪৪.৬৭
৪৬১	খাগড়াছড়ি	সদর	৪৩	২৩৭৮	৮৯.১৬	৮১.৫৭	১৩৬.৫৯	৩১.৩৭	৩৩৮.৬৯
৪৬২	খাগড়াছড়ি	মহালছড়ি	৪২	২৩০৩	৮৬.৬৪	৬৮.২৫	১৩০.৫৯	২৬.১৬	৩১১.৬৪
৪৬৩	খাগড়াছড়ি	নীলছড়ি	২৭	১৬২০	৬২.৬৫	৫৪.৯৬	৮৮.৫১	২৫.১৩	২৩১.২৫
৪৬৪	খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি	৩৬	১৯৪৯	৯৩.৭৯	৭৯.৬৯	১১৫.৬৯	৩২.৩৮	৩২১.৫৫
৪৬৫	খাগড়াছড়ি	রামগড়	২৭	১৬২১	৯১.৩২	৬১.১৩	৮৬.৬৯	২৪.৬২	২৬৩.৭৬
৪৬৬	খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙ্গা	৬৮	৩৪৬৯	১৩৫.৪৫	১১০.২২	২০৮.৫৯	৪০.৮৫	৪৯৫.১১
৪৬৭	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	৩৭	২৪৫৭	৮৫.০৮	৭৭.৭৯	১৪২.৫৯	৩০.৩৫	৩৩৫.৮১
৪৬৮	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা	৪৪	২১৭৩	১১৩.৮৩	৭৮.২৫	১৩৬.৫৭	৩৫.৯০ ৩	৬৪.৫৫
৪৬৯	রাংগামাটি	সদর	৫৪	২৪৭৩	১৩৫.৩৮	১০০.৫৬	১৬৬.২৬	৩৫.৮৩	৪৩৮.০৩
৪৭০	রাংগামাটি	কাপ্তাই	৪৩	২২০১	১০১.৯০	৮৭.৪৬	১৩৩.৫৯	২৯.১৩	৩৫২.০৮
৪৭১	রাংগামাটি	কাউখালী	৩৬	২১৬২	৮২.২৫	৭৬.১৩	১১৫.৯৪	৩৫.৩৯	৩০৯.৭১
৪৭২	রাংগামাটি	বিলাইছড়ি	২৭	১৬১২	১৩৮.৫৫	৬৯.৩৭	৮৬.৬৯	৩৪.৬১	৩২৯.২২
৪৭৩	রাংগামাটি	রাজস্থলী	২৭	১৬১৫	৫৩.৯৪	৫১.১১	৮৫.২০	২৪.৪৫	২১৪.৭০
৪৭৪	রাংগামাটি	নানিয়ারচর	৩৬	১৭৪৬	১২২.২৭	৮০.২৬	১১৫.১৮	২৩.৪৫	৩৪১.১৬
৪৭৫	রাংগামাটি	জুড়াছড়ি	৩৬	১৭১৫	৬৬.৪১	৪৯.৮২	১১৫.৫৯	২৪.৯৩	২৫৬.৭৫
৪৭৬	রাংগামাটি	লংগদু	৬৩	২২২৪	১০১.৩৪	৯২.২৬	১৯৬.৮৩	৩৭.৩০	৪২৭.৭৩
৪৭৭	রাংগামাটি	বরকল	৪৪	২৬৩২	১৭২.১১	১২৫.০৬	১৩৮.৮৯	৩৯.৫৫	৪৭৫.৬১
৪৭৮	রাংগামাটি	বাঘাইছড়ি	৭১	২৮৭৮	১২২.৯৭	৯৬.১৭	২১৪.৫৯	৩৫.৯৬	৪৬৯.৬৯
৪৭৯	বান্দরবান	সদর	৪৫	২২১১	১০৬.৩০	৭১.২৭	১৩২.১২	২৫.১১	৩৪৭.০২
৪৮০	বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	৩৫	২১৪৩	৭৬.২০	৬৯.৭৬	১১৬.০৬	২৪.১৮	২৮৬.২০
৪৮১	বান্দরবান	রুমা	৩৬	১৪১১	৩৯.৫২	৩৮.৫৫	১০৫.৮৪	১৭.১২	২০১.০৩
৪৮২	বান্দরবান	লামা	৬৩	৩৩৮০	১৬৯.২১	১২৩.৭৩	১৯৭.০২	২৯.৭৫	৫১৯.৭১
৪৮৩	বান্দরবান	আলীকদম	১৮	১০৮০	৫০.৭২	৩৮.৭০	৬১.৪৩	২৪.১৬	১৭৫.০১
৪৮৪	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি	৪৫	২২৫৩	৬১.৮০	৫৬.১৮	১৩৯.৫৯	২৫.১৪	২৮২.৭১
৪৮৫	বান্দরবান	থানচি	৩৬	২১৪২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		মোট ঃ	৪০২১৬	২২০১০০২	১০৭৪২০.১৮	৮৮৯৭৫.২৩	১২৩৩৩৩.৭৬	১৯৭০৮.৭৫	৩৩৯৪৩৭.৯২

প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীঃ

প্রকল্পের ৩য় সংশোধনী পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ সংশোধনের শর্তে 'একনেক' কর্তৃক পাশ হয় ২৫ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইনের সংশোধনী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী প্রকল্প ও ব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয় ২২ মার্চ ২০১৭ তারিখে। অর্থাৎ ৩য় সংশোধিত প্রকল্পের কাজ ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রকৃত পক্ষে মার্চ ২০১৭ সালে শুরু করা সম্ভব হয়। জুলাই, ২০০৯-জুন, ২০১৬ মেয়াদে (৭ বছরে) প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন ঃ

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
১	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা	২৪৩১৬২০	২২০১০০২
২	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন	৪০৫২৭	৪০২১৬
৩	সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা (লক্ষ) টাকা	১০৭৭৩১.৩৯	১০৭৪২০.১৮
৪	কল্যাণ অনুদান প্রদান (লক্ষ) টাকা	১০৭৭৩১.৩৯	৮৮৯৭৫.২৩
৫	সমিতিতে আবর্তক তহবিল প্রদান (লক্ষ) টাকা	১২৪১২৯.২২	১২৩৩৮৭.৭৬
৬	মোট তহবিল (লক্ষ) টাকা	৩৫৪০১৬.৫২	৩৩৬২৭৪.২৭
৭	ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ) টাকা	০.০০	৪৪৪৪৯১.৯৭
৮	ক্রমপুঞ্জিত ঋণের কিস্তি আদায় (লক্ষ) টাকা	০.০০	২৩৬০১৭.৭৬
৯	কিস্তি সুবিধা ফি (সেবামূল্য) আদায় (লক্ষ) টাকা	০.০০	২১৪৯৫.২০
১০	গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক খামারের সংখ্যা	২৫০০০০০	১৭০৮৭৭২
১১	কর্মকর্তা,কর্মচারী ও উপকারভোগী সদস্যদের ওরিয়েন্টেশান প্রশিক্ষণ। (সংখ্যা)	৩৪৫২৮৮	৩১৯৭৯৫
১২	উপকারভোগী সদস্যদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। (সংখ্যা)	২০২৬৩৫	১৪৬৭২৩

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত মেয়াদে জুলাই, ২০১৬ (প্রকৃত পক্ষে মার্চ ২০১৭ হতে) হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত (এক বছর চার মাসে) প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ও অর্জনের চিত্র নিম্নরূপঃ

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা (জুন ২০২০) পর্যন্ত	অগ্রগতি (জুন ২০১৮)
১	উপকারভোগী পরিবার সংখ্যা	৩২৫৭৫৭২	১৪৩৭৪০৪
২	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন	৬০৫১৪	৩৫৫৭৭
৩	সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয় জমা (লক্ষ) টাকা	১৩৫৯৩০.০০	২৯২৬৯.০০
৪	কল্যাণ অনুদান প্রদান (লক্ষ) টাকা	১৫৪৩৭৫.০০	২৬৫০৯.০০
৫	সমিতিতে আবর্তক তহবিল প্রদান (লক্ষ) টাকা	১৭৬৫৩৩.০০	৭৯৫০৬.০০
৬	মোট তহবিল (লক্ষ টাকা)	৪৬৬৮৩৯.০০	১৩২৩৪২.০০
৭	ক্রমপুঞ্জিত বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ) টাকা	৪০০০০০.০০	৫৪৭২০.০০
৮	ক্রমপুঞ্জিত ঋণের কিস্তি আদায় (লক্ষ) টাকা	২৫০০০০.০০	৬৯২৯.০০
৯	কিস্তি সুবিধা ফি (সেবামূল্য) আদায় (লক্ষ) টাকা	১৫০০০.০০	৪৮৩.০০
১০	গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়বর্ধক সংখ্যা খামারের সংখ্যা	৩২৫৭০০০	৩৫৭৮৫৫
১১	কর্মকর্তা,কর্মচারী ও উপকারভোগী সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন। (সংখ্যা)	৩৩২৬৬৯	৮৪৮৯৬
১২	উপকারভোগী সদস্যদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। (সংখ্যা)	১০৭৬৭০	৩০০৮৬
১৩	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ বিতরণ (লক্ষ) টাকা	২৪৫০০.০০	২৪৫০০.০০
১৪	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (এসএমই) ঋণ বিতরণ (জন)	২৪৫০০	৪৯০০০

২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কম্পোনেন্টওয়ারী প্রকল্পের লক্ষমাত্রা ও অর্জন ঃ

গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি ঃ (সংখ্যা)

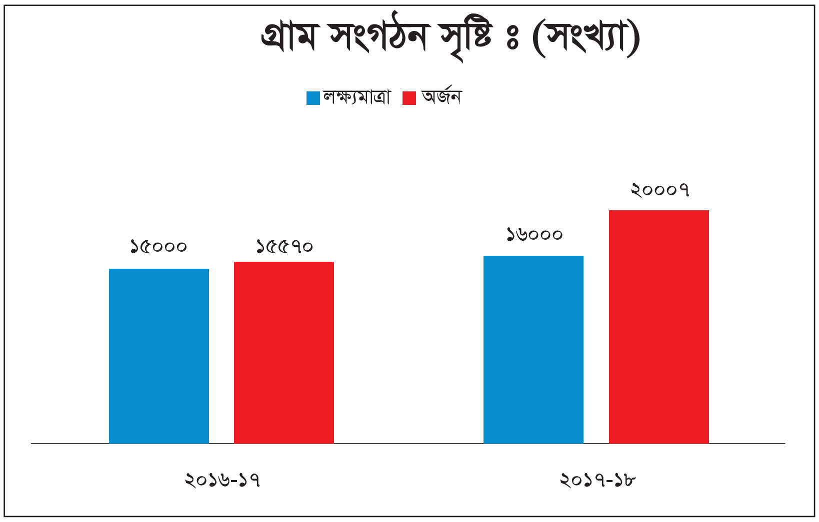

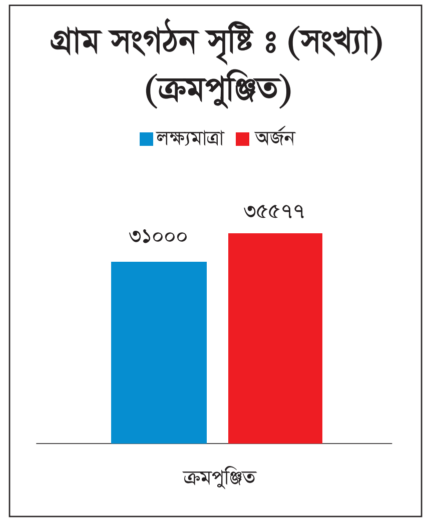

সদস্য অন্তর্ভুক্তি ঃ (সংখ্যা)

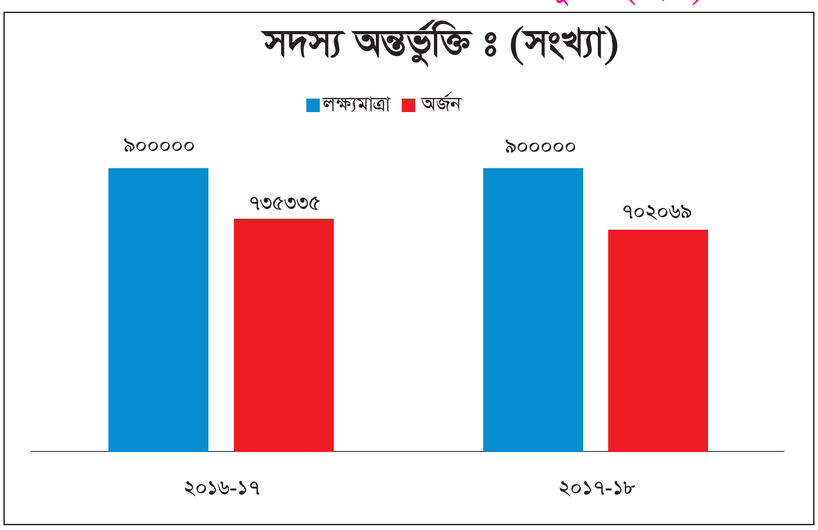

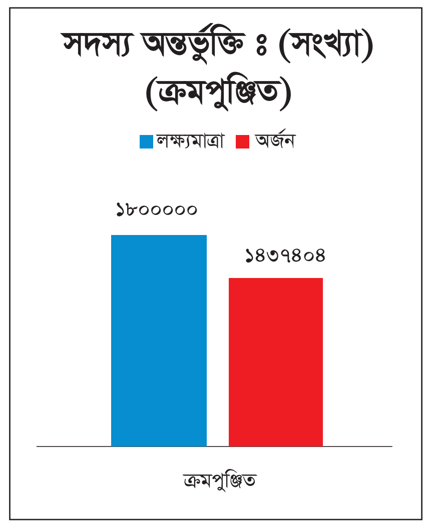

সদস্য সঞ্চয় জমা ঃ (লক্ষ টাকায়)

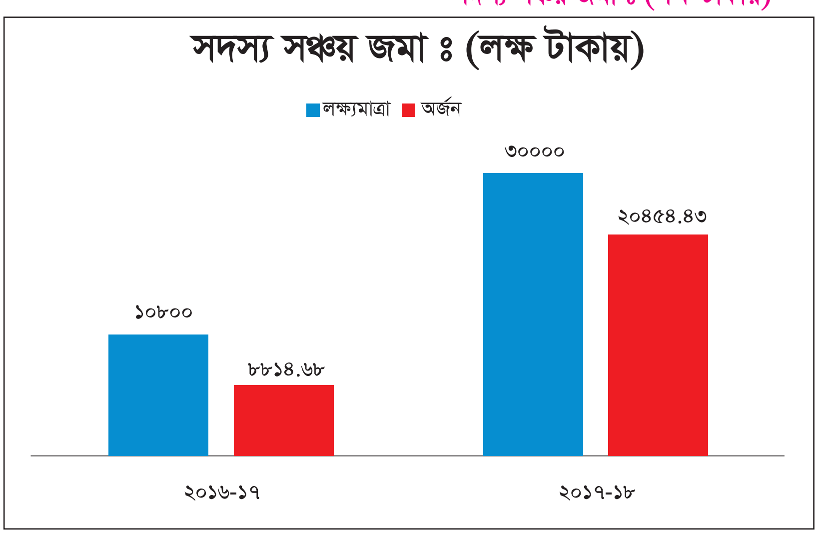

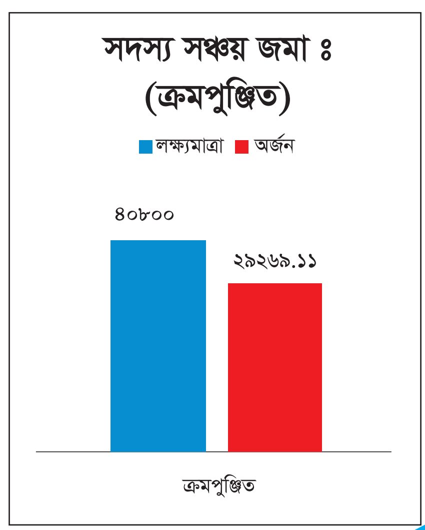

কল্যাণ অনুদান বিতরণঃ (লক্ষ টাকায়)

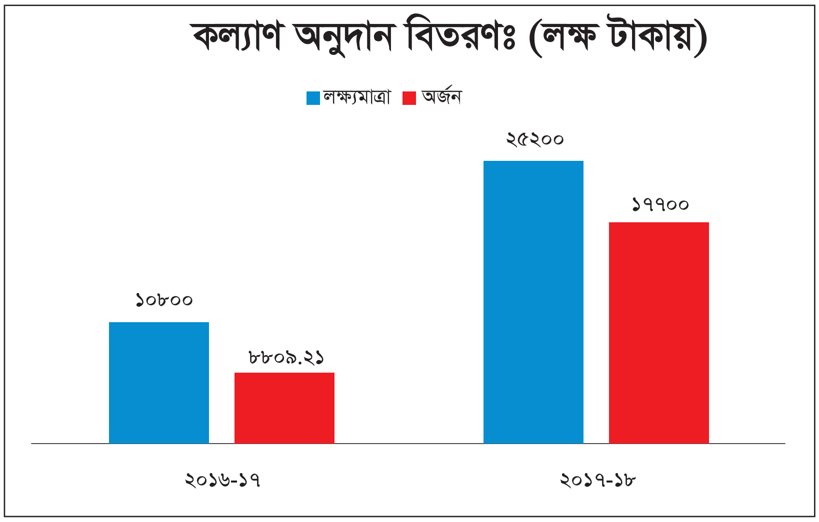

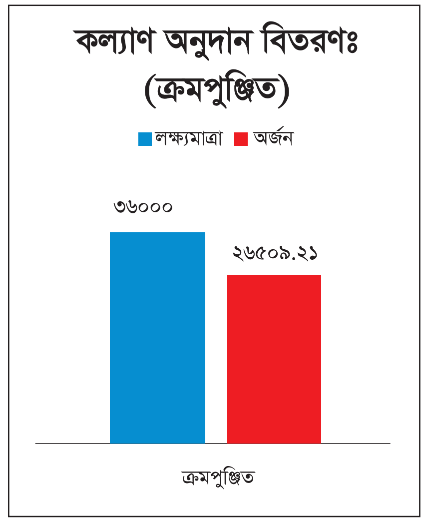

ঘূর্ণায়মান তহবিল বিতরণ ঃ (লক্ষ টাকায়)

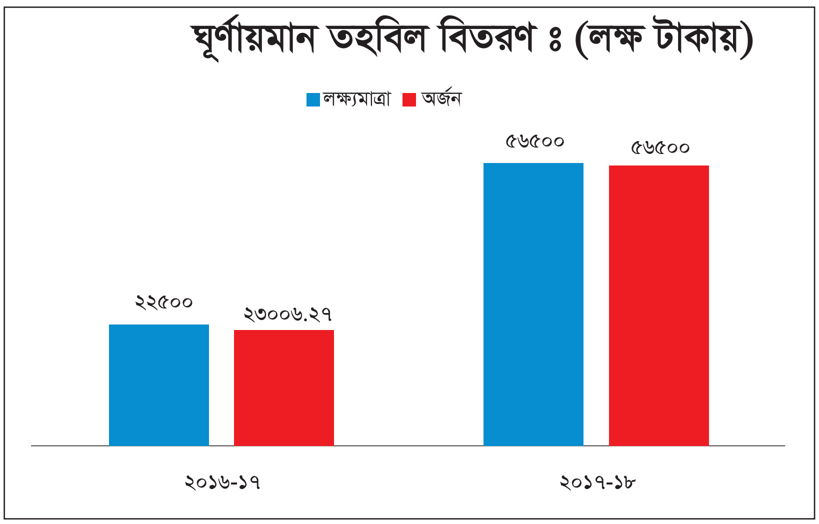

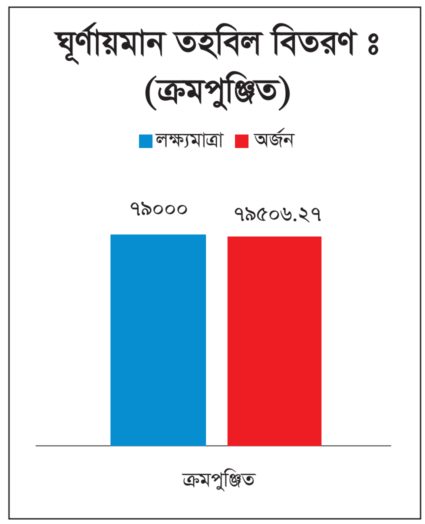

মোট তহবিল গঠন ঃ (লক্ষ টাকায়)

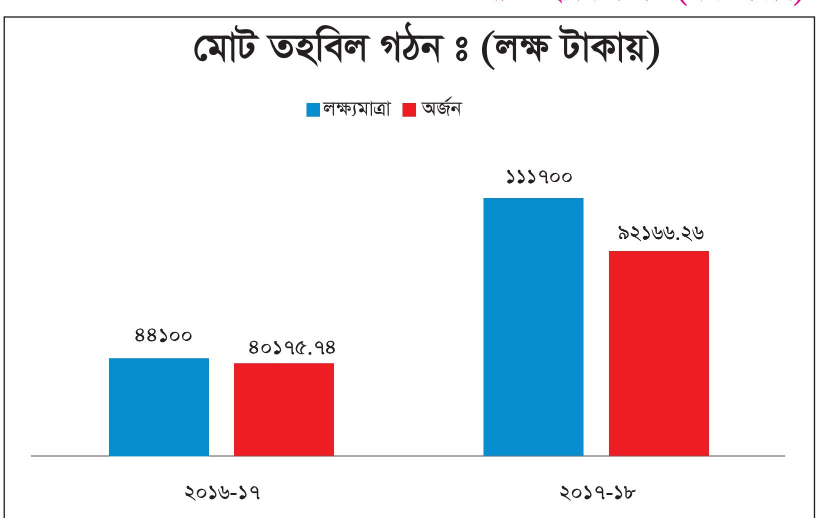

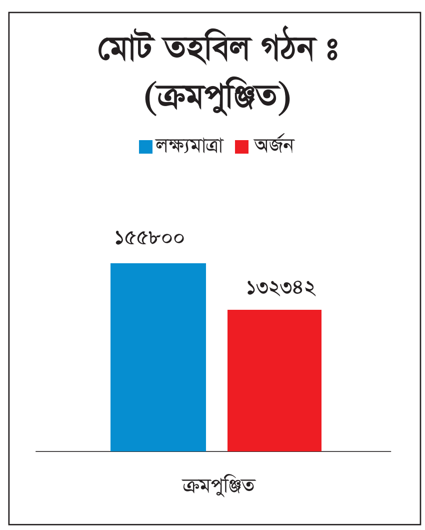

তহবিল হতে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ ঃ (লক্ষ টাকায়)

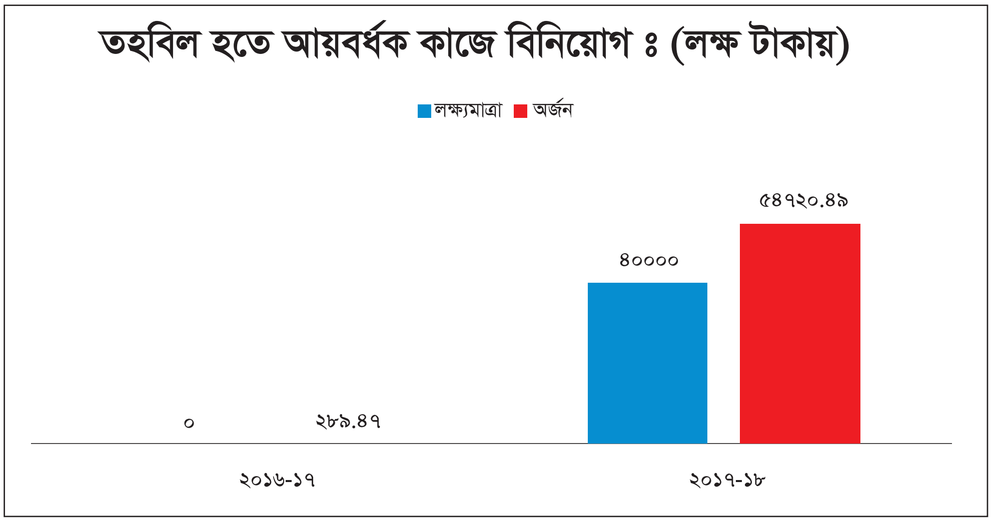

ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ (সংখ্যা)

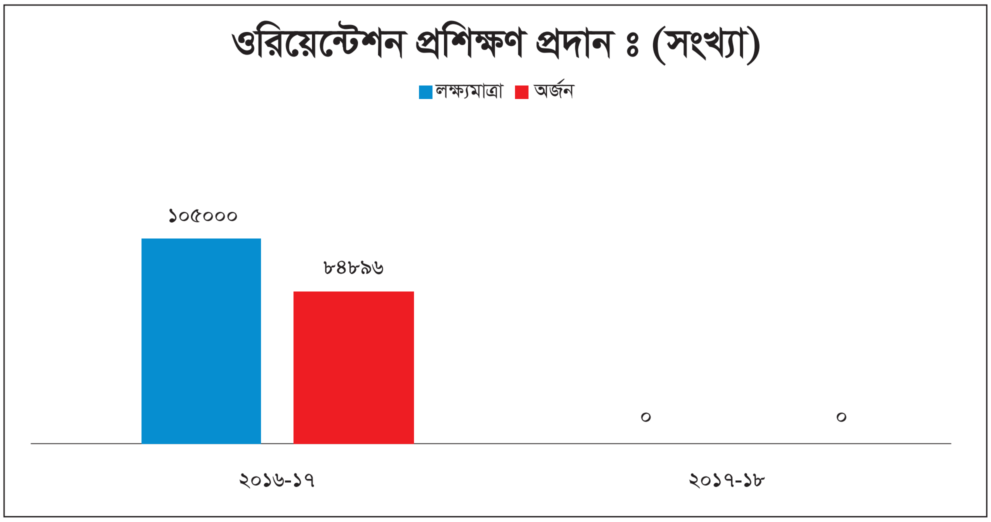

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ (সংখ্যা)

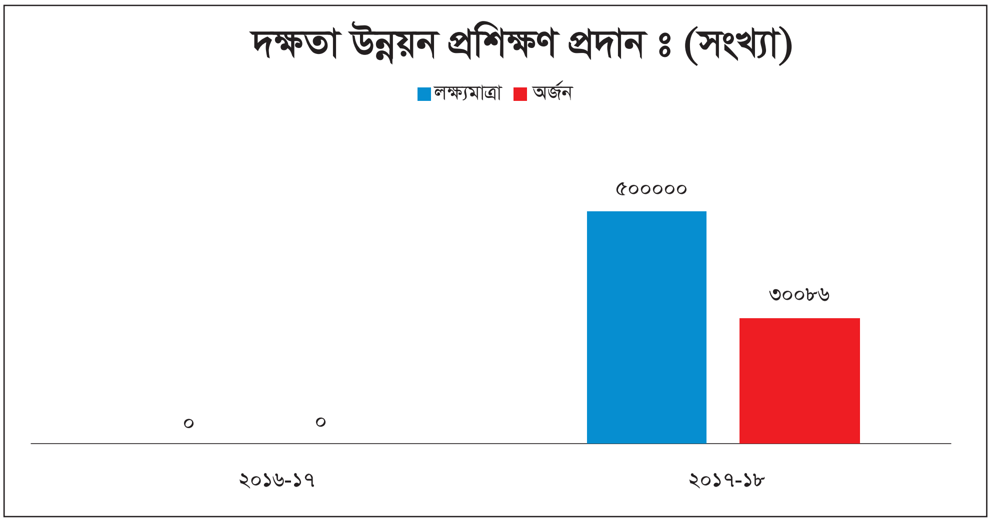

বিষয় ঃ বছরভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে বছরওয়ারী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত প্রকৃত ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

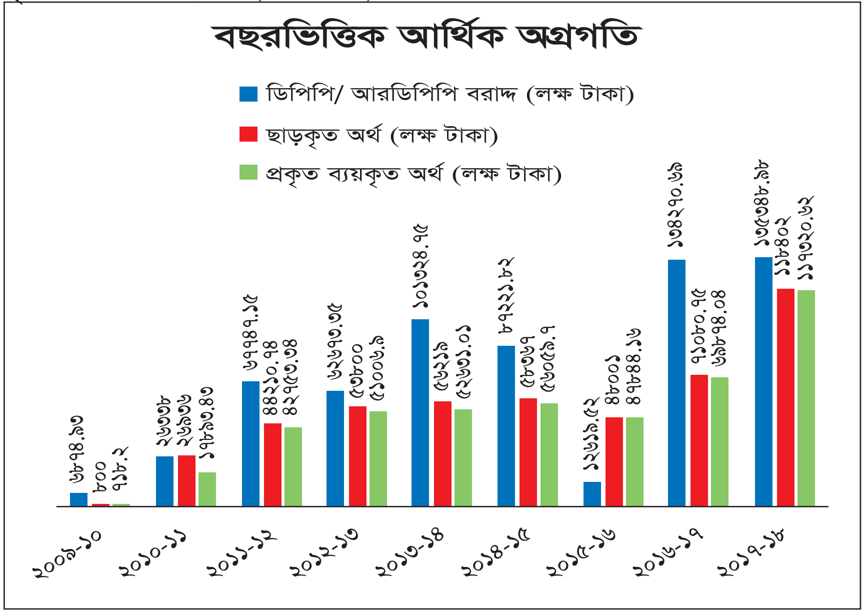

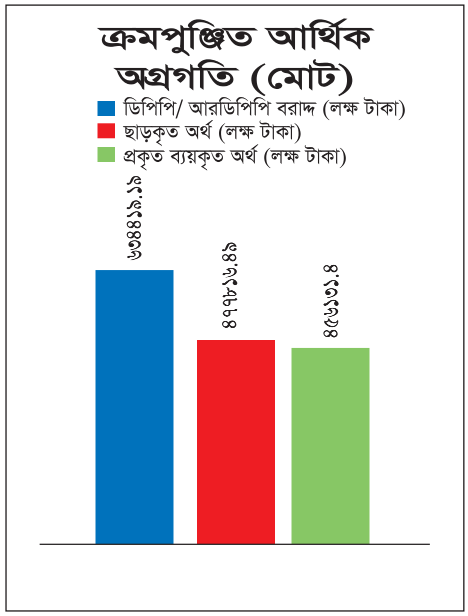

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে বরাদ্দের বিপরীতে ছাড়কৃত অর্থের খাতওয়ারী ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ (লক্ষ টাকায়)

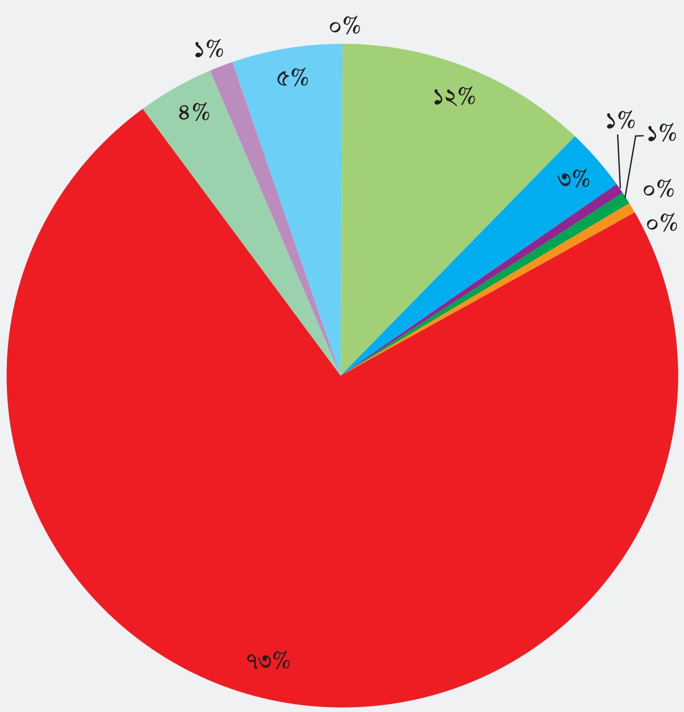

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ব্যয় ৭৬৫৮৮.৩৩ (১৬.৭৯%)

- (১) বেতন ভাতা ৫৫৩৫৫.১৯ (১২.১৪%)
- (২) সরবরাহ সেবা/সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় ১৪০২৬.৮৮(৩.০৮%)
- (৩) প্রকল্পের কর্মচারী প্রশিক্ষণ/সেমিনার বাবদ ব্যয় ২৪৯০.২১ (০.৫৫%)
- (৪) পূর্ত নির্মাণ ২৫২৪.৭৫ (০.৫৫%)
- (৫) ভ্রমণ ভাতা ২১৯১.৩০ (০.৪৮%)

সরাসরি উপকারভোগীদের জন্য ব্যয় ৩৭৯৫৪৩.০৭ (৮৩.২১%)

- (৬) কল্যাণ অনুদান/ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল ৩৩৩.১১৩.০৪ (৭৩.০৩%)
- (৭) সমিতির ম্যানেজার/সভাপতিগণের সম্মানী ১৬৭৫৮.৬৯ (৩.৬৭%)
- (৮) উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয় ৫১৭১.৩৪ (১.১৩%)
- (৯) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ ২৪৫০০.০০ (৫.৩৭%)

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রম

২০০৯ সাল হতে শুরু হওয়া এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে লক্ষ লক্ষ সদস্য গ্রাম সমিতির তহবিল হতে ঋণ নিয়ে পারিবারিক খামার স্থাপনে সফল হয়েছেন। তাঁরা আরো বেশী অর্থ বিনিয়োগের সক্ষমতা অর্জন করেছেন। কিন্তু গ্রাম সমিতির তহবিল অপ্রতুল। ৪০ হাজার টাকার বেশী ঋণ নেয়ার সুযোগ নেই। অথচ প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ সদস্য আরো অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী এবং সক্ষম হয়ে উঠেছেন। এ বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীতে এ বিষয়ক একটি কম্পোনেন্ট প্রকল্পভূক্ত করার নির্দেশনা দেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ নামে একটি কম্পোনেন্ট প্রকল্পে যুক্ত করা হয়। এ কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়নের জন্য ২৪৫ কোটি টাকা পাওয়া যায়। প্রতি উপজেলায় গড়ে ৫০-১০০ জন সফল খামারীকে ৫০ হাজার হতে ১.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ মাত্র ৫% কিস্তি সুবিধা ফি তে প্রদানের মাধ্যমে খামারীদের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ৬৯২০ জনকে এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মোট ১৯৯০২ জনকে ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ একটি নীতিমালা জারী করেছে। প্রকল্প হতে খামারী চিহ্নিত করে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংককে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। ব্যাংক অর্থ ছাড় করছে এবং ঋণ আদায়ের দায়িত্ব পালন করছে। যে সকল খামারী যথাসময়ে ঋণ ফেরত দিচ্ছেন তাঁরা এ তহবিল হতে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারছেন। এভাবে এখাতের অর্থ ঘূর্ণায়মানভাবে সফল সদস্যদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে লেয়ার মুরগী পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার ফুলানিরছিট আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য জনাব মোঃ লিটন মিয়া।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা করে স্বাবলম্বী হয়েছেন বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার বাকাল আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য জনাব মোঃ মাহাবুব আলম।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন বরিশাল জেলার আগৈলঝড়া উপজেলার জবসেন আমার বাড়ি আমার সমিতির সদস্য মোসাম্মৎ ইয়াসমিন বেগম।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে গবাদিপশু পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার কাজুলিয়া উত্তরপাড়া আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য মোসাম্মৎ আফরো বেগম।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক হতে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে ভুট্টা চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার কান্ডপাশা আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য জনাব মোঃ সাদ্দাম হোসেন।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে কোয়েল পাখি পুষে স্বাবলম্বী হয়েছেন ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুণ্ডু উপজেলার তাহেরহুদা গোপিনাথপুর আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য জনাব মোঃ হাসেম আলী।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে গবাদিপুশু পালন করে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছেন ঝালকাঠি জেলার সদর উপজেলার তেরআনা রামচন্দ্রপুর আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ নিয়ে সবজি চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার সাড়িকালিনগর আমার বাড়ি আমার খামার সমিতিরি সদস্য মোসাম্মৎ জোৎস্না বেগম।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে মৎস্য হ্যাচারীর মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার নিত্তিপাড়া আমার বাড়ি আমার খামার সমিতিরি সদস্য মোসাম্মৎ ইয়াসমিন জাহান।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলার কেউন্দিয়া আমার বাড়ি আমার খামার সমিতিরি সদস্য জনাব মোঃ জাহিদুল আলম।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ নিয়ে হাঁস পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার নাজিরদিঘী আমার বাড়ি আমার খামার সমিতিরি সদস্য জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার শিহুরী আমার বাড়ি আমার খামার সমিতিরি সদস্য জনাব মোঃ তয়ছন আলী।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে ব্রয়লার মুরগী পালন করে তা বিক্রির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার বটেশ্বর আমার বাড়ি আমার খামার সমিতিরি সদস্য জনাব মোঃ উকিল মিয়া।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ গ্রহণ করে গবাদিপশু পালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার ভিকনেরপাড়া আমার বাড়ি আমার খামার সমিতিরি সদস্য জনাব মোঃ সবুজ মিয়া বেপারী।

প্রকল্পভূক্ত উপকারভোগী সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো প্রতি গ্রাম সমিতি হতে ৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন কৃষিজ ট্রেডে আয়বর্ধক কাজে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা। যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান নিজে খামার সৃজনে প্রয়োগের পাশাপাশি অন্য সদস্যদের মধ্যে তা বিতরণ করতে পারেন। এজন্য ২য় সংশোধিত মেয়াদকাল পর্যন্ত (৩০ জুন ২০১৬) উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা রিসোর্স টীমের মাধ্যমে ৩-৫ দিনের অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। কিন্ত দেখা যায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনাবাসিক হওয়ায় প্রশিক্ষণার্থী সদস্যগণ নিয়মিত ক্লাসে আসেন না, অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ প্রশিক্ষক পাওয়া যায় না বা ঢাকা হতে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হয় না। এসকল কারণে ফলপ্রসূভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হচ্ছিল না। তাই এ বিষয়গুলি বিবেচনা করে ৩য় সংশোধিত মেয়াদে উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আবাসিক ব্যবস্থায় প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে নিম্নোক্ত ৫৭ টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে উপকারভোগী সদস্যদের ৩-৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে ঃ-

০১। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা
০২। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
০৩। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, সিলেট
০৪। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ একাডেমী, গোপালগঞ্জ
০৫। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া
০৬। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নরসিংদী
০৭। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মুক্তাগাছা
০৮। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার
০৯। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, রংপুর
১০। শের-ই-বাংলা আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, বরিশাল
১১। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, ফেণী
১২। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর
১৩। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, খুলনা
১৪। আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট, নওগাঁ
১৫। গ্রীন ফার্মিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: মুশুন্দি, ধনবাড়ি, টাঙ্গাইল
১৬। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বান্দরবান
১৭। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঝালকাঠী
১৮। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৯। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোর
২০। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ
২১। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শেরপুর
২২। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজার
২৩। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওগাঁ
২৪। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পাবনা
২৫। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ
২৬। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা
২৭। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি
২৮। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুন্সিগঞ্জ
২৯। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পিরোজপুর
৩০। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সুনামগঞ্জ
৩১। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার
৩২। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ
৩৩। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া
৩৪। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জয়পুরহাট
৩৫। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
৩৬। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর
৩৭। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট
৩৮। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুর
৩৯। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ
৪০। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঠাকুরগাঁও
৪১। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
৪২। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌলভীবাজার
৪৩। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাগুরা
৪৪। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা
৪৫। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরগুনা
৪৬। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর
৪৭। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নোয়াখালী
৪৮। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি
৪৯। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাদারীপুর
৫০। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, হবিগঞ্জ
৫১। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমনিরহাট
৫২। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পঞ্চগড়
৫৩। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নেত্রকোণা
৫৪। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চুয়াডাঙ্গা
৫৫। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল
৫৬। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চাঁদপুর
৫৭। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কুমিল্লা

বর্তমানে আবাসিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদানের কারণে উদ্যোগ ফলপসূ হচ্ছে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে স্ব স্ব বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সদস্যদের আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণগুলি নিম্নরূপ ঃ

০১ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রশিক্ষণ

০২ উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ

০৩ ছাগল ও ভেড়া পালন প্রশিক্ষণ

০৪ নার্সারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

০৫ আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন প্রশিক্ষণ

০৬ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাভী পালন প্রশিক্ষণ

০৭ উচ্চ ফলনশীল সব্জী বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

০৮ আধুনিক পদ্ধতিতে ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক প্রণীত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রশিক্ষণ প্রদানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ম্যানুয়ালগুলি প্রকল্পের ওয়েবসাইটে ই-বুক কর্ণারে প্রকাশ করা হয়েছে। যে কেউ অনলাইনে এ ম্যানুয়ালগুলি সহজেই পাঠ করতে পারেন। এ ছাড়া উপকারভোগী সদস্যদের জন্য ১৫ টি বিষয়ে অনলাইনে/টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইন প্রশিক্ষণ কনটেন্ট তৈরীর জন্য A2I প্রকল্পকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করা সম্ভব হবে।

নিচে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থী সদস্যদের কিছু চিত্র তুলে ধরা হলো।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে
"আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
মেয়াদ ঃ ০৩ দিন (২৭-২৯ অক্টোবর ২০১৮)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডিএ], বগুড়া।

আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে
"আধুনিক পদ্ধতিতে শাক সবজি চাষ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (ব্যাচ নং-৩২)
মেয়াদ ঃ ০৩ দিন (২০ - ২২ নভেম্বর ২০১৮)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডিএ], বগুড়া।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে
"আধুনিক পদ্ধতিতে নার্সারী ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডিএ], বগুড়া।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে
"আধুনিক পদ্ধতিতে শাক সবজি চাষ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (ব্যাচ নং- ৮৭)
মেয়াদ ঃ ০৩ দিন (০২ - ০৪ মার্চ ২০১৯)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডিএ], বগুড়া।

ছাগল ও ভেড়া পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাঃ

সরকারের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পরিচালনা করে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আবুল বারাকাতের হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্স সেন্টার (এইচডিআরসি) এ সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং জুন, ২০১৭ মাসে প্রতিবেদন জমা দেয়। দৈবচয়নের ভিত্তিতে দেশের ৮টি বিভাগের ১৬টি জেলার ৩২টি ইউনিয়নের ৩২টি গ্রাম সমিতিতে এ সমীক্ষা চালানো হয়। যদিও তৎকালীন ৪০২১৬টি সমিতির বিপরীতে মাত্র ৩২টি সমিতির তথ্য নিয়ে পরিচালিত এ সমীক্ষায় প্রকল্পের প্রকৃত চিত্র অনুধাবন করা কঠিন। তবুও এইচডিআরসি কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষার কিছু অংশ সংক্ষিপ্তভাবে নীচে দেয়া হলোঃ

অধ্যায়-৫, উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রকল্পের প্রভাবঃ

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প অন্তত দশটি কম্পোনেন্ট (এবং সংশ্লিষ্ট সাব-কম্পোনেন্টসহ)নিয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক খানাগুলোকে উৎপাদনমুখী খামারে পরিণত করার চেষ্টায় ব্রত। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা ইন্টারভেনশনের গুণ-মানে প্রভাব ফেললেও, এটিই প্রত্যাশিত যে প্রকল্পটি উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ইতিবাচক অবদান রাখবে, সে যে মাত্রায়ই হোক না কেন। চলতি অধ্যায়ে উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রকল্পের প্রভাব, গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রভাব-গুণগত বিশ্লেষণ

ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারী খানার সদস্যের মতানুযায়ী খানার সদস্যদের জীবন জীবিকা এবং গ্রামীণ জীবন জীবিকার উপর আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের শীর্ষ পাঁচ (৫) টি প্রভাব হচ্ছে; জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি হ্রাস এবং আয় বৃদ্ধি। এছাড়াও তারা আরো আঠারটি (১৮ – প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন; যেমনঃ ঋণে অভিগম্যতা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার, স্বাবলম্বিতা অর্জন, সঞ্চয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সচ্ছলতা বৃদ্ধি, সচেনতা বৃদ্ধি, আস্থা সৃষ্টি, একতা প্রতিষ্ঠা, মানসিক উন্নতি, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, পুঁজি গঠন, এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

প্রকল্পের কর্মকর্তারা শীর্ষ পাঁচ (৫) প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন শিক্ষার মানোন্নয়ন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি এবং আয়বর্ধণমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি-কে। এছাড়াও তারা আরো ষোলোটি (১৬) প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন; যেগুলো হলোঃ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সঞ্চয় বৃদ্ধি আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাবলম্বিতা অর্জন, মানব উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সচ্ছলতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসায় আগ্রহ বৃদ্ধি, সচেতনাতা বৃদ্ধি, পুঁজি গঠন, সক্ষমতা বৃদ্ধি, অভিগম্যতা বৃদ্ধি,খাদ্য ঘাটতি হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং একতা প্রতিষ্ঠা।

দুই ধরনের বিশ্লেষকই তিনটি প্রভাবকে প্রকল্পের শীর্ষ পাঁচ প্রভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন; শিক্ষার মানন্নোয়ন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এছাড়া আরও চারটি প্রভাবকে তিন পক্ষের কেউ না কেউ নিজেদের শীর্ষ পাঁচ প্রভাবের তালিকায় রেখেছেন; যেগুলো হলোঃ খাদ্য ঘাটতি হ্রাস, আয় বৃদ্ধি, সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি এবং আয়বর্ধণমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি শিক্ষার মানোন্নয়নের সাথে মানব পুঁজি গঠনের সম্পর্ক সরাসরি; আবার মানব পূঁজির সাথে কৃষি উন্নয়ন, খামার বহির্ভূত খাত-যে সকল ক্ষেত্রে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের দৃশ্যমান ভূমিকাসহ প্রভৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে (রেখাচিত্র ৫.১)।

রেখাচিত্র ৫.১ঃ কৃষি উন্নয়ন, খামার বহির্ভূত খাত এবং মানব পুঁজির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক।

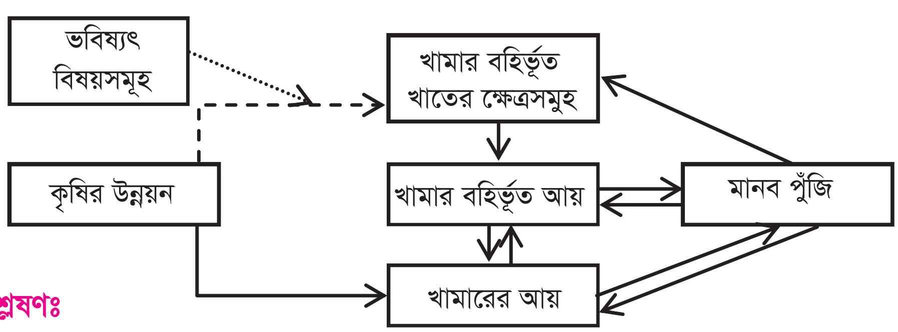

৫.৩ প্রকল্পের প্রভাব- পরিমাণগত বিশ্লেষণঃ

প্রকল্পে যোগদানের পরে খানার জমির মালিকানার অবস্থাঃ

প্রকল্পে যোগদানের পরে ৩১ শতাংশ উপকারভোগীর খানার জমির মালিকানা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী উপকারভোগী (৬৬.৭%) খানা বলেছেন যে তাদের খানার জমির মালিকানা অপরিবর্তিত রয়েছে এবং প্রায় অনুল্লেখ্য একটি অংশের (১.৯%) মতে এটি হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৫.১: প্রকল্পে যোগদানের পরে খানার জমির মালিকানার অবস্থা সম্বন্ধে উপকারভোগীদের মতামত (%)

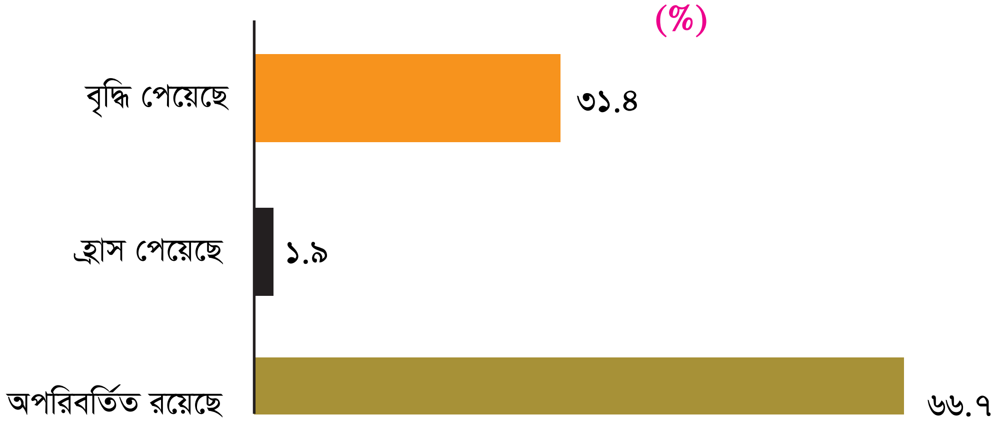

প্রকল্পে যোগদানের পর উপকারভোগীদর আয়ের অবস্থাঃ

উপকারভোগীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে যে প্রকল্পে যোগদানের পরে তাদের আয়ের কোন পরিবর্তন হয়েছে কী না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ৭৪ শতাংশের বেশি উপকারভোগী বলেছেন যে প্রকল্পে যোগদানের পরে তাদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, শতকরা ২৪ ভাগ উপকারভোগীর মতে তাদের আয়ের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। প্রায় অনুল্লেখ্য একটি অংশের(১.৯%) মতে তাদের আয় হ্রাস পেয়েছে।

চিত্র ৫.২ প্রকল্পে যোগদানের পরে উপকারভোগীর আয়ের অবস্থা (%)

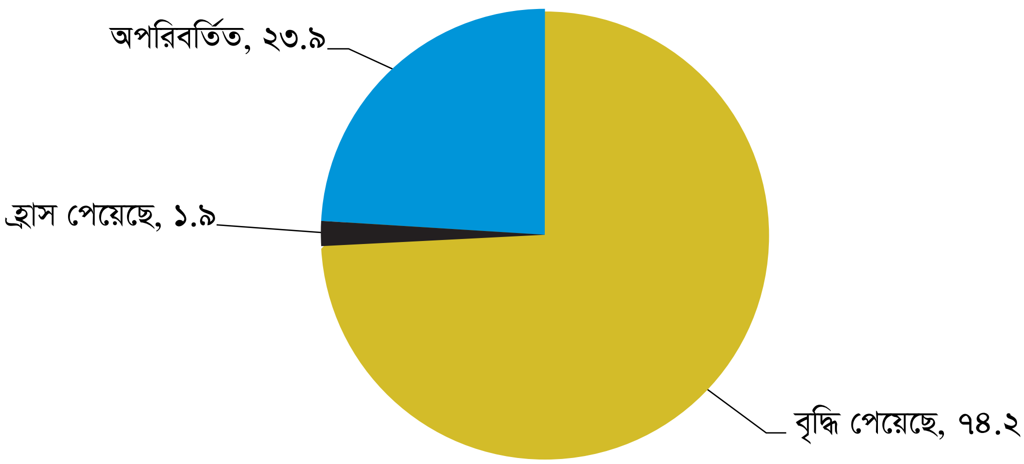

উপকারভোগী পরিবারসমূহের খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থাঃ

প্রকল্পে যোগদানের পর বেশির ভাগ উপকারভোগীর আয় বৃদ্ধি তাদের খানার খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। উপকারভোগীদের সাথে যখন খানার খাদ্য নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়, তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে তাদের খানায় গত ১ বছরের চাহিদার তুলনায় কোন মাসে কোন খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছিল কী না। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উপকারভোগীর মতে তাদের খানায় গত ১ বছরে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়নি।

চিত্র ৫.৩ খানায় খাদ্য ঘাটতির হার

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রভাবে খানাগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি বা খাদ্য ঘাটতি হ্রাস মূলত: অর্থায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তার মধ্যকার প্রতিষ্ঠিত যোগসূত্রকেই তুলে ধরে। যা রেখাচিত্র ৫.২-এ দেখানো হল।

রেখাচিত্র ৫.২: অর্থায়ন ও খাদ্য নিরাপত্তা

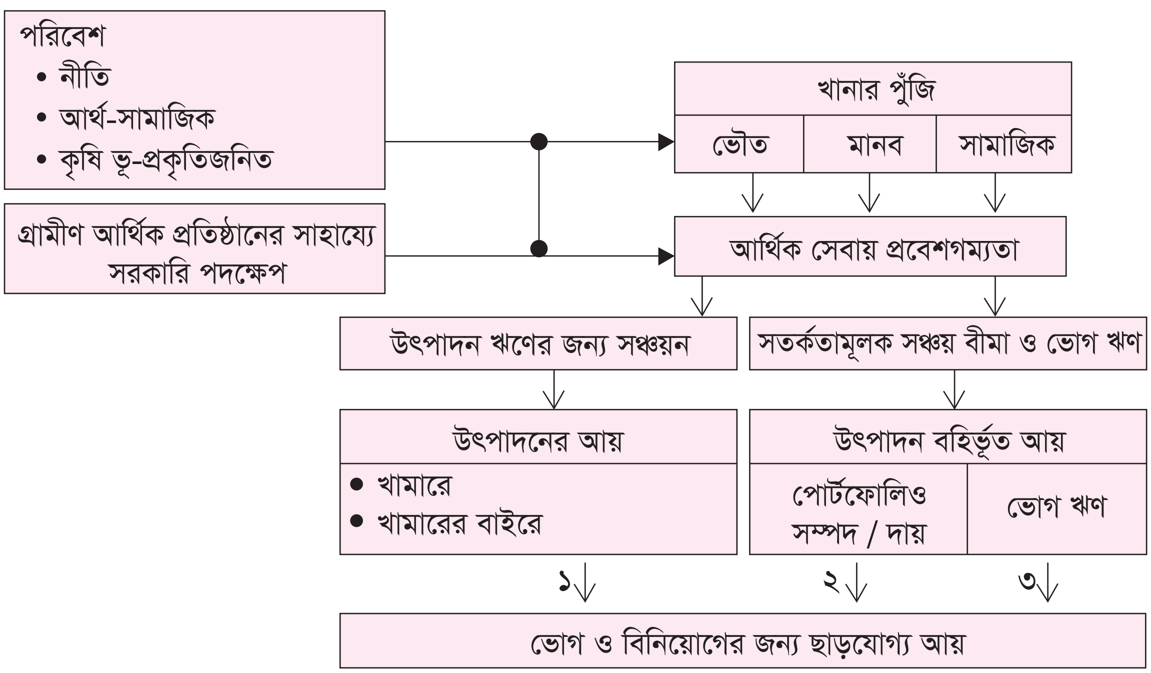

উৎস: জেলার ও অন্যান্য (১৯৯৭) থেকে অভিযোজিত

যে সমস্ত উপকারভোগী তাদের খানায় গত ১ বছরে খাদ্য ঘাটতির কথা উল্লেখ করেছেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে প্রকল্পে যোগদানের পরে খাদ্য ঘাটতি পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন হয়েছিল কী না। দেখা যায় যে, এ বিষয়ে উপকারভোগীদের মতামত প্রায় সমানুপাতিক। যেমন: এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি উপকারভোগীর মতে খাদ্য ঘাটতির অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যদিকে, ৪০ শতাংশের মতে এই অবস্থা হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মতে (২৭.০) খাদ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপসংহার ঃ প্রকল্পে যোগদানের পর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে; কম-বেশি সমজাতীয় খানা হওয়ায় যারা আগে যোগদান করেছে তাদের উন্নয়ন ঘটেছে তুলনামূলকভাবে বেশি; তবে কাঙ্খিত উন্নয়ন অর্জন এখনো অনেক দূর। প্রকল্পের শীর্ষ দশ সফলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়েছে:

প্রকল্পের শীর্ষ দশ সফলতা ঃ	প্রকল্পের শীর্ষ দশ দুর্বলতা ঃ
১. নিজস্ব তহবিল/পুঁজি গঠন ২. অল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা ৩. ঋণ পরিশোধে শিথিল সময়সীমা ৪. দারিদ্র্য বিমোচন ৫. নারীর ক্ষমতায়ন ৬. দক্ষ জনশক্তি ৭. উৎসাহ বোনাস ৮. ঘূর্ণায়মান তহবিল ৯. উঠান বৈঠক ১০. কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১. কম পরিমাণ ঋণ ২. ঋণ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ৩. জনবলের সংকট ৪. ঋণের সীমাবদ্ধতা ৫. প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা ৬. ঋণ ও সঞ্চয়ের টাকার মধ্যে সমন্বয় না থাকা ৭. কর্মচারীদের চাকুরির অনিশ্চয়তা ৮. স্থানীয় এলিট গোষ্ঠীর প্রভাব ৯. সদস্য নির্বাচনে দুর্বলতা ১০. কর্মীদের আন্তরিকতার অভাব
প্রকল্পের শীর্ষ দশ সুযোগ ঃ	**প্রকল্পের শীর্ষ দশ ঝুঁকি ঃ**
১. দারিদ্র্য বিমোচন ২. সঞ্চয় বৃদ্ধি ৩. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৪. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৫. জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ৬. স্বাবলম্বিতা অর্জন ৭. নারীর ক্ষমতায়ন ৮. যৌথ খামার ব্যবস্থা ৯. সচেতনতা বৃদ্ধি ১০. ব্যাংকের অংশীদারিত্ব পাওয়া	১. প্রকল্পের ধারাবাহিকতা বজায় না থাকার আশংকা ২. কর্মীদের স্থায়ীকরণ ৩. সামাজিক বিরুপ প্রভাব ৪. ঋণ খেলাপী বৃদ্ধি ৫. প্রকল্প কর্মকর্তাদের কথায় ও কাজে অমিল ৬. সদস্য নির্বাচনে দুর্বলতা ৭. প্রশাসনিক অব্যবস্থা ৮. একতা বজায় না রাখা ৯. ঋণের মান বজায় না রাখা ১০. ঘন ঘন নীতিমালার পরিবর্তন

অধ্যায় ৮: সুপারিশমালা ঃ

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনে প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক 'সবলতা-দুর্বলতা-সুযোগ-ঝুঁকি' বিশ্লেষণ শেষে সমীক্ষক দল সর্বমোট ৩৭টি সুপারিশ (একক এবং যৌথ মিলিয়ে) প্রদান করেছে যাতে প্রকল্পটি কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সংক্রান্ত

১. কম সক্রিয় সমিতিগুলোর কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করতে হবে; প্রয়োজনে সমিতিতে নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

২. কম্যুনিটির অংশ গ্রহণে, প্রকল্পের নুন্যতম সহায়তায় সমিতির নির্দিষ্ট 'কেন্দ্র ঘর' তৈরী করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. সমিতির সাথে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন করে সদস্যদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. একজন মাঠ সহকারী যেন তার আওতাধীন সমিতিগুলোকে নিবিড়ভাবে পরীবিক্ষণ করতে পারে, সেজন্য তাকে যথাযথ 'ইকুইপ' (যথেষ্ট প্রশিক্ষণ,সময়,লজিষ্টিক সহায়তা প্রভৃতি) করতে হবে।

৫. সমিতিকে স্থানীয় এলিটগোষ্ঠীর প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সমিতির সদস্য সংক্রান্ত

১. বিদ্যমান নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন নিশ্চিত করা প্রয়োজন; এলাকায় প্রকল্পের আওতা বহির্ভূত আরও দরিদ্য জন থাকলে তাদের প্রকল্প কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

২. নিয়মিত উঠান বৈঠক করা এবং সংশ্লিষ্ট সবার উপস্থিতি নিশ্চিত করা জরুরী।

৩. যে সকল সদস্য এখনো প্রশিক্ষণ পায়নি তাদের প্রয়োজনানুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে আয়বর্ধণমূলক কাজে সহযোগীতা করা এবং তা তদারকির

ব্যবস্থা করা । প্রশিক্ষণের জন্য সঠিক লোক নির্বাচন করা দরকার।

৪. সদস্যদের সঞ্চয় দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে হবে; পাশবইতে সকল তথ্য আপডেট রাখা উচিত।

৫. সমিতির সদস্যরা যে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর যোগ্য, তাদেরকে সেগুলোর আওতাধীন করা। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রদেয় সহায়তা প্রান্তিক পর্যায়ে বিতরণে প্রকল্পে সৃজিত সুযোগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. মৃত ব্যক্তির জন্য বীমার ব্যবস্থা করা এবং তার ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রকল্পের কর্মী সংক্রান্ত

১. প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মঘন্টাকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের নিমিত্ত সকলের কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে, তা অর্জনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। এজন্য বিশেষতঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা উচিত।

২. কর্মীদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য টিএ,ডিএ প্রদান করতে হবে। মাঠ সহকারীদের বাইসাইকেলের মাধ্যমে সকল কার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়না; এই সমস্যার সমাধান করা দরকার। কর্মীদের জিনিসপত্র বহন এবং হিসাব-নিকাশ তারিখ ভিত্তিক সংগ্রহের জন্য ব্যাগ ও ডায়েরী দেওয়া প্রয়োজন।

৩. ইউনিয়ন ভিত্তিক অফিস তৈরির ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন করা জরুরী।

৪. সরকারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রকল্পের ঋণ সংক্রান্ত

১. ঋণের আকার বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে সদস্যগণ তাদের সমিতির তহবিল হতে সর্বোচ্চ ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত ৮% সার্ভিস চার্জে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। এ ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং সার্ভেস চার্জ ৫% এ নামিয়ে আনা যেতে পারে।

২. ঋণের দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনে সম্ভাব্য সব রকম পদক্ষেপ নিতে হবে। আবেদন করার সাত দিনের মধ্যে ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা করা উচিত। নিয়মিত মাসিক পরিবীক্ষণের মাধ্যমে যেসকল উপজেলায় ঋণ বিতরণে সাত দিনের বেশী সময় লাগছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এক্ষেত্রে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে, অল্প সময়ে ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. বরাদ্ধকৃত ঋণ তুলতে গিয়ে উপকারভোগীদের যে সময় ও অর্থের অপচয় হয় তা সর্বনিম্ন মাত্রায় নামিয়ে আনার জন্য প্রকল্পের ইউনিয়ন ও উপজেলা কর্মকর্তাদের আরো সক্রিয় হতে হবে।

৪. ঋণের সঠিক ব্যবহার এবং আয়বর্ধণমূলক কর্মকাণ্ড করছে কিনা তার নিয়মিত নিবিড় পরিবীক্ষণ করা জরুরী। ঠিক তেমনিভাবে সঞ্চয়ের লভ্যাংশ এবং নিজস্ব জমাকৃত টাকার কিছু অংশ যে কোন সময় সদস্যরা যেন বিনা সুদে তুলতে পারে সেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. একজন ঋণ খেলাপী অন্য আরেকজন সদস্যের ঋণ প্রাপ্তিতে সমস্যা তৈরী করে; তাই ঋণ খেলাপী যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঋণ খেলাপীদের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর (যেমন-পুলিশ) কর্মকর্তাদের ব্যবহার করা উচিত না।

৬. উৎসাহ বোনাস ও ঘূর্ণায়মান তহবিল খাতা কলমে না রেখে বাস্তব সদস্যদের হাতে দিয়ে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৭. ইতোমধ্যে যারা গরু ও টিন পেয়েছে তাদেরও ঋণের আওতায় আনা যেতে পারে।

ই-মার্কেটিং এবং মোবাইল ব্যাংকিং সংক্রান্ত

১. ই-মার্কেটিং-এর উপযোগীতা সম্পর্কে সদস্যদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে; যুব উদ্যোক্তাদের এ বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

২. প্রতিটি উপজেলায় একটি মডেল ই- মার্কেটিং-এর উদাহরন তৈরী করা,যাতে তার প্রদর্শন প্রভাবে অন্যান্যরাও উৎসাহিত হয়।

৩. অনলাইন ব্যাংকিং ত্রুটিমুক্ত রাখা এবং তা সদস্যদের ব্যবহারের উপযোগী করে তৈরী করা যাতে সদস্যরা যে কোন সময় নিজেদের তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে অবগত এবং তা সম্পাদনা করতে পারে।

৪. প্রকল্পের আওতায় সৃজিত আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন প্রয়োজন বিবেচনায় এ সেবা সম্প্রসারণ ও জনগনের আরও কাছাকাছি নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

প্রশাসন সংক্রান্ত

১. ঘন ঘন নিয়ম-নীতি পরিবর্তন না করা এবং প্রকল্পের নীতি সম্পর্কে উপকারভোগী সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেওয়া উচিত।

২. প্রকল্পের হেড অফিস থেকে বাস্তবসম্মত টার্গেট দেওয়া।

৩. উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরসমূহ যেন প্রকল্পের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে সে লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় পর্যায় হতে মাঠ পর্যায়ে স্ব স্ব বিভাগে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে।

৪. স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের মবিলাইজ করা যাতে তারা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে।

এক্সিট প্ল্যান সংক্রান্ত

১. নিয়মিত নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে দুর্বল সমিতিগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ ইন্টারভেনশনের আওতায় এনে নির্দিষ্ট মাত্রায় সবল করার পরই কেবল তাদের ক্ষেত্রে এক্সিট প্ল্যান বাস্তবায়ন করা উচিত যাতে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের আওতায় চলে যাওয়ার পরে তারা মুখ থুবরে না পড়ে।

২. যে কোন সমিতির ব্যাংকের আওতায় চলে যাওয়ার অন্তত: ১ বছর আগে গণ-শুনানীর আয়োজন করা যেতে পারে যেখানে সমিতির সদস্য ও প্রকল্পের মাঠ-পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অন্তবর্তীকালীন জরুরী কর্ম পরিকল্পনা করতে পারে; যে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সমিতির পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের আওতায় চলে যাওয়ার পরেও তাদের গতিশীল পথ-চলা নিশ্চিত করবে।

অন্যান্য

১. খাস জমি, জলা যেন দরিদ্ররা যৌথভাবে ব্যবহার করতে পারে সে জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

২. ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি দল গঠন করে যৌথ উদ্যোগেও আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তহবিলের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে। এ প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগেও আয়বর্ধক কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. সমবায়ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪. প্রকল্পের দারিদ্র্য বিমোচন মডেল, সাফল্যসমূহ অধিকতর জনসম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এ কার্যক্রমকে প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মাননীয় সংসদ সদস্য, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে একটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের আন্দোলনে রূপদান করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. বর্তমানে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বগুলো অনেকক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে কার্যক্রমে দ্বৈততা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে বিলম্ব ও সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার জন্য একটি কমন প্লাটফরম হতে দারিদ্র্য বিমোচনের সকল কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমার বাড়ি আমার খামার মডেল বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে।

প্রকল্পের কয়েকজন উপকারভোগীর সাফল্যকাহিনী

রেনু ডাকুয়া এখন স্বাবলম্বী

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম দাড়িয়ারকুল। এ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা রেনু ডাকুয়া; স্বামী উপানন্দ ডাকুয়া বয়সের ভারে কর্মক্ষমহীন হয়ে পড়লেও রেনু এখনও সংসারের হাল ছাড়েননি। ২ ছেলে এক মেয়ে বিয়ে দিয়ে সকল দায়িত্বের অবসান ঘটালেও জীবন জীবিকার দায়িত্ব থেকে ছুটি মেলেনি আজও। বাড়ীর পাশে পুকুরে মাছ চাষ আর মোরগ-মুরগি পালনের ব্যস্ততার মধ্য দিয়েই দিন কেটে যায় রেনুর। ১৪/১৫ বছর বয়সে একই জেলাধীন এই গ্রামে উপানন্দের সাথে তার বিয়ে হয়। গ্রামের মধ্যেই অবস্থিত বিল এবং গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়কে অবলম্বন করে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছেন স্বামী উপানন্দ। ২০১০ সালে দাড়িয়ারকুল গ্রামে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের শুরু থেকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট তিনি। প্রকল্পের নিয়ম মোতাবেক ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা করে সরকারি সহায়তায় গঠিত স্থায়ী তহবিল থেকে প্রথম দফায় ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি বকনা গরু ক্রয়ের মধ্য দিয়েই মূলতঃ প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে পথচলা শুরু। বছর ঘুরতেই গাভী বাচ্চা দিলে দুধ বিক্রি করে তিনি উন্নয়নের পথের নাগাল পান। ২য় বার ২০ হাজার এবং পরবর্তী দফায় ৩০ হাজার টাকা নিয়ে পুকুরে মাছ চাষে ভাগ্যবদলের হাতছানি দেয় তাকে। মাছের চাষ করে আশাতীত লাভে তিনি এখন বেশ স্বচ্ছল। দু'ছেলেই পৃথক সংসার করেছেন। বড় ছেলেকে নিয়ে তিনি থাকেন। পুকুরে মজুদ মাছের বর্তমান মূল্য প্রায় ৫০/৫৫ হাজার টাকা। ৩টা গরু এবং হাঁস-মুরগী নিয়ে গড়ে ওঠা পরিকল্পিত খামারটি প্রকল্পেরই লক্ষ্য বাস্তবায়নের দৃশ্যমান বাস্তবায়ন। ৪০/৫০ টাকা কেজি দরে দুধ বিক্রি করেন তবে হাঁস মুরগীর ডিম বিক্রি না করে নিজেরাই খান। ৮/১০ বছর পূর্বেও চরম অভাবের সাথে লড়াই করা রেনু এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী। অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় এবং চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে তাকে অন্যের কাছে হাত বাড়াতে হয়না। তার অনুভূতি জানতে চা্ইলে বলেন, আমাদেরই প্রতিবেশি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার জন্য আমরা আজ ভাল আছি। দেশের দরিদ্র মানুষের উন্নতির জন্য আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

গাভীর বড় খামার করার স্বপ্ন দেখেন নীলা সরকার

দুই ছেলে এক মেয়ে এবং অসুস্থ স্বামী গোপীনাথকে নিয়ে নীলা সরকারের সংসারে এখন আর টানাপোড়েন নেই। মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন, ছেলেদের লেখাপড়া তেমন একটা শেখাতে পারেননি। প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করেই কাজে লেগেছে তারা। দরিদ্র বাবার সংসার ছেড়ে আরেক দরিদ্রের ঘরে বউ হয়ে আসা নীলা সরকারের দাম্পত্য জীবনের তেমন আলাদা সুখানুভূতি নেই বললেই চলে। স্বামীর স্থায়ী অসুস্থতা সংসারের বিপর্যয় নেমে আসলেও নীলার সাহসী পদক্ষেপে তা কাটিয়ে উঠেছেন বলে জানান। ঘরের পাশে পুকুরে ক্রমাগত মাছ চাষ করে লাভের টাকায় সংসারের সকল চাহিদা পূরণ করেছেন তিনি। মাছ চাষ, গরু পালন করার জন্য আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প হতে ঋণ সহায়তা তাকে উন্নয়নের পথ দেখিয়েছে। ২০১১ সালে প্রকল্প হতে প্রথমবার ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি বকনা গরু দিয়ে শুরু করা ক্ষুদ্র উদ্যোগ এখন একটি গাভীর ছোট খামারে পরিণত হয়েছে। খামারের তিনটি শঙ্কর জাতের গাভীর বর্তমান বাজারমূল্য ৩ লক্ষাধিক টাকা। পুকুরের মাছের মূল্য আনুমানিক ৫০ হাজার টাকা। এ সবই সম্ভব হয়েছে সহজ শর্তে পাওয়া প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ঋণ থেকে। খাবার নিয়ে পুকুরে ফেলতেই মাছ কিলবিলিয়ে ওঠলো। যেন পরম মমতায় তাদের বড় করে তুলছে নীলা সরকার। স্বামী বছরের ৬মাস সুস্থ থাকেন, গরমকালে ছয় মাস অসুস্থ থাকেন। ভালো ডাক্তার দেখিয়েছেন; কোন স্থায়ী সুফল মেলেনি। স্বামী-স্ত্রী মিলে বাড়ির কাজ এবং দুই ছেলে অন্যের জমি বর্গা চাষ এবং মাছ ধরে সংসারের সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের লক্ষ্য বাস্তবায়নের আদর্শ রূপকার নীলা সরকার। ঘরের চারপাশে যেটুকু জায়গা রয়েছে তা শতভাগই উৎপাদনমুখি কাজে ব্যবহার করেছেন তিনি। পরিবারের প্রয়োজনীয় সবজি নিজেই উৎপাদন করেন। নীলা জানালেন, তিনি এখন বেশ ভালো আছেন। পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে আগামীতে দুগ্ধজাত গাভীর একটি বড় খামার করার পরিকল্পনার কথা জানালেন নীলা সরকার।

কুটির শিল্পে ভাগ্যোন্নয়ন বেঞ্জু রানীর

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের রঘুনাথপুর গ্রামের বাসিন্দা বেঞ্জু রানী। ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ চুকিয়েই অল্প বয়সে পাশের গ্রামের সুকুমার দাসের সাথে বিয়ে হয় বেঞ্জুর। এখন ৪২ বছরের বেঞ্জু চার কন্যা সন্তানের মা। পড়াশোনা না করতে পারার আক্ষেপ থেকেই লক্ষ্য ছিল মেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলবেন, কিন্তু দারিদ্র্য পিছু ছাড়েনি তার। একে একে ৪টি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে যেন দুর্ভোগের মাত্রাটা বাড়িয়েই তুলেছেন বেঞ্জু। সংসারের চলমান অভাব কাটিয়ে উঠতে না পারায় বড় মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে অনটনের বোঝাটা কিছুটা কমাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছোট তিন মেয়ে বেড়ে উঠার কারণে খরচের মাত্রাটা ক্রমেই যোগ হতে থাকে। তাই অপর্যাপ্ত পুঁজি দিয়ে বাঁশ-বেতের কাজে ভাত-কাপড়ের সংস্থান করে খুব একটা স্বচ্ছলতা আসেনি পরিবারে।

সংশ্লিষ্ট এলাকায় ২০১২ সালের দিকে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কর্যক্রম শুরু হয়। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় গড়ে ওঠা রঘুনাথপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির একজন উপকারভোগী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন তিনি। বেঞ্জু রানী প্রথম দফায় ১৫(পনের) হাজার এবং পরবর্তিতে দু'দফায় ২০(বিশ) হাজার করে মোট ৫৫(পঞ্চান্ন) হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পর্যাপ্ত উপকরণের যোগান থাকায় বাঁশ-বেতের কাজে ভাগ্য ফিরতে শুরু করে তার ।

তিন মেয়েকে এখন পড়াশোনা করাচ্ছেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষিত করে বিয়ে দেবার প্রত্যয় তার কথায় এবং কাজে প্রতিফলিত হচ্ছে এখন। মেয়েরাও পড়াশোনার অবসরে মা-বাবার এ কাজে সহায়তা করছে। ইতোমধ্যে প্রথম দু'বারের ঋণ পরিশোধ করে তৃতীয় বারের নেয়া ঋণও যথানিয়মে পরিশোধ করে যাচ্ছেন তিনি। উৎপাদন খরচ বাদে প্রতিমাসে গড়ে ৫(পাঁচ) হাজার টাকা আয় হয় তাদের। রঘুনাথপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির একজন আদর্শ সদস্য বেঞ্জু রানী । তিনি মনে করেন, সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরে পাওয়ার পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে তার।

সমির উদ্দিন এখন ছাগল পালনে অন্যদের অনুপ্রেরণা

দারিদ্র্যতা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সমির উদ্দিনকে দিশেহারা করে ফেলেছিল। পরিবারের ভরণ-পোষণের চাহিদা পূরণের অক্ষমতা তাকে ভীষণ পীড়া দিত, তবে এখন সেসব পেছনের গল্প। সমির উদ্দিন এখন স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী। নিজের গড়া বর্তমান শক্ত ভীতের উপর দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছেন ভবিষ্যৎ নিয়ে, এখন তিনি অন্যদেরও স্বপ্ন দেখান। আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত ২০(বিশ) হাজার টাকার পুঁজি আর ছাগল পালনের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ তার জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়।

টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার দেউলাবাড়ি ইউনিয়নের পোড়াবাড়ি হাজীপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য সমির উদ্দিন। ২০১৪ সালে সমিতি থেকে ২০(বিশ) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পাঁচটি দেশি জাতের ছাগল পালনের মাধ্যমে খামারের যাত্রা শুরু হয়। বছর শেষে তার ছাগলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি। সংসার প্রতিপালন আর ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু ছাগল বিক্রি করেন। সমিতির ঋণ পরিশোধের পর আবার ২য় দফায় ২০১৫ সালে ৩০(ত্রিশ) হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরো ছাগল ক্রয় করে খামারটি বড় করেন। পরবর্তী এক বছরে তার খামারে ছাগলের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বর্তমানে সমির উদ্দিনের খামারে ছাগলের সংখ্যা ৪০টি। তিনি এখন সকল খরচ বাদেবছরে ৮০-৮৫ হাজার টাকা আয় করেন। সমিতির অন্যান্য সদস্যের কাছে সমির উদ্দিন এখন দারিদ্র্য বিমোচনের প্রেরণা।

সাফল্যের গল্প শোনালেন মতি আক্তার

দোহার উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ছোট রঘুনাথপুর। ঢাকা জেলা সদরের সন্নিকটে অবস্থিত এ উপজেলার রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরে উন্নয়নের ছোঁয়া স্পষ্ট হলেও নীরবে-নিভৃতে অভাবী জীবনের ঘানি টানা মানুষেরই একজন ছোট রঘুনাথপুরের মতি আক্তার। পড়াশোনা বলতে কোন মতে নাম লেখাটুকু শিখেছিলেন মতি। অভাব-অনটনের মধ্যে বৈবাহিক জীবনের শুরুটা আর সুখের হয়ে ওঠেনি। স্বামীর উপার্জন আর বাড়িতে নিজের হাঁস-মুরগী পালনের আয় দিয়ে কোন রকমে সংসার চালিয়ে নিচ্ছিলেন। ঘর আলো করে কন্যা সন্তান রিনা আক্তারের জন্ম হয়। ঘরে কন্যা সন্তানের আগমনে হঠাৎ খরচ বৃদ্ধির শংকায় খুশির চেয়ে দুর্ভাবনা তাকে ঘিরে ধরে।

এরই মাঝে ২০১১ সালে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প কাজ শুরু করে রঘুনাথপুর গ্রামে। সবকিছু বুঝে-শুনে শুরুতেই সদস্য হন মতি আক্তার। ২০০ টাকা করে মাসিক সঞ্চয় জমা দিয়ে নিজেদের তহবিল গঠনের প্রতি অন্যান্যদের সাথে মনোযোগী হন তিনি। সদস্যভুক্তির দেড় বছর পরেই প্রথম দফায় ১০ হাজার টাকা নিয়ে একটি বিদেশী জাতের ছাগল ক্রয় করেন। ছাগল লালন-পালনের মধ্যদিয়েই তার সংসারে উন্নতির চাকা ঘুরতে শুরু করে। দু'টি ছাগল বিক্রি করার পরেও বর্তমানে তার ৯ টি ছাগল রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দরিদ্রবান্ধব আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প আমার বাড়ি আমার খামার এবং বর্তমানে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের উপকারভোগী সদস্য মতি আক্তার। ভাগ্যোন্নয়নের এমনই বর্ণনা করছিলেন উপস্থিত পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সম্মানিত পরিচালক সাবেক সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান এবং আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অতিরিক্ত সচিব আকবর হোসেনের কাছে। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে এজেন্ট ব্যাংকিং "পল্লী লেনদেন" এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ শেষে তাঁরা উপকারভোগী সদস্যদের

সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়কালে সদস্যদের ভাগ্য পরিবর্তনের এমন সাফল্যের কথা উঠে আসে। মতি আক্তারের উন্নয়নের বর্ণনা সরেজমিনে তার বাড়িতে প্রত্যক্ষ করা হয়।

সমিতি থেকে দ্বিতীয়বারে ২০ হাজার টাকা নিয়ে একটি গরু ক্রয় করেন। দু'ফায় নেয়া ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করেন তিনি। তৃতীয়বারে ৩০ হাজার টাকা ঋণ এবং ছাগল ও গরু বিক্রি করে আরও ৩০ হাজার টাকা যোগ করে একটি বিদেশী জাতের গাভী ক্রয় করেন। বর্তমানে তার গরু-ছাগলের মূল্য দেড় লক্ষ টাকার উপরে। স্বামী কিছু জমি বন্দক নিয়ে চাষাবাদ করছেন এবং বাড়ির আঙ্গীনায় সবজিচাষ করছেন। মেয়েকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়ে পদ্মার ওপারে চন্দ্রপাড়া বিয়ে দিয়েছেন। পেছনে ফেলে আসা কষ্টের দিনগুলোর কথা আর মনে করতে চাইছেন না মতি। প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, প্রকল্পের এই সমিতির সদস্য হতে না পারলে হয়তো জীবনে আর সুখের মুখ দেখাই হতো না।

শিম চাষে সফলতা পেয়েছেন কাশেম

সবজিখ্যাত নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মেহেরকান্দি গ্রামে বসবাস করেন কাশেম। পিতা আঃ মালেক মৃধা এবং মাতা আনোয়ারা বেগমের হাত ধরেই সবজি চাষে হাতেখড়ি কাশেমের। পারিবারিক দৈন্যতার কারণে ৫ম শ্রেণিতেই পাঠ চুকাতে হয়েছে তার। এক ছেলে এবং দুই মেয়ে সন্তানের বাবা কাশেম কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। তার পারিবারিক স্বচ্ছলতা মানে খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকা বলতে যা বুঝায়।

দেশব্যাপি দারিদ্র্যবিমোচনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের কাজ শুরুর সাথে সাথেই মেহেরকান্দি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যভুক্ত হন কাশেম এবং প্রকল্পের নিয়ম মোতাবেক সঞ্চয় জমাতে থাকেন। দুই বছরে সমিতির মূলধন দাঁড়ায় ৮.৩০ লক্ষ টাকা। সমিতির সদস্যদের সম্মতিক্রমে ১ম দফায় ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এক একর বর্গা জমিতে শিমের আবাদ করেন। শিমের মাচার নিচে এবং চারপাশে অন্যান্য সাথী সবজির আবাদ করেন। শিম এবং অন্যান্য সবজি বিক্রি করে তিনি ৪৫ হাজার টাকা আয় করেন, যা দিয়ে তিনি সংসার পরিচালনা করেন এবং ঋণ পরিশোধ করেন। ২য় বার ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে দুই একর জমি লীজ নিয়ে কাকরোল চাষ করেছেন যা বিক্রি করে সকল খরচাদি বাদে লক্ষাধিক টাকা আয় আসবে তার।

শিম ক্ষেতে পরিচর্যা করছেন কাশেম

প্রকল্পভুক্ত সমিতির সদস্য হয়ে তার ভাগ্য খুলে গেছে বলে জানান কাশেম। তার বড় মেয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ছোট মেয়ে ২য় এবং ছেলে ১ম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। পরিবারের সকল প্রকার চাহিদা পূরণে সক্ষম কাশেম বলেন, "উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারমূল্য পেলে দেড়গুণ লাভ হতো। বাজারে সবজি নিয়ে গেলে সবজি পাইকাররা সিন্ডিকেট করে ইচ্ছেমতো দাম দেয়। আমাদের কিছু করার থাকেনা। তাই সমিতি বা প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের উৎপাদিত ফসলাদি বিক্রি করে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারলে আমরা আর্থিকভাবে আরো বেশি স্বাবলম্বী হতে পারতাম।" কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহকারীদের বিপণনব্যবস্থা অনুকূলে থাকলে জাতীয়ভাবে তাঁদের ভাগ্যোন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হতো।

মেহেরকান্দি গ্রামের আবুল কাশেম মৃধাকে অণুসরণ করে সমিতির অনেকেই এখন শিম চাষ করছেন। তিনি এখন এলাকার অণুসরণীয় ব্যক্তি। সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন কাশেম এখন অনেকটাই স্বাবলম্বী এবং সুখি মানুষ।

কনিকা মুড়ি ভেজে সচ্ছলতা এনেছেন

দুই কন্যা সন্তানের মা কনিকা রানী মন্ডল কুষ্টিয়া জেলার খোকশা উপজেলার বাসিন্দা। পেশায় গৃহিনী কনিকা জানিপুর ইউনিয়নের মাছুয়াঘাটা গ্রামের আমার বাড়ি আমার খামার সমিতির সদস্য হন। স্বামী কৃষ্ণ চন্দ্র মন্ডল দিনমজুরী পেশায় উপার্জিত অর্থে অভাব অনটনের সংসারে কোনরকম খরচ যোগাতেন। ১৪/১৫ বছর বয়সে বিয়ের পরে নতুন সংসারে এসেও সেই পুরানো অভাববোধ লেগেই ছিল কনিকার। ২০১৩ সালে গ্রামে গঠিত প্রকল্পের সমিতির সদস্যভুক্ত হয়ে অনেক কষ্টে মাসিক ২০০(দুইশত) টাকা করে সঞ্চয় জমাতে থাকেন।

বছর ঘুরতেই সমিতির ৬০ জন সদস্যেও জমাকৃত সঞ্চয় এবং সরকারি কল্যাণ অনুদানে গঠিত পুঁজি থেকে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে বাড়িতে মুড়ি ভাজার কাজ শুরু করেন। বাজার থেকে ধান কিনে সিদ্ধ শুকনো করে চাল বানিয়ে মুড়ি ভাজার কাজে লাভের মুখ দেখলেন কনিকা। ঋণ পরিশোধ করে পরবর্তীতে ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা এবং একইভাবে পরের বছরে ১৮,০০০ (আঠার হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে মুড়ি ভাজার ব্যবসাা সম্প্রসারণ করেন। তিনি বাড়িতে মুড়ি ভাজেন আর স্বামী তা বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন। স্বামীরও কাজের ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে এখন। রমজান মাসে এ ব্যবসায় ভালো মুনাফা হয় তাঁর। এজন্য পূর্বেই বেশি করে ধান কিনে চাল তৈরি করে প্রস্তুত রাখেন। নিজেদের এ ক্ষুদ্র ব্যবসা দ্বারা বেশ স্বাচ্ছন্দে সংসার চলছে কনিকার। মেয়ে দু'টো পড়াশোনা করাতেও এখন আর ভাবনা নেই তাঁর। বড় মেয়ে ৯ম শ্রেণিতে এবং ছোটমেয়ে ৪র্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। কনিকার উন্নতি দেখে সমিতির অন্যান্যরাও উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। সচ্ছলতা এবং পারিবারিক সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজে তাঁর মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে এখন।

ভিক্ষুক পুনর্বাসনে প্রকল্পের উদ্যোগ

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের দারিদ্র্য বিমোচন মডেলে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের জন্যও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের সূচনা নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলা হতে। নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলা দেশের উত্তরাঞ্চলের দারিদ্রপ্রবণ এলাকা। দারিদ্রের কারণেই এলাকায় ভিক্ষবৃত্তি প্রকট। এ সমস্যা হতে কিভাবে উত্তরণ করা যায় তার উপায় বের করার প্রচেষ্টা হিসেবে সমস্যা নিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় করা হয়। এ সমস্যা উত্তরণে সবাই সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থার সহায়তায় ভিক্ষুকের সংখ্যা জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ জরিপে অন্যান্য সংস্থার সাথে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাঠ সহকারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন। কিশোরগঞ্জ উপজেলায় সকলের সহায়তায় ৯৭৯ জন ভিক্ষুকের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। এ সকল ভিক্ষুককে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির জনগণ এগিয়ে আসে। তবে এধরণের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয় বিবেচনায় ভিক্ষুকদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

এ পর্যায়ে কিশোরগঞ্জের ভিক্ষুক পুনর্বাসনের জন্য আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত উপজেলায় ৭২০ জন ভিক্ষুক সদস্য সমন্বয়ে ১২টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার জন্য প্রকল্প হতে বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিমালা অনুযায়ী সমিতির সদস্যগণ মাসিক ২০০ টাকা সঞ্চয় করে, প্রকল্প হতে এ সঞ্চয়ের বিপরীতে ২০০ টাকা উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয় এবং প্রতি সমিতিতে বছরে ১.৫ লক্ষ টাকা আবর্তক তহবিল প্রদান করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ভিক্ষুকগণ তাদের সঞ্চয়ের মাসিক ২০০ টাকা দিতে সহায়তার করার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে ভিক্ষুকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনির আওতায় পরিচালিত বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধীভাতার বিতরণযোগ্য টাকা তাদেরকে সরাসরি নগদ প্রদান না করে উক্ত টাকা তাদের সঞ্চয় আকারে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় গঠিত ১২টি সমিতির ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। এতে ৭২০ ভিক্ষুক সদস্যে নিজস্ব সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৭.২৮ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। প্রকল্প হতে

উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয় সমপরিমাণ ১৭.২৮ লক্ষ টাকা। সমিতিগুলোতে আবর্তক তহবিল প্রদান করা হয় ১৮.০০ লক্ষ টাকা। ১২টি সমিতিতে ৭২০জন ভিক্ষুক সদস্যের ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট ৫২.৫৬ লক্ষ টাকার তহবিল গঠিত হয়। প্রকল্পের তহবিল হতে প্রতিজন ভিক্ষুককে ৫০০০ টাকা বরাদ্দ দিয়ে ছাগল, হাস-মুরগি, গরুবাছুর, রিক্সাভ্যান, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। ভিক্ষুকগণ ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে কাজে মনোনিবেশ করে। ভিক্ষুক সদস্যদের ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিজস্ব সঞ্চয়, একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প হতে প্রদত্ত উৎসাহ বোনাস ও আবর্তক তহবিলের অর্থসহ সমিতিগুলোর মোট তহবিল ৮২.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ তহবিল তাদের নিজস্ব।

পরবর্তিতে আইএমইডি-র নেতৃত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় ভিক্ষুকদের নিয়ে সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করে। কমিটি এ কার্যক্রমের ভুয়সি প্রশংসা করে সারাদেশে এ কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করে। এ পেক্ষাপটে প্রকল্প হতে সারাদেশে ভিক্ষুক জরিপের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের দারিদ্র বিমোচন মডেলে দেশ ভিক্ষুকমুক্ত করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

আমিনার ভিক্ষার হাত এখন উপার্জনের হাতিয়ার

নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাহাগিলী ইউনিয়নের আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় বাহাগিলী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য আমিনা বেওয়া।স্বামী হারোনোর সাথে সাথে সমাজ-সংসার থেকে সম্মানটুকুও হারিয়ে যায় আমিনার।

সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পালা করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অমর্যাদার ভিক্ষার পেশাকেই জীবন ধারনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বেছে নেন আমিনা। প্রথমদিকে বেশ কষ্টের মনে হলেও এক সময় তা চলমান পেশায় পরিণত হয়ে যায়। তিনি প্রথমবার সমিতি থেকে ৫(পাঁচ) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৪(চার) হাজার টাকায় ২টি ছাগল ক্রয় করেন এবং ১(এক) হাজার টাকা দিয়ে পিঠার ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ছাগলের বাচ্চা বিক্রি করে এবং পিঠার ব্যবসার টাকা জমিয়ে ৭(সাত) হাজার টাকায় মোটাতাজা করে বিক্রির জন্য ১ টি গরু কিনেন, তাছাড়া এখনও ৩ টি ছাগল আছে, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৫(পাঁচ)হাজার টাকা। তার বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও নলকূপ রয়েছে । তিনি নিয়মিত সঞ্চয় জমা করেন, অনুদানসহ তার জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় ১১(এগার) হাজার টাকা। শুধু বেঁচে থাকার লড়াই করতে গিয়ে জীবনের অনেক ইচ্ছাই অপূর্ণ থেকেছে আমিনার, যা আজ পূরণ করার সুযোগ এসেছে। সন্তানরাও এখন খোঁজ-খবর নিচ্ছে। তার সাথে আলাপকালে মনে হয়েছে, সামাজিক সম্মান ফিরে পাওয়ায় ভিক্ষাবৃত্তিতে অসম্মানিত হওয়ার পার্থক্যটা এখন বুঝতে পারছেন আমিনা।

চা বাগানের উদ্যোগে ১৬৫ জন ভিক্ষুকের আত্ম-কর্মসংস্থান

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ এলাকার অব্যবহৃত জয়গা এবং আশ্রয়ণ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট খাস জমিতে সৃজিত চা বাগানে এখন ১৬৫ জন ভিক্ষুকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমজীবী উদ্যোক্তা হিসেবে চা উৎপাদনে ১৬৫ জন ভিক্ষুক সদস্যের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এ চা বাগান প্রকল্পে। অপরদিকে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সদস্যভুক্ত হয়ে জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর প্রকল্পের দেয়া উৎসাহ বোনাসসহ একটি সঞ্চয়ী তহবিল গড়ে উঠছে, যা দিয়ে ঋণ গ্রহণ করে অনেকেই ছাগল-ভেড়া, হাঁস-মুরগী লালন-পালন করছেন। ভিক্ষুকদের এমন দ্বিমুখি উপার্জনের সুযোগে তারা আত্ম-বলিয়ান হয়ে উঠেছেন। অপরদিকে সৃজিত বাগানে চলমান কাজের পাশাপাশি নতুন করে ২ লক্ষ চারা উৎপাদন করা হয়েছে যা সম্প্রসারিত বাগানে রোপণ করার প্রক্রিয়া চলছে । প্রারম্ভিকভাবে দৈনিক ১৬০ টাকা

করে মজুরি প্রাপ্তি তাদের অমানবিক পেশা 'ভিক্ষাবৃত্তি' থেকে মুক্তি দিয়েছে। এখন তারা সমাজে অন্য দশজনের মতো মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জানিয়েছেন, একটি বাড়ি একটি খামারের প্রকল্পভুক্ত আরো প্রায় ২০০ জন পুনর্বাসিত ভিক্ষুককে চা ও রেশম বোর্ডের শ্রমিক হিসেবে তালিকাভুক্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জনাব গোলাম মর্তুজা স্বপন এর দৃষ্টিতে 'আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প' কর্মসূচি ঃ

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের আলোকিত অধিনায়ক এবং মাননীয় সংসদ সদস্য মাশরাফি বিন মর্তুজার পিতা জনাব গোলাম মর্তুজা স্বপন বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করলেও দেশের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে যে রকম পরিবর্তন আসার কথা ছিল তা আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু আমার বাড়ি আমার খামার হচ্ছে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিচালিত এমন একটি প্রকল্প, যার মাধ্যমে শুধু দারিদ্র্য বিমোচনই নয়, ভিক্ষুক পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করা হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, বছর দেড়েক আগে জেলা প্রশাসন এবং আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের উদ্যোগে যখন নড়াইল সদরকে ভিক্ষুকমুক্ত করার কাজ শুরু করে তখন অনেকেই এ নিয়ে ঠাট্টা-মশকারা করতো, উপহাস করতো, অনেককে বলতে শুনেছি, এরা একটা পাগলামি শুরু করেছে, ভিক্ষুকদের কি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে তুলে আনা সম্ভব! এ কাজ আরম্ভ করার সময়ে একটি মিটিংএ আমি উপস্থিত থেকে বুঝেছিলাম, আমরা সকলেই যদি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই তাহলে এটি কোন অসম্ভব কাজ নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু সম্ভব সহায়তা করেছি এবং পরিচিতজনসহ অন্যদেরও উৎসাহিত করেছি এমন একটি মানবিক কাজে সাধ্যমতো সাহায্য করার জন্য এবং করেছেন-ও। যার কারণে শুধু নড়াইল সদর উপজেলা নয়, গোটা নড়াইলকেই আজ ভিক্ষুকমুক্ত জেলা বলতে পেরে আমি ভীষণভাবে আনন্দিত।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সদস্য করে সঞ্চয় জমা ও উৎসাহ বোনাস প্রদান করে ভিক্ষুকদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির জন্য স্থায়ী মূলধন গঠন করে দেয়া হয়েছে, যা দিয়ে ভিক্ষুকদের সক্ষমতা অনুযায়ি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে তাঁরা আজ শুধু নিজের আয়ে তিন বেলা খেতেই পারছেন না, মানুষ এখন তাদের সম্মানও করছে। অত্র জেলার প্রাক্তন এডিসি (সার্বিক) জনাব সিদ্দিকুর রহমান পূর্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে এ কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করায় কাজটি দ্রত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন এবং ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সাফল্য কামনা করছি।

ছবিতে
আমার বাড়ি আমার খামার

১৬ই ডিসেম্বর, ২০১৭ এর বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে শোভাযাত্রার আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অংশ গ্রহণ।

টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প ও পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক পরিদর্শনকালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার, প্রকল্প পরিচালক আকবর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক নজির আহমদ ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

গত ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ এর মেলায় আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪৭ তম সমবায় দিবসে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের স্টল পরিদর্শনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের নবযোগদানকৃত জেলা সমন্বয়কারী এবং উপজেলা সমন্বয়কারীগণের প্রশিক্ষণ ক্লাসে প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তগণ।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ক্লাসে নবযোগদানকৃত জেলা সমন্বয়কারী এবং উপজেলা সমন্বয়কারীগণ।

নরসিংদীর শিলমান্দী ইউনিয়নের খিদিরপুর গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উঠান বৈঠকে উপস্থিত হয়েছেন প্রকল্প পরিচালক আকবর হোসেন এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক নজির আহমদ।

হলুদচাষে সফলতা পেয়েছেন টাঙ্গাইলের রহিজ উদ্দিন

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প হতে ঋণ নিয়ে কক মুরগীর খামার করে দারিদ্র্য ঘুচিয়েছেন কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলায় দক্ষিণ সালুয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব হাসেন আলী

নার্সারি করে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার ভিক্ষুকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

ছাগল পালনে স্বাবলম্বী আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নিজ কুলিহার গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য মোছাঃ মরিয়ম বিবি

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প হতে ঋণ গ্রহণ করে শিম চাষ করে সফল হয়েছেন রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পলিপাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব মোঃ আনারুল ইসলাম

কাঠের তৈরী কুটির শিল্প (স্বামী-স্ত্রীসহ) তৈরী করে তা বিক্রির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছেন আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার আলতাপোল পশ্চিম গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব মোঃ শাহাজাহান আলী

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার আজিজনগর গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব মোঃ জোয়াহের আলী ১৭,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তাঁর নিজস্ব ৩৩ শতক জমিতে চা চাষ করে প্রতিমাসে ১০,০০০ টাকা থেকে ১২,০০০ টাকার চা পাতা বিক্রির মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছেন।

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের মাধ্যমে ভেড়া পালন করে দারিদ্র্য ঘুচিয়েছেন কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর উপজেলার দক্ষিণ সালুয়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য জনাব আব্দুল আহাদ

প্রকল্পের সদ্য যোগদানকৃত কম্পিউটার অপারেটর কাম হিসাব সহকারীদের নিয়ে ১০ আগস্ট, ২০১৮ এ বিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

ইচ্ছা, পুঁজি ও প্রশিক্ষণ
এ তিনে দারিদ্র্যমোচন

অর্থকষ্টে জর্জরিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্ব-স্ব পারিবারিক বলয়ে আত্ম-কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের ক্ষুদ্র সঞ্চয় মডেল এক অনন্য উদ্যোগ। ঋতু বৈচিত্রের হাত ধরে সনাতনী কৃষি ব্যবস্থা অনেকটাই এখন প্রকৃতির প্রতিকূলতার শিকার। দরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়নে দরকার পরিকল্পিত লাগসই উদ্যোগ , যা প্রকৃতির প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে পারে। তাই এ সংক্রান্ত সময়োপযোগী নানামুখি কৃষিজ প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকারভোগী সদস্যদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। সদস্যদের পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে টেকসই উদ্যোক্তা স"ষ্টি প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য, যা দারিদ্র্য বিতাড়নে বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কুমিল্লা'তে প্রশিক্ষণ কাশে প্রকল্পের উপকারভোগী সদস্যগণ।

দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে বিজয়ী হবার মুল প্রেরণা ইচ্ছাশক্তি, সেই শক্তিকে কাজে লাগানোর প্রধান উপকরণ পুঁজি। ইচ্ছা আর পুঁজির সমন্বয়ে পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আরও দরকার অব্যবহারে ভোঁতা হয়ে যাওয়া কর্মদক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শাণিত করা। ইচ্ছা, পুঁজি ও প্রশিক্ষণ এ তিনের সমন্বয়ে দারিদ্র্যের সাথে লড়াইয়ে করে দরিদ্র মানুষ সহজেই বিজয়ী হতে পারে। এ প্রমাণিত সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি একটি স্বনির্ভর আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে। কর্মসংস্থানের জন্য দ্বারে দ্বারে না ঘুরে নিজেই উদ্যোক্তা হয়ে অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রাক উদ্যোগ'ই হলো এ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি। যোগ্য উদ্যোক্তা, সঠিক পরিকল্পনা, পর্যাপ্ত অর্থ সহায়তা ,অনুকূল যোগাযোগ ও অবকাঠামো সুবিধা এবং কাঙ্খিত বাজার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারলে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণের গতিময়তা হবে সবলীল। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে হাজারো প্রতিবন্ধকতার অন্যতম হলো আর্থিক অসচ্ছলতা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে পুঁজি সহায়তায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে আর্থিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত হবে যা পরিবার ও সমাজে তার ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করবে।

সাফল্য ও সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

ভিক্ষুকমুক্তকরণে সাফল্যের দৃষ্টান্ত –

* মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের লক্ষ্য - ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্তসমাজ বিনির্মাণের এক মহতী বাস্তবায়ন নীলফামারী'র কিশোরগঞ্জকে প্রথম 'ভিক্ষুকমুক্ত' উপজেলা ঘোষণা।

* এক সময়ের 'মঙ্গা' স্বীকৃত উত্তর বঙ্গের নীলফামারী জেলার ৯৭৯ জন ভিক্ষুক এখন স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

* এলাকার সকল মানুষের সমন্বিত ভিক্ষুকমুক্তির প্রচেষ্টা 'সামাজিক সম্প্রীতি' বৃদ্ধি করেছে।

* অমানবিক ভিক্ষার পেশাকে বিতাড়িত করে 'মানবতা' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

* বর্তমানে কিশোরগঞ্জ উপজেলার ভিক্ষুক সদস্যদের নিজস্ব সঞ্চয়সহ মোট পুঁজির পরিমাণ ১.৩৮ কোটি টাকা।

* সমন্বিত কর্মসূচির আওতায় ৬৯০ জন সদস্য ঘর ও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন পেয়েছেন।

* বিশুদ্ধ পানির জন্য ২২৫ জন সদস্য টিউবওয়েল পেয়েছেন।

* উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ভিক্ষা প্রদান বন্ধ করে এলাকার মানুষ 'ভিক্ষুক পুনর্বাসন তহবিলে' স্বেচ্ছানুদান জমা করছেন

* আত্মনির্ভর উদ্যোক্তা হিসেবে তাদেরকে এখন সকলেই 'মর্যাদার' চোখে দেখছেন ।

সম্ভাবনা –

* মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মহতী উদ্যোগ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিবাচক সম্ভাবনা দৃশ্যমান হয়েছে।

* হাজার বছর ধরে চলে আসা সমাজস্বীকৃত মর্যাদাহীন পেশা ভিক্ষাবৃত্তি'র চিরতরে অবসান ঘটবে।

* ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে 'আলোকিত মাইল ফলক' এটি।

* ভিক্ষুকমুক্ত বাংলাদেশ হলে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ।

* একজনের দেখাদেখি অন্যজনও ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগে এবং 'আত্মসম্মান প্রাপ্তিতে' উদ্বুদ্ধ হবে।

* কিশোরগঞ্জের ভিক্ষুকমুক্তির সংবাদ অন্যদেরও এগিয়ে আসতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে।

* ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত শান্তিময় বিশ্ব নিশ্চিতকরণে "বাংলাদেশ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা" হয়ে উঠতে পারেন বিশ্ব নেতৃত্বের অনুকরণীয় রোল মডেল।

শেখ হাসিনার উপহার
আমার বাড়ি আমার খামার
বদলাবে দিন তোমার আমার

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প

প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল-১৩), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৩৫৯০৮৩ ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৩৪৮২০৬
ই-মেইল ঃ headoffice@ebek-rdcd.gov.bd ওয়েবসাইট ঃ www.ebek-rdcd.gov.bd